শ্রীকৃষ্ণ

(সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ)

শ্রীবিহারী লাল সরকার

রায় বাহাদুর

(ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ)

কর্ত্তৃক সংগৃহীত

মূল্য দশ আনা

১৯৩৩

প্রকাশক—
শ্রীসরসী লাল সরকার
উকিল
তারক-ভবন,
পি ৩৭৭ মনোহর পুকুর রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

—সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত-

প্রিণ্টার—ব্রজেন্দ্র কুমার দত্ত
দি সাউথ ওরিয়েণ্টেল প্রেস
১৮।১।১ মনোহর পুকুর রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

নিবেদন

মহাভারত এবং ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণ এবং প্রচলিত মহাজন পদ হইতেও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে বিস্তৃত জীবনী ও উপদেশ আছে। কিন্তু ও সব বিরাট গ্রন্থ পাঠ করে কয় জন? ও সব গ্রন্থের গল্পই বেশী হয়। পাঠক অতি মুষ্টিমেয়। সেজন্য সাধারণের সুবিধার জন্য সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর কতক সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। সব সিদ্ধান্ত লওয়া হয় নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে একজন বলেন, অমুক বাবু কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছেন কিন্তু বৃন্দাবন লীলা মানেন না। ঠাকুর বলিলেন "যুদ্ধ, সন্ধি বিগ্রহ, উপদেশ, এসব মানুষে পারে, তাঁর ঈশ্বরত্ব বৃন্দাবন লীলায়, বৃন্দাবন লীলা বাদ দিলে, তাঁর ঈশ্বরত্ব থাকে কই?"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ও শ্রীভাগবত-একাদশ স্কন্ধে তাঁহার উপদেশামৃত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণ পাঠক গীতার ও ভাগবত একাদশ স্কন্ধের উপদেশ যাহাতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

সাধারণের কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীবিহারী লাল সরকার।

শুদ্ধি-পত্র

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৪	কৃষ্ণের পিতা বসুদেব।	কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, মাতা দৈবকী
৫	৫	প্রৌণ্ড্র	পৌণ্ড্র
৮৮	২৬	সাসঙ্গ	সাধুসঙ্গ
৯২	২	পরিচিত্তাভিজ্ঞতা	পরচিত্তাভিজ্ঞতা
৯৪	৮	জ্ঞান থাকে	জ্ঞান থাকে না।
১৩০	১১	দেখেন যেন শ্রীরাধা এবং নিজে যেন তাঁহার সখী	দেখেন যেন শ্রীরাধার সখী

সূচী

—০০০—

মহাভারত

শ্রীকৃষ্ণ ... ১—৫২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ... ১১—৩৫

চরিত্র ... ৪১—৪৭

শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম্ম ... ৪৭—৫২

ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ ... ৫৩—১০৬

একাদশ স্কন্ধ ৭ম হইতে ২৯শ অধ্যায় ... ৮৩—১০৬

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

শ্রীরাধা ... ১০৯—১১৬

মহাজনপদ

শ্রীরাধা ... ১১৭—১৩২

পরিশিষ্ট ... ১৩৩—১৪৬

যাইলেন। কালযবন তাঁহাকে দেখিয়া চিনিল এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্ম অগ্রসর হইল। কৃষ্ণ পলায়ন করিলেন, কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। শিবির হইতে বহুদূর দুইজনে পঁহুছিলে, কৃষ্ণ এক গিরি গুহায় প্রবেশ করিলেন। কালযবন ও গিরি গুহায় প্রবেশ করে, কিন্তু অজ্ঞাত গিরি গুহায় প্রাণ হারাইল। কালযবন মৃত হইয়াছে শুনিয়া তাহার সেনানী ফিরিয়া যাইল। কৃষ্ণ ক্ষুদ্র যাদব সেনা লইয়া জরাসন্ধের সেনার সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলেন। জরাসন্ধ সেনা উঠাইয়া লইলেন। সেবার মথুরা কোনগতিকে রক্ষা হইল।

দ্বারকায় গিরিদুর্গ নির্ম্মান।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, ক্ষুদ্র যাদব সেনা লইয়া বহুবৎসর যদি জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করেন, তথাপি জরাসন্ধের সেনা নিঃশেষ হইবে না। অতএব তিনি মথুরা ত্যাগ করিতে যাদবগণকে পরামর্শ দিলেন, এবং সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বারকা দীপে যাদবদের আবাস স্থির করিলেন, এবং সেখানে রৈবতক গিরিতে দুর্গ নির্ম্মান করিলেন। এরূপ পার্ব্বত্য দুর্গ নির্ম্মান করিলেন যেন স্ত্রীলোকরা ও দুর্গাশ্রয়ে যুদ্ধ করিয়া, শত্রু আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে। যাদবগণ দ্বারকায় যাইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

বিবাহ।

দ্বারকায় থাকা কালীন বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেন। দ্বারকাবাসী সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামাকেও বিবাহ করেন। রুক্মিণীর গর্ভজাত পুত্রের নাম প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্নের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র।

সুভদ্রা।

অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার ভগিনী সুভদ্রার বিবাহ হয়। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়।

প্রেণ্ড্র বধ।

বারানসীতে প্রৌণ্ড্র রাজ প্রচার করেন, যে তিনি বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নহেন। শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে অহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে নিহত করেন।

শাল্ব বধ।

শাল্ব নামে এক নরপতি যাদবদিগের নিগ্রহ করেন। কৃষ্ণ আসিতেছিলেন, পথে দেখিলেন, শাল্ব সৌভযান নামক পুরী নির্ম্মান করিয়া, ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছেন। কৃষ্ণ সৌভযান চূর্ণ করিয়া শাল্বকে বধ করেন।

সভা নির্ম্মান।

পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। নিকটে খাণ্ডববন ছিল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জ্জুন খাণ্ডববন পরিষ্কার করিয়া ফেলেন. এবং ময় নামক এক শিল্পী সেখানে এক উৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মান করেন।

জরাসন্ধ বধ।

যুধিষ্টির রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অভিলাস করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকাইয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "জরাসন্ধ সম্রাট। জরাসন্ধকে জয় না করিলে তিনি রাজ সূয় যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন না।" জরাসন্ধ অতি নিষ্ঠুর পাপাত্মা ছিল। সে ৮৬ জন নরপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। অবশিষ্ট চোদ্দ ১৪ জন সংগৃহীত হইলে, ভৈরব পশুপতির নিকট শত নরপতি বলি দিবে, এই সংকল্প করে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার এই ক্রুর

কর্ম্মের প্রতিবন্ধক হইলেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সেনানী, সে জন্য তাহার সহিত সেনা যুদ্ধ করা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও ভীমকে সঙ্গে লইয়া জরাসন্ধের রাজধানীতে যাইলেন। সেখানে জরাসন্ধকে বলিলেন "তুমি এই ক্রূর কর্ম্ম হইতে বিরত হও। যদি তাহা না হও আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জনের সহিত যুদ্ধ কর। আমরা প্রত্যেকে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।" তখনকার দিনে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহুত হইলে অস্বীকার করা কাপুরুষতার পরিচয়। জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইল। ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে জরাসন্ধ নিপতিত হইল। কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের পর তাহার পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

বন্দীরাজগণ মুক্তি।

কৃষ্ণ অবরুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিলেন। নরপতিগণ মুক্ত হইয়া বলিলেন, "আমাদের কি করিতে হইবে?" শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সাহায্য করিতে আজ্ঞা করিলেন।

অর্ঘাভিহরণ।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপস্থিত। নিমন্ত্রিত সমস্ত নরপতিগণ মিলিত হইয়াছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত নরপতিগণ, মহর্ষিগণ, মুনি ঋষিগণ উপস্থিত। সেই মহতী সভায় ভীষ্ম প্রচার করিলেন "শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতএব শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ পাইবার যোগ্য।" শিশুপাল প্রভৃতি কয়েকজন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। ভীষ্ম বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত কর্ম্মা, ভূমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বলে, বিদ্যায়, বেদজ্ঞানে, বুদ্ধিতে, নীতিতে, ধর্ম্মে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি ভগবান দেহধারণ করিয়া আসিয়াছেন।"

শিশুপাল বধ।

শিশুপাল প্রভৃতি এই প্রস্তাবে অতিশয় রুষ্ট হইল এবং যজ্ঞ পণ্ড করিবার চেষ্টা করিল। যজ্ঞরক্ষার ভার শ্রীকৃষ্ণের উপর ছিল। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের বহু নিন্দা করিল। শ্রীকৃষ্ণ একটী উত্তর ও দিলেন না, তাহাকে ক্ষমা করিলেন। পরিশেষে শিশুপাল তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। শিশুপাল নিহত হইলে, তাহার পক্ষীয় অন্যান্য নরপতিগণ পলায়ন করিল। যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণ ও যাদবরা সব দ্বারকায় ফিরিলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাস।

শকুনির দ্যূতক্রীড়ায়, অক্ষক্রীড়ায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত রাজ্য হারিলেন, এবং দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিলেন। দুর্য্যোধনের ভ্রাতা দুঃশাসন রাজসভায় কেশাকর্ষন ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি করিয়া, দ্রৌপদীকে অতি অসভ্যভাবে নির্য্যাতন করিল। দ্রৌপদী অসহায়া হইয়া "হে গোপীজনপ্রিয়" বলিয়া, কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, আর্ত্তনাদ করিলেন।

বিরাট রাজার ভবনে পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ।

পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর বিরাট রাজার বাটীতে আত্মপ্রকাশ করেন। বিরাট রাজা অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত নিজ কন্যা উত্তরার বিবাহ দিলেন। সেই বিবাহ বাসরে অনেক নরপতি নিমন্ত্রিত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বারকা হইতে আসেন।

যুদ্ধের উদ্যোগ।

বিবাহান্তে রাজ্য পুনরধিকারের কথাবার্ত্তা হইল। দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পর, রাজ্য ফিরাইয়া দিতে দুর্য্যোধন ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কিন্তু দুর্য্যোধন অতি লোভী ছিলেন। সম্মিলিত নরপতিগণ সেজন্য প্রকাশ করিলেন, যদি দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া না দেয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে। উভয় পক্ষে সেনা সংগ্রহ হইতে লাগিল। সব নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন দুইজনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, "উভয়ের সহিত তুল্য সম্বন্ধ। একজন আমাকে লও, আর অন্যজন আমার নারায়ণী সেনা লও। আমি এই যুদ্ধে অযুধ্যমান থাকিব। দুর্য্যোধন তাঁহার নারায়ণী সেনা লইল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে লইলেন।

সন্ধির প্রস্তাব।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে উপপ্লব্য নগরে পাঠাইলেন, যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিতে, যাহাতে তিনি যুদ্ধ না করেন। পাণ্ডবপক্ষীয়েরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব করিলেন, তিনি স্বয়ং হস্তিনায় যাইয়া সন্ধির জন্য চেষ্টা করিবেন। যদি দুর্য্যোধন অর্দ্ধেক রাজ্য ও প্রত্যর্পন করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ হইতে দিবেন না।

হস্তিনায় যাত্রা।

হস্তিনায় যাইবার পূর্ব্বে দ্রৌপদী তাঁহাকে বলেন "অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলে, সেই পাপই হইয়া থাকে।"

তিনি নিজ পরম রমণীয় কেশ কলাপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধি স্থাপনের মত প্রকাশ করিলে, তুমি এই কেশ কলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে।" কৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিনায় যাইলেন এবং সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। দুর্য্যোধন অর্দ্ধেক রাজ্য দিতে কিছুতেই সম্মত হইল না।

হস্তিনার প্রথম দিবস।

প্রথম দিন ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে উপহার উপঢৌকন দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বশ করিবে ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেদিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বিদুরের আবাসে যাইলেন এবং তথায় আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বিদুর কুটীরে কুন্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কুন্তী পুত্রদের বনবাসের জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইলেন, "পাণ্ডবগণ নিদ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া, বীরোচিত সুখে নিয়ত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া, বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। আর ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু উহা দুঃখের আকর। রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস।

দ্বিতীয় দিন দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিবার ষড়যন্ত্র করিল। ইঙ্গিতজ্ঞ কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অনুচর ও শিষ্যস্থানীয় যাদবপ্রধান সাত্যকী তজ্জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের ভর্ৎসনায়, ঐরূপ অনার্য্য কার্য্য করিতে, সাহসী হইল না।

কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ।

হস্তিনা হইতে ফিরিবার সময় কৃষ্ণ কর্ণকে নিজ রথে আনিয়া বুঝাইলেন, যে তিনি কুন্তীর কন্যা কালের পুত্র। অতএব তিনি পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করুন। তাহা হইলে যুদ্ধ নিবারণ হয়। কর্ণ অধিরথ ও রাধার দ্বারা প্রতিপালিত। তিনি সুত বংশে বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র পৌত্র হইয়াছে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন তাঁহাকে ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিপালন করিতেছেন। কর্ণ স্বীকার হইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "নিশ্চয় অসংখ্য প্রাণী নাশ হইবে।" বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষ্ণ কিছুতেই যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিলেন না।

কুরুক্ষেত্র পার্থ সারথী।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথী পদে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও বীর। তাঁহার পক্ষে সারথী হওয়া খুব হেয় কার্য্য। তাহাতেও তিনি অসম্মত হইলেন না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষে বহু বীর সমবেত হইয়াছেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুন বলিলেন "উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।" কৃষ্ণ শ্বেতহয়যুক্ত রথ উভয় সেনার মধ্যে রাখিলেন। অর্জ্জুন পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে রণস্থলে দেখিয়া, অনিবার্য্য মৃত্যু জানিয়া, শোক মোহে মুহ্যমান এবং ভয়ে কম্পিত কলেবর হইলেন। তিনি বলিলেন "রাজ্যলাভ করিবার প্রয়োজন নাই। কুলক্ষয় তিনি করিতে পারিবেন না। তিনি যুদ্ধ করিবেন না।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৃষ্ণ বলিলেন, "একি? এই বিষম সময়ে তোমার এরূপ বিপরীত বুদ্ধি কেন হইতেছে? তুমি ক্লীবতা ত্যাগ কর। যুদ্ধ সমুপস্থিত, তুমি সেনাপতি, তোমার এইরূপ হৃদয় দৌর্ব্বল্য হওয়া বড় অনুচিত।" অর্জ্জুন বলিলেন, "বরং ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল, তবু যুদ্ধ শ্রেয় নহে।" কৃষ্ণ বলিলেন "অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যদি মরণও হয়, তবুও যুদ্ধ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। এই উপদেশসমষ্টি ভারত পূজ্য ভগবদ্‌গীতা নামে খ্যাত। ভগবান হাসিয়া বলিলেন "অর্জ্জুন তুমি জ্ঞানীর মত কথা কহিতেছ। অথচ বন্ধুদের জন্য শোক করিতেছ। কিন্তু বিবেকীরা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।"

তিতিক্ষার মহাফল।

সংসারে দুঃখ কষ্ট মৃত্যু হবেই। কিছুতেই এড়াবার যো নাই। তবে সহ্য কর। সহ্য করার মত পুণ্য আর নাই।

দেহ ও আত্মা।

দেহের নাশ হয়। আত্মার নাশ হয় না। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, লোকে যেরূপ নববস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীব পুরাণ দেহ ত্যাগ করিয়া, নব কলেবর গ্রহণ করে। আত্মা শস্ত্রে কাটিয়া যায় না, অগ্নিতে পুড়িয়া যায় না, জলে গলিয়া যায় না, বায়ুতে শুষিয়া যায় না। দেহের জন্ম মৃত্যু বাল্য যৌবন জরা আছেই। আত্মার জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, বিপরিণাম নাই। আত্মা নিত্য, স্থানু, অচল, সনাতন।

গুরু করণ।

আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আত্মজ্ঞ গুরুর দরকার। আচার্য্যের সেবা করিয়া, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়।

চিত্ত শুদ্ধি।

এই আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে হইলে, চিত্ত শুদ্ধির দরকার। কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধি হইতে পারে। সেজন্য কর্ম্ম দরকার। অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মেতেই অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নাই। তাই বলে, কর্ম্ম না করিতে, যেন তোমার বুদ্ধি না হয়। যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ। কর্ম্মে বন্ধন হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর অর্চ্চনা জ্ঞানে কর্ম্ম করিলে, আর বন্ধন হইতে পারে না। এই কৌশলই যোগ।

সিদ্ধ পুরুষ।

প্রঃ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন সিদ্ধ পুরুষ কিরূপ?

উঃ সর্ব্ব মনগত কাম ত্যাগ করিয়া যিনি কেবল আত্মাতে তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁহাকেই সিদ্ধ পুরুষ বলা যায়।

দিবানিশি।

সর্ব্বভূতের যেটা নিশা যোগীর সেইটা দিবা। সর্ব্বভূতের যেটা দিবা যোগীর সেইটা নিশা। যোগী পেচকের মত।

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞান ও কর্ম্ম কোনটী শ্রেয়।

প্রঃ জ্ঞান ও কর্ম্ম কোনটী শ্রেয়?

উঃ কর্ম্ম ও জ্ঞান স্বতন্ত্র নহে। এক ব্রহ্ম নিষ্টার প্রকার ভেদ। শুদ্ধ অন্তঃকরণের জ্ঞানযোগ, আর অশুদ্ধ অন্তঃকরণের কর্ম্মযোগ। একটী উপায় আর একটি উপেয়।

জ্ঞানশূন্য সংন্যাস নিষ্ফল।

কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান হয় না। জ্ঞান শূন্য সংন্যাসে সিদ্ধি হয় না।

কপটাচার।

মনে মনে বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত, কিন্তু কর্ম্ম করে না, সে মিথ্যাচার।

জগৎ চক্র।

কর্ম্ম হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতগণ, আবার ভূতগণ হইতে কর্ম্ম, এই জগৎ চক্র, যে না অনুবর্ত্তন করে, সে পাপী, তার বৃথা জীবন।

কর্ম্মীর দৃষ্টান্ত।

আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই। আমি তবু কর্ম্ম করি। আমি যদি কর্ম্ম না করি, লোকে আমার পথ অবলম্বন করিয়া, উৎসন্ন যাইবে। পূর্ব্বে জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

মূর্খকে জ্ঞান উপদেশ করিবে না। জ্ঞান উপদেশ দিলে, তাহার বুদ্ধি বিচলিত হইবে। শ্রেষ্ট ব্যক্তি যাহা করেন, ইতর লোক তাহাই অনুকরণ করে। সেজন্য জ্ঞানী নিজে লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিবেন।

প্রারব্ধ ভোগ।

দেখিতে পাওয়া যায় জ্ঞানী ব্যক্তি, প্রাচীন সংস্কার বশতঃ হঠাৎ একটা অন্যায় কায করে বসেন। ইহার নাম প্রারব্ধ।

জীব পাপ করে কেন ?

প্রঃ জীব পাপ করে কেন ?

উঃ কাম আর ক্রোধ এই দুইটীর বশবর্ত্তী হয়ে, জীব পাপ কায করে। এই দুইটীকে মোক্ষ পথের পরম বৈরী জানিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

যোগসম্প্রদায়।

আমি এই যোগ পূর্ব্বে আদিত্যকে বলি। আদিত্য মনুকে বলেন। মনু ইক্ষাকুকে বলেন। এইরূপে রাজর্ষিরা এই যোগ প্রাপ্ত হয়েন।

ভগবানের বহু জন্ম।

প্রঃ বসুদেবগৃহে আপনার জন্ম পরে হয়। আদিত্যের উৎপত্তি সৃষ্টির প্রথমে হয়। আপনি এই যোগ আদিত্যকে কি কোরে বলিলেন।

উঃ আমার বহু জন্ম হইয়াছে। অর্জ্জুন! তোমার ও বহুজন্ম হইয়াছে। তোমার সে সব স্মরণ নাই। আমার সে সব স্মরণ আছে।

অবতারের আবির্ভাব।

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখন আমি নিজের দেহ সৃষ্টি করি। সাধুদের পরিত্রাণ, পাপীদের বিনাশ, ও ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

অবতারের জন্মকর্ম্ম।

আমার জন্মকর্ম্ম অলৌকিক। কেবল পরের অনুগ্রহার্থ জানিবে।

কৃষ্ণ কল্পতরু।

আমার কাছে যে যাহা চায়, তাহাকে আমি তাহাই দিই।

ব্রহ্ম যজ্ঞ।

হাতা ব্রহ্ম, হবি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, সকলেতেই যে ব্রহ্ম দৃষ্টি করে, সে ব্রহ্মকেই পায়।

জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

বহুবিধ যজ্ঞ আছে বটে, কিন্তু সকল যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান সকল পাপ ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছু নাই।

জ্ঞান সময় সাপেক্ষ।

ঠিক সময় হলে জ্ঞান আপনি হয়।

সংশয়ে সর্ব্বনাশ।

সংশয়াত্মার ইহপর কিছুই সিদ্ধ হয় না। সংশয়াত্মা সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ কোনটী শ্রেয়।

প্রঃ সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেয় ?

উঃ সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েতে মুক্তি হয়। তবে সংন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ বিশিষ্ট।

জ্ঞান ও কর্ম্ম এক ফল।

জ্ঞান আর কর্ম্ম বালকরাই পৃথক বলে। কিন্তু জ্ঞানে যে ফল, কর্ম্মেও সেই ফল। বিশেষতঃ কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞান হয় না।

নিস্কাম কর্ম্ম।

ইন্দ্রিয় ও প্রাণ কর্ম্ম করে। আত্মা কর্ম্ম করে না। মূঢ়রা নিজেকে কর্ত্তা মনে করে। নিরহঙ্কার হইয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মের ফল পরমেশ্বরে সমর্পণ কর। ফলে আসক্ত হইও না। জলে পদ্মপত্রের মত নির্লিপ্ত হইয়া, কর্ম্ম কর। কায় দ্বারা মন দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা ও ইন্দ্রিয় দ্বারা, যোগীরা কর্ম্ম করেন, উদ্দেশ্য মাত্র চিত্তশুদ্ধি।

ঈশ্বরে বৈষম্যাভাব।

ঈশ্বর কর্তৃত্ব কর্ম্ম বা কর্ম্মফল সৃজন করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব কর্তৃত্বাদি রূপে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্য ও গ্রহণ করেন না, জীব অজ্ঞান হেতু ঈশ্বরে বৈষম্য দর্শন করে।

জ্ঞানী সমদর্শী।

জীবন্মুক্ত ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তিতে, কুকুরে "সম" অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অবসাদ অতি খারাপ।

নিজেকে হীন ভাবিও না। আত্মাকে অধঃপাতিত করিবে না। [দীনহীন ভাবটা খুব অনিষ্টকর।] সংসার মগ্ন চিত্তকে উদ্ধার করিবে। হাত পা ছেড়ে দিও না, আরও ডুবে যাবে।

কে যোগী ?

প্রস্তর খণ্ডে মাটীর ডেলায় ও কাঞ্চনে, যে সমবুদ্ধি সেই যোগী। সুহৃৎ মিত্রে, সাধু পাপীতে, যে সমবুদ্ধি, সেই যোগী। সর্ব্বভূত ভগবানে, ভগবান সর্ব্বভূতে, যে দেখে সেই যোগী। আমার যেরূপ সুখ প্রিয় দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ অপরের ও সুখ প্রিয় দুঃখ অপ্রিয়, এইরূপ যে সমবুদ্ধি, সেই যোগী।

আসনাদি নিয়ম।

একান্তে শুদ্ধ স্থানে প্রথমে কুশ, তার উপর চর্ম্ম, তার উপর বস্ত্র পাতিয়া আসন করিবে। পরের আসন লইবে না। কায় শির গ্রীবা অবক্র রাখিবে। নিজ নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিবে। নিরাকাঙ্ক্ষ ও অপরিগ্রহ হইবে। প্রশান্ত ও ভয়শূন্য হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক রাখিবে। ভগবচ্চিত্ত হইবে এবং আমার চিন্তা করিবে।

যোগ জীবন।

অতিভোজনশীলের যোগ হয় না, আবার অতি অভোজনশীলের যোগ হয় না। অতি নিদ্রাশীলের যোগ হয় না, আবার অতি জাগরণশীলের যোগ হয় না। যাহার আহার নিদ্রা পরিমিত, তাহারই যোগ হয়।

সমাধি লাভ।

যোগীর চিত্ত নির্বাত দেশের প্রদীপের মত অচঞ্চল থাকে। চিত্তের নিরোধ হইলে, আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। তাহার নাম সমাধি। সমাধি লাভ হইলে, তাহা হইতে অধিক লাভ, আর কিছু মনে হয় না। গুরু দুঃখেতে বিচলিত হয় না। সে অবস্থায় দুঃখের সংযোগেই বিয়োগ হয়।

মন স্থৈর্য্যের উপায়।

প্রঃ মন চঞ্চল ইহার নিরোধ কি করে হয়?

উঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির করা যায়। অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটী উপায়।

যোগ ভ্রষ্টের গতি।

প্রঃ যোগ ভ্রষ্ট হইলে কি একেবারে নষ্ট হয়?

উঃ অল্পকাল যোগ অভ্যাস করিলে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ধনীদের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। বহুকাল যোগ অভ্যাস করিলে, পবিত্র যোগীকুলে জন্ম হয়, যোগীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সে পৌর্ব্ব দৈহিক বুদ্ধি লাভ করিয়া, মোক্ষ মার্গে অধিক প্রযত্নশীল হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বরের দ্বিবিধ শক্তি।

ঈশ্বরের দ্বিবিধ শক্তি, জড় শক্তি ও জীব শক্তি। জড় শক্তি অষ্টবিধ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, ও আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথ্বী। জড় শক্তি নিকৃষ্ট, জীবশক্তি উৎকৃষ্ট।

সব ঈশ্বরে গ্রথিত।

জগতে যাহা কিছু আছে সব ঈশ্বরে গ্রথিত, যেমন সূত্রে মণিগণ।

মায়া অতিক্রম।

আমার মায়া ত্রিগুণাত্মিকা ও অলৌকিকী। এই মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। আমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা আমার মায়া অতিক্রম করে।

ভগবান প্রকট হন না।

আমি সকলের নিকট প্রকট হই না। মূঢ়রা আমি অজ ও অব্যয় তাহা জানে না। অর্জ্জুন! তুমি জান না, কিন্তু আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব জানি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব দুর্লভ।

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন সিদ্ধ হয়। সহস্র সিদ্ধের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ যাজী।

দুষ্কৃতরা শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে না। সুকৃতীরা শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে।

ভক্ত চতুর্বিধ।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ আমার ভক্ত। আর্ত্ত যেমন রোগাভিভূত, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী ভোগপ্রেপ্সু। ইহারা সকলই মহান, তবে ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

চরম জন্মে "সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞান।

বহুজন্মের পর শেষ জন্মে, জ্ঞানবান সর্ব্ব চরাচর বাসুদেব, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্ম কি?

প্রঃ ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কি? অধিদৈবত কি? অধিযজ্ঞ কি? অধিযজ্ঞ কি প্রকারে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন? মরণকালে আপনাকে স্মরণের উপায় কি?

উঃ (১) জগতের মূলকারণ পরম অক্ষর ব্রহ্ম।

(২) এই দেহে যিনি ভোক্তা, তিনি অধ্যাত্ম।

(৩) ভূতের উৎপত্তি যাহা দ্বারা হয়, তাহাই কর্ম্ম, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম।

(৪) দেহ অধিভূত।

(৫) অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অধিদৈব, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি।

(৬) অন্তর্য্যামী অধিযজ্ঞ।

(৭) অন্তর্য্যামী কর্ম্ম ফলদাতা।

(৮) অন্তকালে, পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া, যে প্রয়াণ করে, সে মৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়।

মরণকালে ব্রহ্মস্মরণ।

প্রাণ বিয়োগ কালে, জীব যাহা স্মরণ করিয়া মরে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। মরণ কালে স্মরণ উত্থম হইতে পারে না, সেজন্য সারা জীবন যে অভ্যাস করে, তারই ব্রহ্মকে স্মরণ হইয়া থাকে।

সৃষ্টি প্রলয়।

ব্রহ্মার দিন চতুর্সহস্র যুগ পরিমিত, ব্রহ্মার রাত্রি চতুর্সহস্র যুগ পরিমিত। ব্রহ্মের দিবসাগমে অব্যক্ত হইতে চরাচর ভূত প্রাদুর্ভূত হয়, আবার ব্রহ্মের অহরাগমে জন্ম লাভ করিয়া, রাত্রি আগমে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। আবার অহরাগমে জন্ম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বার বার জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে।

ভগবদ্ প্রাপ্তির ফল।

ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমাকে পাইলে তাহার পুর্নজন্ম হয় না।

ভক্তি একমাত্র উপায়।

সেই পুরুষ একমাত্র ভক্তিদ্বারা লভ্য।

দ্বিবিধ গতি।

উপাসকরা দেবযান অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। আর কর্ম্মীরা পিতৃযান অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

নবম অধ্যায়।

অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর যোগ।

যদিচ আমি অতীন্দ্রিয়, কিন্তু কারণরূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সর্ব্ব চরাচর আমাতে অবস্থিত, কিন্তু চরাচরে আমি অবস্থিত নহি। আমি আকাশবৎ অসঙ্গ। আমার অসাধারণ অঘটন ঘটনা চাতুর্য্য দেখ। আমি ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি, আমি ভূতগণ পালন করিতেছি, কিন্তু আমার আত্মা ভূতস্থ নহে। (Ether) আকাশস্থিত বায়ু যেরূপ সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ আকাশ কল্প (চিদাকাশ) আমাতে সব অবস্থিত জানিবে।

শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তৃত্ব ও ঔদাসীন্য।

বিশ্ব সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। আমি আসক্তি-শূন্য এবং উদাসীনবৎ, সেজন্য আমার বন্ধন হয় না।

প্রকৃতির পরিণাম।

প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম হইতে পারে না। আমার অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে। আমি রহিয়াছি, সেজন্য প্রকৃতি চরাচর প্রসব করিতেছে।

ভগবানের মানুষ দেহ।

আমি মানুষীতনু স্বীকার করিয়াছি, সেজন্য মূঢ়রা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা আমার ঐশ্বর ভাব জানে না।

ভক্তের খাওয়া দাওয়া।

আমার ভক্তের যোগক্ষেম খাওয়া দাওয়ার জিনিষ আমি বহন করি।

শ্রীকৃষ্ণের পূজা অনায়াস সাধ্য।

অন্য দেবতার পূজা বহুলায়াস সাধ্য। আমার পূজার জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে হইবে না। সামান্য পত্র পুষ্প তোয় ভক্তির সহিত অর্পিত হইলে, আমি তাহা ভক্ষণ করি। তাহাও যদি না সংগ্রহ হয়, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু কর, আমাতে অর্পণ কর, তাহা হইলে আমার পূজা হইবে।

ভগবানে বৈষম্য নাই।

আমি সর্ব্ব ভূতে সম, আমার অপ্রিয় বা দ্বেষ্য নাই।

কৃষ্ণ ভক্তির মহিমা।

তবে আমার ভক্তির মহিমা এই, অত্যন্ত দুরাচার ও যদি আমাকে ভজনা করে, সে সাধু হইয়া যায়, কারণ সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়। আমার ভক্তের নাশ নাই। এই লোক অনিত্য ও নিরানন্দ, অতএব আমাকে ভজনা কর।

দশম অধ্যায়।

ভক্তের অজ্ঞান নাশ।

যাহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহাদের অনুগ্রহার্থ সংসার তম নাশ করিয়া দিই। তাহাদের বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া, জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া দিই।

ভগবান হইতে সব।

ভাল মন্দ সব আমা হইতে জাত।

ভগবদ্ বিভূতি।

প্রঃ আপনার কি কি বিভূতি?

উঃ আমি অন্তঃকরণে পরমাত্মা, আমি প্রকাশকের মধ্যে রবি, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা। বেদের মধ্যে সামবেদ। বসুর মধ্যে অগ্নি। সেনাপতির মধ্যে স্কন্দ। জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। বাক্যের মধ্যে ওঁকার। স্থাবরের মধ্যে হিমালয়। বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ। দেবর্ষির মধ্যে নারদ। সিদ্ধের মধ্যে কপিল মুনি। নরগণের মধ্যে নরাধিপ। দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ। মৃগের মধ্যে সিংহ। পক্ষীর মধ্যে গরুড়। শস্ত্রধারীর মধ্যে রাম। নদীর মধ্যে জাহ্নবী। বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা। মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ। ঋতুর মধ্যে বসন্ত। বৃষ্ণির মধ্যে বাসুদেব। পাণ্ডবদের মধ্যে ধনঞ্জয়।

যেখানে যেখানে বিভূতিমৎ, উর্জ্জিত দেখিবে, সেইখানে আমার আবির্ভাব বুঝিবে।

বিশ্ব একপাদ।

বিশ্ব আমার এক পাদ। আর ত্রিপাদ অমৃত। Emanent & Transcendent.

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা।

অর্জ্জুন বলিলেন, আপনি সৃষ্টি প্রলয়ের কর্ত্তা ও বিশ্বনিয়ন্তা হইয়াও, আপনার বৈষম্য শূন্যতা ও ঔদাসীন্য রূপ মাহাত্ম্য শুনিলাম। হে পুরুষোত্তম! আপনার

পারমেশ্বর রূপ দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সেই রূপ দেখিবার আমি যদি যোগ্য হই, তাহা হইলে, আমাকে আপনার সেই পারমেশ্বর রূপ দেখান।

জ্ঞানচক্ষু দান।

ভগবান বলিলেন, তোমার প্রাকৃত চক্ষু দ্বারা, আমার রূপ দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাকে জ্ঞান চক্ষু দিতেছি। তুমি আমার ঐশ্বর অসাধারণ যোগ দেখ।

পারমেশ্বর রূপ।

মহা যোগেশ্বর হরি তখন অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর রূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, বহু বক্ত্র নয়ন সম্পন্ন, দিব্য মাল্যাম্বর শোভিত, দিব গন্ধানু-লেপন সর্ব্বাশ্চর্য্যময় অনন্ত সর্ব্বতোমুখ। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্য যুগপৎ উত্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কথঞ্চিৎ সদৃশী হয়। দেবপিতৃ মনুষ্যাদি নানা বিভাগে বিভক্ত, সমস্ত জগৎ, সেই দেবদেবের শরীরে, তাঁহার অবয়ব স্বরূপ একত্র অবস্থিত দেখিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, "আপনার দেহে আদিত্যাদি দেবগণ, জরায়ুজ অণ্ডজাদি ভূতগণ, দিব্য বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, বাসুকীতক্ষকাদি উরগগণকে দেখিতেছি। পৃথিবী পদ্ম মধ্যে মেরু কর্ণিকাসনে উপবিষ্ট দেবতাদের ঈশ ভগবান ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। আপনার অনেক বাহু অনেক উদর অনেক বক্ত্র অনেক নেত্র দেখিতেছি। হে অনন্ত রূপ! আপনাকে সকলদিকে দেখিতেছি। বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! কিন্তু আপনার আদি মধ্য অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। প্রদীপ্ত হুতাশন ও সূর্য্য সঙ্কাশ দ্যুতিতে আপনি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছেন। অন্তরীক্ষকে আপনি একা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং দিগ্‌বলয় ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। আপনার এই উগ্র ক্রূর অদ্ভূত রূপ দেখিয়া স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ভীত হইতেছে। এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত

বস্বাদি দেবগণ, যাঁহারা মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা ভীত হইয়া আপনার দেহে শরণার্থ প্রবিষ্ট হইতেছেন। কেহ বা ভয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, জয় রক্ষ রক্ষ বলিয়া স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া পুষ্কল স্তুতি দ্বারা আপনার স্তব করিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণ, উষ্মপা প্রভৃতি পিতৃগণ, হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব যক্ষগণ, বিরোচন প্রভৃতি অসুরগণ, কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ, ইঁহারা সকলে বিস্ময় সহকারে আপনাকে দেখিতেছেন। আপনার এই উর্জ্জিত রূপ দেখিয়া সকল প্রাণীগণ ভীত হইয়াছে। আমিও অতিশয় ভীত হইয়াছি। আপনার রূপ বহু দংষ্ট্র দ্বারা করাল হইয়াছে। অন্তরীক্ষব্যাপী তেজোযুক্ত নানা-বর্ণ-ভয়ঙ্কর বিবৃতানন ও দীপ্ত বিশাল নেত্র দেখিয়া, আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে। আমি ধৈর্য্য লাভ করিতে পারিতেছি না। ভয়ে দিঙ্মূঢ় হইয়াছি।

যোদ্ধাগণের কালমুখে প্রবেশ।

আমি দেখিতেছি দুর্য্যোধন জয়দ্রথাদি সর্ব্ব অবনীপাল সহ আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছেন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ও প্রবেশ করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নাদি আমাদের পক্ষীয় প্রধান যোদ্ধারা ও ঐ সঙ্গে আপনার দেহে প্রবেশ করিতেছেন। নদীর বারি প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখী হইলে ত্বরাযুক্ত হইয়া যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই সব নরলোকবীর আপনার মুখ বিবরে প্রবেশ করিতেছে। পতঙ্গগণ মরণের জন্য প্রদীপ্ত অগ্নিতে যেরূপ অত্যন্তবেগে প্রবেশ করে, সেইরূপ লোকসমূহ আপনার মুখ মধ্যে বিনাশের জন্য অতিবেগে প্রবেশ করিতেছে। আপনি চতুর্দিকে প্রজ্বলিত বদন দ্বারা সমস্ত লোককে মুখাভ্যন্তরে করিয়া, অত্যন্ত ভক্ষণ করিতেছেন। হে উগ্ররূপ! আপনি কে?

ভাবী জয় পরাজয়।

ভগবান বলিলেন, লোকক্ষয়কারী উৎকট কাল আমি। ইহলোকে প্রাণীসংহার করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। তুমি ব্যতীত ভীষ্ম দ্রোণাদি সকলেই বিনষ্ট হইবে। উঠ! দেব দুর্জ্জয় ভীষ্মাদিকে জয় করিয়া যশঃ লাভ কর। যুদ্ধের পূর্ব্বে, কালাত্মা আমি, ইহাদিগকে নিহত প্রায় করিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচিন্! তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও। জয় পরাজয় কোনটী শ্রেয়, এই তর্ক বিতর্ক করিতেছিলে। সে তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন নাই, কোনটাই তোমার হাতে নহে। যাহাদিগকে ভয় করিতেছিলে, সেই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথকে আমি মারিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া ইহাদিগকে বধ কর।

অর্জ্জুনের প্রণতি।

অর্জ্জুন শুনিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে ভীত হইয়া প্রণাম করিলেন, হে হৃষীকেশ! আপনি অদ্ভুত প্রভাব এবং ভক্তবৎসল, এই জন্য জগৎ প্রহৃষ্ট হয় এবং আপনাতে অনুরক্ত হয়, ইহা যুক্ত বটে, আপনি দেবগণের আদি। আপনি এই বিশ্বের লয়স্থান। আপনি বিশ্বের বেত্তা ও বেদ্য। আপনি পরমধাম! এই সমস্ত বিশ্বকে আপনি ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। হে অনন্ত রূপ! এইজন্য আপনাকে সকলে নমস্কার করেন। আপনি বায়ু, আপনি যম, আপনি অগ্নি, আপনি বরুণ, আপনি কশ্যপাদি প্রজাপতি। আপনি শশাঙ্ক! আপনি পিতামহ ব্রহ্মারও জনক! আপনাকে সহস্রবার নমস্কার। আপনাকে পুনরায় নমস্কার। আপনাকে নমস্কার করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। আপনাকে আবার নমস্কার। হে সর্ব্ব! আপনার সম্মুখে নমস্কার, আপনার পশ্চাতে নমস্কার। সর্ব্বদিকে আপনাকে নমস্কার। সখাবয়স্য ভাবিয়া আপনাকে "কৃষ্ণ যাদব সখে" ইত্যাদি সম্বোধন করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

আপনার মহিমা না জানিয়া, প্রণয় ও স্নেহ হেতু এরূপ বলিয়াছি। পরিহাসার্থ আপনার অসৎকার করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। পিতা যেরূপ পুত্রের, সখা যেরূপ সখার, অপরাধ ক্ষমা করেন, সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনার অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত হইয়াছে। হে বিশ্বমূর্ত্তে! এই বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া, বসুদেব পুত্ররূপে পুনরাবির্ভূত হউন।

মানুষরূপ গ্রহণ।

ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুন কেন তুমি ভীত হইতেছ। আমি প্রসন্ন হইয়া নিজ যোগ সামর্থ্যহেতু এই উত্তমরূপ দেখাইয়াছি। তুমি নির্ভয় হও। আমার মানুষরূপ দেখ। ভগবান বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া, বসুদেব পুত্ররূপে পুনরাবির্ভূত হইলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, আপনার সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া আমি এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কৃষ্ণ উপাসনা সোজা। ব্রহ্ম উপাসনা কঠিন।

প্রঃ যাহারা ব্রহ্ম উপাসনা করে, আর যাহারা আপনার উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

উঃ দেহ বুদ্ধি যাহাদের নাই, তাহারাই ব্রহ্ম উপাসনার উপযুক্ত। যাহাদের দেহ বুদ্ধি আছে, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্ম উপাসনা ক্লেশকর। ব্রহ্ম উপাসকরা নিজ সাধনা বলে ব্রহ্মকে পায়, কিন্তু আমার উপাসকদের আমি মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্ত করি।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ।

জীবন্মুক্ত উচ্চে দ্বেষ করেন না, সমানে মৈত্রী করেন, এবং হীনে করুণ হন। তিনি নির্ম্মম নিরহঙ্কার এবং সুখ দুঃখে সম। তিনি প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযত, আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছেন। এইরূপ ভক্ত আমার প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র কাহাকে বলে?

আকাশ অনিল অগ্নি জল পৃথ্বী এই পঞ্চ মহাভূত, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসন ঘ্রাণ, বাক্ পাণি পাদ, পায়ু, উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় আর মন, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্র। ইচ্ছা দ্বেষ লজ্জা ভয় চেতনা এ সব ও ক্ষেত্র।

জ্ঞানের সাধন।

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, বৈরাগ্য, পরমেশ্বরে ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে বাস, এইগুলি জ্ঞানের সাধন।

ব্রহ্ম কি?

ব্রহ্ম অনাদি, নিরতিশয়, সৎ বলা যায় না অসৎ বলা যায় না, অস্তি নাস্তির মাঝামাঝি। সকল দিকেই তাঁহার পাণিপাদ, সকল দিকেই তাঁহার অক্ষি শিরঃ মুখ। তাঁহার পাদ না থাকিলেও চলিতে পারেন, পাণি না থাকিলেও গ্রহণ করেন, অচক্ষু হইলেও দেখিতে পান। অকর্ণ হইলেও

শুনিতে পান। তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তিনি বহির অন্তর, চর ও অচর। তিনি দূরে নিকটে, অজ্ঞানের পরপারে।

প্রকৃতি পুরুষ পরমাত্মা।

শরীর ইন্দ্রিয়ের হেতু প্রকৃতি।

সুখ দুঃখের ভোক্তা পুরুষ। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই, সুখ দুঃখ ভোগ করে।

আমি এই দেহেই পর পুরুস পরমাত্মা দ্রষ্টা।

আত্মদর্শনের উপায়।

(১) ধ্যান (২) জ্ঞান (৩) যোগ (৪) কর্ম্ম এই চারি উপায়ে আত্মার সাক্ষাৎকার করা যাইতে পারে। যে এ সব পারে না অসমর্থ, সে অন্যের কাছে, আত্মার বিষয় শুনিয়া, আত্মার উপাসনা করিবে।

পরমাত্মা।

পরমাত্মা শরীরস্থ হইয়াও কিছু করেন না, বা সুখ দুঃখ ভোগ করেন না। তিনি দ্রষ্টা।

চতুর্দশ অধ্যায়।

প্রকৃতি ও ভগবান।

প্রকৃতি মাতৃ স্থানীয়া। আমি বীজ প্রদ পিতা।

গুণাতীত কে ?

প্রঃ গুণাতীতের লক্ষণ কি ?

উঃ যিনি প্রাপ্ত (যেমন বার্দ্ধক্য) দ্বেষ করেন না, অপ্রাপ্ত (যৌবন) আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি গুণাতীত।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতিমা।

আমি ব্রহ্মের প্রতিমা। আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম জ্যোতি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৈরাগ্য কুঠার।

সংসার অশ্বত্থ বৈরাগ্য কুঠার দ্বারা ছেদন করিতে হইবে।

উৎক্রান্তি ব্যাপার।

জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণগুলি ও মনকে লইয়া চলিয়া যায়, বায়ু যেমন ফুল হইতে গন্ধ লইয়া যায়।

কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী।

আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামী! আমি স্মৃতি শক্তি, আমিই জ্ঞান শক্তি, আমিই জ্ঞানদ গুরু।

কৃষ্ণ পুরুষোত্তম।

দেহ ক্ষর, জীব অক্ষর। আমি ক্ষর নহি, আর অক্ষর হইতে উত্তম। সেজন্য আমাকে পুরুষোত্তম বলে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

সম্পদ্‌দ্বয়।

অভয়, প্রসন্নতা, দান, স্বাধ্যায়, তপ, অহিংসা, আর্জ্জব এইগুলি দৈব সম্পদ্‌।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান এইগুলি আসুর সম্পদ্‌। অর্জ্জুন! ভয় নাই, তুমি দৈবী সম্পদ্‌ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ।

পাপিষ্ঠদের গতি।

ক্রূর কর্ম্মা নরাধমদিগকে ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে অনবরত আমি নিক্ষেপ করি।

নরকের দ্বার।

কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটী নরকের দ্বার।

শাস্ত্রই প্রমাণ।

কার্য্য ও অকার্য্য ইহার ব্যবস্থার শাস্ত্রই প্রমাণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধা।

প্রঃ যাহারা শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত যজন করে, তাহাদের নিষ্ঠা কি প্রকার?

উঃ যাহারা প্রাচীন সংস্কার বশতঃ উত্তম, তাহারা সাত্ত্বিক। যাহারা মধ্যম, তাহারা রাজস, আর যাহারা অধম, তাহারা তামস।

সত্ত্ব রজ তম।

সত্ত্বের চিহ্ন প্রকাশ ও সুখ। রজর চিহ্ন স্পৃহা অশম। তমর চিহ্ন মোহ শোক।

পূজা ত্রিবিধ।

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবগণের পূজা করে।

রাজসিকরা যক্ষরক্ষের পূজা করে।

তামসিকরা ভূত প্রেতের পূজা করে।

পাষণ্ডের পূজা।

পাষণ্ডরা, বৃথা উপবাসাদি দ্বারা, শরীরকে কৃশ করিয়া, অন্তর্য্যামী আমাকেও কৃশ করিয়া, তপশ্চরণ করে। তাহারা ক্রূর নিশ্চয় জানিবে।

আহার ত্রিবিধ।

যে আহার সরস স্নেহযুক্ত হৃদয়ঙ্গম সেই আহার সাত্ত্বিক।

যে আহার অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ সেই আহার রাজস।

পর্য্যুসিত গতরস আহার তামস।

কর্ম্মের পূর্ণতা।

ওঁ তৎ সৎ পূর্ণতা প্রদ। অঙ্গ বৈগুণ্য হইলেও কার্য্যের পর ওঁ তৎ সৎ বলিলেই কার্য্য পূর্ণ হয়। ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মের নাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ।

প্রঃ সন্ন্যাস ও ত্যাগ, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক তত্ত্ব বলুন।

উঃ কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকে সংন্যাস বলে। কর্ম্ম করিবে, অথচ ফল ত্যাগকে, ত্যাগ বলে।

যজ্ঞদান তপস্যা।

যজ্ঞ দান তপস্যা কোন অবস্থাতে ত্যাজ্য নহে, কিন্তু অনুষ্ঠেয়, কারণ এগুলি পাবন।

কর্ম্মের কারণ। আত্মা অকর্ত্তা।

কর্ম্মের কারণ (১) শরীর (২) অহঙ্কার (৩) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি (৪) পঞ্চ প্রাণ, প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান (৫) অনুগ্রাহক দেবতাগণ যেমন সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি। এই পাচটী কর্ম্মের হেতু. অতএব আত্মা অকর্ত্তা।

চতুঃবর্ণ।

মানুষের গুণ ও কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া চতুঃবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে।

কর্ম্ম বিধা।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, আর্জব, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব, আস্তিক্য এই গুলি ব্রহ্ম কর্ম্ম।

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, নিযমন শক্তি এইগুলি ক্ষত্র কর্ম্ম।

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, এইগুলি বৈশ্য কর্ম্ম। পরিচর্য্যা শূদ্র কর্ম্ম।

কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর অর্চ্চনা।

নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে লোক সিদ্ধ হয়।

পরমহংস অবস্থা।

নিরহঙ্কার নিস্পৃহ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও, ফল ত্যাগ রূপ সংন্যাস দ্বারা, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি অর্থাৎ পরমহংস অবস্থা লাভ করেন। তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান। তিনি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি ভক্তি দ্বারা জানিতে পারেন, আমি যেরূপ বিভু ও সচ্চিদানন্দ।

ভগবানকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম।

আমাকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব্ব কর্ম্ম করিলে, আমার প্রসাদে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয়।

সাংসারিক দুঃখ নাশ।

আমাকে চিন্তা করিলে, সর্ব্ব সাংসারিক দুঃখ, অতিক্রম করিতে পারা যায়।

ঈশ্বর শরণতা

ঈশ্বর অন্তর্য্যামীরূপে সকলের হৃদয়ে রহিয়াছেন। তাঁহার শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে শান্তি পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণ শরণতা অমোঘ উপায়।

গুহ্যতম কথা বলি, আমাকে ভজ, আমাকে যজ, আমাকে চিন্তা কর, আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকে পাইবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম

দরকার নাই। একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।

অর্জ্জুনের মোহ নাশ।

অর্জ্জুন এই সব শুনিয়া বলিলেন "আমি হন্তা" আমার এই মোহ অপগত হইল। আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।

তখন অর্জ্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ভীষ্মপাত।

ভীষ্ম কুরুপক্ষের সেনাপতি, তিনি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, বহু সংখ্যক পাণ্ডব সেনানী নাশ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন পিতামহের সহিত মৃদু যুদ্ধ করিলেন। তাহার ফলে পাণ্ডব পক্ষে অসংখ্য সেনানীর নাশ হইল। শ্রীকৃষ্ণ সারথি। সারথির কর্ত্তব্য রথীকে উত্তেজিত করা ও যুদ্ধকৌশল বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। অর্জ্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখিয়া, উত্তেজিত করিবার জন্য, কৃষ্ণ নিজে যুদ্ধার্থ ভীষ্মের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভীষ্ম দেখিয়া আহ্লাদে বলিলেন "হে নাথ! আমাকে শীঘ্র নিপাতিত করুন।" অর্জ্জুন তখন দৌড়িয়া যাইয়া, কৃষ্ণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনেন, এবং ঠিক ঠিক যুদ্ধ করিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করেন। তার পর সামর্থ্যানুযায়ী যুদ্ধ করিয়া, ভীষ্মকে রথ হইতে পাতিত করেন। ভীষ্ম শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া আহত অবস্থায় থাকেন।

অভিমন্যু বধ।

তার পর কুরুপক্ষে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হন। জয়দ্রথ, বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, অন্যায় পূর্ব্বক বধ করেন। কৃষ্ণার্জ্জুন শিবিরে

ফিরিয়া আসিয়া, এই ব্যাপার শুনিলেন। অর্জ্জুন ব্যথিত হইলেন। সুভদ্রা শোকে মুহ্যমান হইলেন। কৃষ্ণ সুভদ্রাকে বলিলেন "তুমি বীর জননী, বীর পত্নী, বীর নন্দিনী ও বীর বান্ধবা। তনয়ের জন্য শোকাকুল হওয়া উচিৎ নহে। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম। তোমার পুত্র শত্রু সংহার করিয়া, অক্ষয়লোকে গমন করিয়াছে।" অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়া, পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ লইলেন।

দ্রোণ পাত।

তার পর দ্রোণাচার্য্য, ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা, পাণ্ডবপক্ষের অসংখ্য সেনানী নাশ করিতে থাকেন। ঋষিগণ সমরক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য্যের কার্য্য দেখিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করেন, যে ব্রহ্মাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকগণের উপর, তিনি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছেন। দ্রোণাচার্য্য নিজকৃত কর্ম্মের জন্য সন্তপ্ত হইয়া, রথোপরি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। প্রায়োপবেশন করিয়া, যোগ অবলম্বন করিয়া, কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেই মৃত শরীর হইতে, মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

কর্ণ যুধিষ্ঠির যুদ্ধ।

দ্রোণাচার্য্যের পর কর্ণ রথী হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মুখীন হয়েন। কিন্তু কর্ণের শৌর্য্য প্রভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন।

অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির বাগ্ বিতণ্ডা। সত্যাসত্য নিরূপন।

যুধিষ্ঠির শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া, অর্জ্জুনের শৌর্য্যের নিন্দা করেন। অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরে বাগ্ বিতণ্ডা হয়। অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে গাণ্ডীবের

নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন, বা নিজে মরিবেন। যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবের নিন্দা করায়, তাঁহাকে বধ না করিলে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং অসত্য হইল, ভাবিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "যাহাতে প্রাণীগণের হিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, এবং তাহাই সত্য। প্রাণীগণের ক্ষতি হইলে, সত্য ও অসত্য হয়।" অর্জ্জুনকে বলিলেন, আত্মশ্লাঘা কর। আত্মশ্লাঘাই মৃত্যু। তাহা হইলে তোমার একরূপ মৃত্যু হইবে। অর্জ্জুন আত্মশ্লাঘা করিলেন। কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ এইরূপ মীমাংসা করিয়া দেন।

কর্ণপাত।

তার পর অর্জ্জুন বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া কর্ণকে নিহত করেন।

শল্য পাত।

কর্ণের পতন হইলে শল্য রথী হন। যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন।

দুর্য্যোধন বধ।

দুর্য্যোধন ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকান। পাণ্ডবেরা অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাকে বাহির করেন। দুর্য্যোধন, ভীমের সহিত গদা যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়েন।

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র হত্যা।

অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডবশিবিরে লুকাইয়া যাইয়া, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে, সুপ্ত অবস্থায়, হত্যা করিয়া পলায়ন করে। পাণ্ডবপক্ষীয়েরা তাহাকে

অনুসন্ধান করিয়া ধরিলেন। পরে তাহার মাথার মুকুট কাটিয়া লয়েন। গুরুপুত্র বলিয়া প্রাণে মারিলেন না।

গান্ধারীর অভিশাপ।

কৌরবগণের সাকল্যে বিনাশ হইলে, ভরতমহিলাগণ ভীষণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ গান্ধারীর সহিত দেখা করিলেন। গান্ধারী কহিলেন, কৃষ্ণ মনে করিলে, যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি কৌরব বিনাশ উপেক্ষা করিয়াছেন। পতিব্রতা গান্ধারী অন্ধপতির সেবা করিয়া তপঃ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন, যে ৩৬ বৎসর পরে, যাদব মহিলারাও পতিহীন হইয়া, কৌরব মহিলাগণের মত বিলাপ করিবেন। কৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, আমি যদুবংশ ধ্বংস করিব, অনেক দিন মনে স্থির করিয়াছি। যাদবগণের দেব অংশে জন্ম। তাহাদের অপরের দ্বারা পরাভব হইতে পারে না, তবে তাহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবে।

ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন।

কুরু পাঞ্চাল সব ক্ষয় হইল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ফুরাইল। যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল।

বিধি ব্যবস্থা প্রনয়ন।

তার পর রাজ্যের বিধিব্যবস্থা স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ ভীষ্মকে রাজধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম উপদেশ দিতে বলিলেন। ভীষ্ম বলিলেন, যে তিনি আহত, যন্ত্রণায় অস্থির। কৃষ্ণ বলিলেন, তোমার যন্ত্রনা থাকিবে না এবং সমস্ত বিষয় স্মরণ আসিবে। ভীষ্ম সুস্থ হইয়া, সমস্ত রাজধর্ম্ম মোক্ষ ধর্ম্ম প্রভৃতি উপদেশ দিলেন। তার পর

উত্তরায়ন আসিলে, দেহত্যাগ করেন। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল, বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইল, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিলেন।

পরীক্ষিতের জীবন দান।

যুধিষ্ঠির রাজ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। উত্তরা একটী মৃত পুত্র প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। ইনিই পরীক্ষিত। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিলেন।

উচ্ছৃঙ্খল যাদবগণ।

যাদবগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। মদ্যপায়ী এবং বিভব বলে অত্যন্ত দৃপ্ত হইয়াছিল।

ঋষি প্রবঞ্চনা ও মুষলোৎপত্তি।

একদিন যাদব কুমাররা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে নারী সাজাইয়া পেটে কাপড় জড়াইয়া, ঋষিদের প্রবঞ্চনা করিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এই স্ত্রীলোকটী কি প্রসব করিবেন ?" ঋষিরা প্রতারণা বুঝিয়া, অভিসম্পাত করিলেন, "কুলনাশন মূষল প্রসব করিবে।" যাদবগণ শাম্বের পেটের কাপড় খুলিয়া দেখে, সেখানে লৌহময় মুষল রহিয়াছে। দেখিয়া ভীত হইল। এই ঘটনা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে ঘটে।

মুষল পরিণাম।

যাদবকুমাররা ভয়ে উগ্রসেনের নিকট সব নিবেদন করিল। উগ্রসেন মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলিল। সমুদ্র বেলাতে মুষল চূর্ণ

করিল। সামান্য একটু অংশ রহিল, তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। মৎস্য সেই মুসলাবশিষ্ট গিলিল। ধীবররা মৎস্য ধরিল এবং মৎস্য কাটিয়া মুসলাবশিষ্ট পাইল, এবং ব্যাধকে মুসলাবশিষ্ট দিল। ব্যাধ শরের ফলাকা প্রস্তুত করিল।

যদুবংশ ধ্বংস।

প্রভাসে যাদবগণ যাইয়া মদ্যপান করিয়া, পরস্পর কলহ করিয়া, পরস্পরকে হত্যা করিল। বলরাম দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীর হইতে এক মহা সর্প বাহির হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণ ব্যাধ কর্ত্তৃক নিহত এবং বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ।

কৃষ্ণ জ্ঞাতিনাশ দেখিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে বসিলেন। ব্যাধ দূর হইতে মৃগভ্রমে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শর বিঁধিল। কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন আগমন ও কৃষ্ণ বলরামের ঔর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া।

তার পর অর্জ্জুন আসিয়া যাদবগণের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অর্জ্জুন অন্বেষণ করিয়া, বাসুদেবের ও বলভদ্রের শরীরদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চিতানলে ভস্মসাৎ করিলেন। সমুদ্র দ্বারকাপুরী প্লাবিত করিল।

যাদবকামিনী হরণ।

যাদবগণ সব ক্ষয় হইলে, অবশিষ্ট বালক ও স্ত্রীলোকগণকে লইয়া, অর্জ্জুন হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে কতিপয় দস্যু আসিয়া সেই সব

নারীগণকে কাড়িয়া লইল। অর্জ্জুন কিছুই করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে লইয়া হস্তিনায় পৌঁছিলেন।

চরিত্র।

শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতকর্ম্মা ছিলেন, তিনি যোগেশ্বর আত্মারাম হইয়াও সাংসারিক সর্ব্বকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় আত্মরতি, আত্মক্রীড় আত্মানন্দ পুরুষ দেখা যায় না, কিন্তু তিনি স্ত্রী, পুত্র আত্মীয়-স্বজন লইয়া, আশ্চর্য্য গৃহী ছিলেন। জগতের ইতিহাসে, এরূপ জ্ঞানী ও কর্ম্মী, যোগী ও গৃহী দেখা যায় না। অনেক অবতার মহাত্মা জগতে আসিয়াছেন। কিন্তু এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় দেখা বা শুনা যায় না। একমাত্র ভগবদ্গীতা তাঁহার অদ্বিতীয় অধ্যাত্ম ও ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয়।

তাঁহার জীবনের গোটাকতক ঘটনা আলোচনা করিলেই, তাঁহার শক্তি-মত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বাল্যে বহু হিংস্র জন্তু বিনাশ করিয়া, অরণ্যবাসী গোপগোপীকে রক্ষা করেন। ইহা তাঁহার শারীরিক বলের পরিচয়।

যুদ্ধে কংস, শিশুপাল, নরক, পৌন্ড্র, শাল্ব প্রভৃতিকে পরাভূত করেন। কেহ তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারেন নাই। ইহা তাঁহার অস্ত্রশিক্ষার পরিচয়।

অসংখ্য জরাসন্ধ-সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করা, তাঁহার সৈনাপত্যের পরিচয়।

মথুরা হইতে পলায়ন, সাগর দ্বীপ নির্ব্বাচন, ও গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ প্রভৃতি তাঁহার রণ নীতিজ্ঞতার পরিচয়।

দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির ঐকান্তিক চেষ্টা, তাঁহার শান্তিপ্রিয়তার পরিচয়।

যুধিষ্ঠির উগ্রসেন প্রভৃতি তাঁহার পরামর্শে কাজ করিতেন। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন ও ভীষ্মদ্বারা ধর্ম্মবিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা, তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয়।

সঙ্গীত ও বংশীবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পরীক্ষিতের জীবন দান, তাঁহার চিকিৎসা-বিদ্যার পরিচয়। জয়দ্রথ-বধ দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার পশু-চিকিৎসায় তাঁহার অভিজ্ঞতার নিদর্শন। এইরূপ তাঁহার অসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল।

তিনি অতিশয় পুরুষাকারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ফল বিষয়ে কখন চিন্তা করিতেন না। তিনি বলিতেন, "মনুষ্য পুরুষাকার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগ করিয়া, কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না। উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হল-চালন, বীজ বপন করিলেও, বর্ষা ব্যতীত ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষকার সহকারে জলসেচন করিলেও, দৈবপ্রভাবে শুষ্ক হইতে পারে। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার করিতে পারি, কিন্তু দৈব কর্ম্মে আমার কিছুমাত্র হাত নাই।"

সাহস ক্ষিপ্রকারিতা ও সর্ব্ব-কর্ম্মে তৎপরতা তাঁহার জীবনের ধারা ছিল। ক্ষুদ্র কর্ম্মেও তাঁহার ধর্ম্ম ও সত্য অবিচলিত ছিল। পাণ্ডবরা প্রথম অজ্ঞাত-বাসের সময় দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। কৃষ্ণ হীনাবস্থ কুটুম্বদের নিজে সন্ধান লইয়া সময়োচিত উপহার পাঠাইয়া দেন। কারণ সে সব জিনিষে সে সময় তাঁহাদের খুব আবশ্যক ছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা অতি সামান্য দৈনন্দিন কর্ম্ম,

কিন্তু তাহাও তিনি সত্য ও ধর্ম্মের কষ্টিপাথরে ফেলিয়া করিতেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে হস্তিনায় যাইলে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি বলিলেন, "লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অপরকে ভোজন করায়, নয় বিপদগ্রস্থ হইলে, লোকে অপরের অন্ন ভোজন করে। তুমি আমাকে প্রীতি পূর্ব্বক ভোজন করাইতেছ না, এবং আমিও বিপন্ন হই নাই, কেন তোমার অন্ন ভোজন করিব?" তারপর তিনি দীন বিদুরের কুটিরে আতিথ্য স্বীকার করেন। তিনি কঠোরভাষী ছিলেন না, অতি মিষ্টভাষী ছিলেন। কিন্তু স্থলবিশেষে স্পষ্টবক্তা ছিলেন। রথের চক্র মাটীতে প্রোথিত হইলে, কর্ণ ধর্ম্মের দোহাই দেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "হে সূতপুত্র! তুমি এক্ষণে বিপদে পড়িয়া ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। তোমার উপস্থিতিতে কুরু সভাতে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া, ভীমকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারাণবত নগরে জতুগৃহে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি এবং অন্যান্য মহারথগণ সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল?" ইত্যাদি।

তিনি সর্ব্বজনে দয়া ও প্রীতি করিতেন, গোবৎস—তির্য্যকযোনিও তাঁহার দয়ার পাত্র ছিল। যে তাঁহার সহবাসে আসিত, তাঁহার মধুর ব্যবহারে সেই মুগ্ধ হইত। কি যাদবরা কি পাণ্ডবরা সকলেই তাঁহার গুণে বশীভূত ছিল। তিনি আত্মীয়স্বজনের অতিশয় হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার ক্ষমাগুণ অতিশয় ছিল। তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহার অতিশয় হিংসা করিত, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রভূত ঐশ্বর্য্য দিতেন। তিনি নারদকে বলিয়াছিলেন

"জ্ঞাতীদের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। *** আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুইজনের মধ্যে একজনকে স্নেহ করিলে, অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়। সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আবার নিতান্ত সৌহার্দ্দ্যবশতঃ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করাও সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি এই দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।"

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের সভায় ত্রিলোকের লোক উপস্থিত। সেই সভায় শিশুপাল অকথ্য ভাষায় তাঁহাকে গালি দেয়। তিনি নীরবে সহ্য করেন। তিনি ধার্ম্মিকের পরম বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পাপাচারীর শত্রু ছিলেন। কংস শিশুপাল আত্মীয় হইলেও তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন। নিজের পুত্র পৌত্র উচ্ছৃঙ্খল হইলে, তাহাদের বিনাশ অনুমোদন করিয়াছিলেন। যাদবগণ তাঁহার বশীভূত হইলেও তিনি রাজা হয়েন নাই। কংসকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে রাজা করেন এবং উগ্রসেনের কৈঙ্কর্য্য স্বীকার করেন। যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন, কখন নিজে সম্রাট হইবার বাসনা হৃদয়ে পোষিত করেন নাই।

তিনি অতবড় বেদজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ বীর, ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেন। মাননীয় ব্যক্তিকে মান্য করিতে, পূজ্য ব্যক্তিকে পূজা করিতে, কুণ্ঠিত হইতেন না। বয়ঃ জ্যেষ্ঠকে সম্মান ও বয়ঃ কনিষ্ঠকে সাদর সম্ভাষণ করিতে কৃপণতা করিতেন না। খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় আসিবার কালীন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরকে

আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর চরণ বন্দন করিলেন। স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেন। তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ করিয়া, অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তৎপরে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া, মালাজপ নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তৎপর বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ দধি পাত্র স্থলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া, তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাহাদিগকে ধনদান পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথি নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে, কাঞ্চনময় রথে আরোহন করিয়া, স্বপুরে গমন করিতেছেন। এমন সময় যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দারুক সারথিকে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া, স্বয়ং সারথি হইয়া বল্‌গা গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন শ্বেতচামর গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। ভীমসেন নকুল সহদেব পুরোহিতগণ সহ অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা ও নকুল সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। কিয়ৎদূর যাইলে কৃষ্ণ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া, যুধিষ্ঠিরের পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া, মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে, অনুমতি করিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সাত্বত ও দারুকের সহিত দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুর প্রবেশ করিয়া, অগ্রে বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। পরে প্রদ্যুম্ন শাম্ব প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া, বৃদ্ধগণের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক, রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

হস্তিনায় কৌরব সভায় সন্ধির প্রস্তাব করিতে যাত্রা করিতেছেন। তিথি নক্ষত্র বিচার করিয়া, দিনস্থির করিলেন। যাত্রাকালীন সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্য নির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক, স্নান ও বসন পরিধান করিয়া, সূর্য্য বহ্নির উপাসনা করিলেন, এবং বৃষলাঙ্গুলদর্শন ব্রাহ্মণ-গণকে অভিবাদন অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক, যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে কতিপয় মহর্ষিকে সন্দর্শন করিলেন। দেখিবা মাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষিগণ! আপনাদের কুশল তো? কোথায় যাওয়া হইতেছে।" জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে অলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আমরা বহুবার দেবাসুরের যুদ্ধ দেখিয়াছি, আমাদের মধ্যে বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ রাজর্ষি তপস্বী আছেন। আমরা কৌরব সভায় ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সব সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন, তাহা শ্রবণ করিতে যাইতেছি।"

যাইতে যাইতে বৃকস্থলে সন্ধ্যা হইল। সেখানে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শৌচ সমাপনান্তে সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। বৃকস্থলে পৌঁছিয়া বলিলেন, এখানে রজনী অতিবাহিত করিবেন। পরিচারকবর্গ ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মান ও সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট আসিয়া, পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাঁহাকে স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান উহাদিগকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক, তাহাদের ভবনে গমনপূর্ব্বক, তাহাদের সহিত পটমণ্ডপে আগমন করিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া, পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

অতি প্রাকৃত অমানুষিক লীলার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়. ব্রজভূমিতে এরূপ প্রেমানন্দ' সঞ্চার করেন, যে নরনারী, গরু, বাছুর, গাছপালা পর্য্যন্ত প্রেমানন্দে বিভোর হইয়াছিল। আনন্দময় পুরুষের সহবাসে গোকুল সর্ব্বা-

পেক্ষা আনন্দময় হইয়াছিল। তিনি যতকাল গোকুলে ছিলেন, আধি-ব্যাধি, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, কিছুই ছিল না। সকলেই তাঁহাতে আকৃষ্ট ও মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপ গোপীদের তিনি জীবন ছিলেন। তিনি গোকুল হইতে চলিয়া আসিলে, তাহারা জীবন্মৃত হইয়াছিল। তাঁহার সহবাসে শিক্ষাদীক্ষা-হীন গোপীদের যোগীগণদুর্ল্লভ সমাধি হইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জ্জুন তাঁহার দেহে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব একসঙ্গে দেখেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, যন্ত্রণায় অস্থির। সেই সময় ভগবান্ তাঁহাকে রাজধর্ম্ম বলিতে বলেন। ভীষ্ম বলেন, "আমি মরতে বসেছি, এ সময় রাজধর্ম্ম উপদেশ দিবার সময়, তুমি বল।" ভগবান বলিলেন চন্দ্রের শীতাংশু ঘোষণা যদ্রূপ, আমার যশোবিস্তার সেইরূপ। তোমাকে সমধিক যশস্বী করিব, ইহাই আমার বাসনা। আমার বরে তুমি সুস্থ হইবে এবং সমস্ত বিষয় তোমার স্মরণ আসিবে। তাহাই হইল। মৃত্যুশয্যায় ভীষ্ম রাজধর্ম্ম মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি উপদেশ দিতে সক্ষম হইলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সেই সব উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়া, ভীষ্মকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে, বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। কর্ম্ম দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হইতে পারে, অতএব কর্ম্মই ধর্ম্ম। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের প্রণালী এই, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহা সত্য; যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য। সত্য—যাহা প্রাণিগণের হিত তাহাই সত্য, যাহা তদ্বিরুদ্ধ—তাহা অসত্য।

তিনি ধর্ম্মপ্রচার যুদ্ধক্ষেত্রে করেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিভৃত স্থানে, শুচি হইয়া, সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে হইবে না। হাটে, বাজারে, লোকের ভিড়ে, দোকানে, দপ্তরখানায়, কলকারখানায়, বন্দরে, রাজপথে, রণস্থলে, মন্ত্রভবনে, রাজদরবারে, মাঠে, গোচারণে, ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে হইবে। কারণ তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মমূলক। সে জন্য কালাকাল নাই, শুচি অশুচি নাই। সর্ব্বক্ষেত্রে, সর্ব্ব অবস্থাতে, এই ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে হইবে। আহার নিদ্রা মৈথুন থেকে সর্ব্বকর্ম্মে, এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হইবে। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ যেমন সর্ব্বাবস্থাতে কর্ম্ম করিতেছেন, উদ্দেশ্য প্রাণিগণের হিত, সেই রূপ সর্ব্বাবস্থাতে কর্ম্ম করিতে হইবে, উদ্দেশ্য থাকিবে, প্রাণিগণের হিত। প্রাণিগণের হিত এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। প্রাণি-গণের হিত লক্ষ্য রাখিয়া, তিনি মানুষের কর্ম্মবিভাগ করিয়াছেন। তিনি প্রচার করেন, কর্ম্মই ঈশ্বরার্চ্চনা। ফুল জল দিয়া ঈশ্বর অর্চ্চনা করিতে হইবে না। নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারাই ঈশ্বর অর্চ্চনা করিতে হইবে। নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত ধর্ম্মের নাম কর্ম্মবাদ। কর্ম্মবাদ তাঁহার পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম ও পূজাদি কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি প্রথম প্রচার করেন, লৌকিক সাংসারিক কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। (১) অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ শমদম অভ্যাসাদি (২) যুদ্ধ রাজকার্য্য (৩) পশুপালন বাণিজ্য (৪) সেবা, এইরূপ লৌকিক কর্ম্ম করিলেও ধর্ম্ম হইবে। পূর্ব্বতনেরা সংসারত্যাগই ধর্ম্মের সোপান উপদেশ দিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মতে সংসার ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। সংসারে থাকিয়াও ধর্ম্মলাভ হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সংসার ত্যাগের নিন্দাই করিয়াছেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ সঞ্জয়কে বলেন, "ব্রাহ্মণগণের নানারূপ বুদ্ধি হয়। কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া

থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কেবল বেদজ্ঞ হইলে, ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যাদ্বারা কর্ম্মসংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী। যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয় উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির বনে যাইবেন বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন "পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তদপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার কর্ত্তব্য। মনকে সহায় করিয়া, এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপনি অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া পৈত্রিক রাজ্য প্রতিপালন করুন। কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি জগতের আধিপত্য লাভ করিয়া মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে কখনই সংসার পাশে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া বিষয় বাসনা ত্যাগ করিতে না পারে, তাহাকে নিশ্চয় সংসার জালে পতিত হইতে হয়।" তিনি ভগবদ্‌গীতাতে বলিয়াছেন, "পরমেশ্বর কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কর্ম্ম হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতগণ, ভূতগণ হইতে কর্ম্ম এই জগৎচক্র, যে না অনুবর্ত্তন করে, সে পাপী। ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, আমার অপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। আমি যদি কর্ম্ম না করি, মানুষ আমার পথ অবলম্বন করিবে ও নষ্ট হইবে। পূর্ব্বে জনকাদি রাজর্ষিগণ কর্ম্মদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।" মনুষ্য সমাজের কর্ম্মই মেরুদণ্ড। কর্ম্মের ফলে জাতি সভ্য হয়। যে জাতির কর্ম্ম নাই, সে জাতি অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। মানুষের জাতিগত হউক বা শিক্ষাগত হউক, উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কর্ম্মের মধ্যে

একটিকে প্রত্যেককে অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ যে কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কিন্তু জ্ঞানের সহিত, যোগের সহিত, ভক্তির সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে। জ্ঞান-যোগ-ভক্তি অতি কঠিন সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুসের দুঃসম্পাদ্য হইলে, তিনি প্রচার করিতেন না। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সর্ব্বজন সুসম্পাদ্য, ইহাই তাঁহার উপদেশের মহত্ত্ব।

জ্ঞান

দেহের অতিরিক্ত আত্মা। এই আত্মা অমর। অস্ত্রে কেটে যায় না, জলে গলে যায় না, আগুনে পুড়ে যায় না, বাতাসে শুষে যায় না। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, যে রূপ লোকে নব-বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া, জীব নূতন কলেবর গ্রহণ করে। মৃত্যুতে সব ফুরিয়ে যায় না। দেহ না থাকিলেও আত্মা থাকেন। এই আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না। হাত পা, চোখ, কাণ, প্রাণ' মন, বুদ্ধি সব কর্ম্ম করে। আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, কিন্তু জীব ভাবে আমি করিতেছি। এইটি ভুল ধারণা, এই ভুল ধারণার নাম অহঙ্কার।

যোগ।

যোগ মানে কেবল প্রাণায়াম বা বায়ুনিরোধ নহে। সুখ দুঃখে, লাভালাভে, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে, সম জ্ঞানই যোগ। সুহৃৎ মিত্র, বন্ধু শত্রু, আত্মীয় অনাত্মীয়, সাধু পাপীতে যে সম বুদ্ধি, সেই যোগী। আমার যেরূপ সুখ প্রিয়, দুঃখ অপ্রিয়, অপরের সেইরূপ সুখ প্রিয় দুঃখ অপ্রিয়, এরূপ যে সমবুদ্ধি,

সেই যোগী। ভগবান সর্ব্বভূতে, সর্ব্বভূত ভগবানে, যে দৃষ্টি করে, সেই যোগী।

ভক্তি।

যে ভগবানকে সর্ব্বদা ভক্তি করে, ভগবানের কর্ম্ম এই জ্ঞানে, যে কর্ম্ম করে, সেই ভগবচ্চিত্ত ব্যক্তি ভক্ত।

নিরহঙ্কার, যোগী বা ভক্ত হইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে না, বা বনে যাইতে হইবে না। আত্মা অ-কর্ত্তা, আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না, হাত পা চোখ কাণ প্রাণ মন বুদ্ধি কর্ম্ম করে। "আমি কোন কর্ম্ম করি না" এই স্মৃতির সহিত কর্ম্ম করিলে নিরহঙ্কার হওয়া যায়। সিদ্ধি অসিদ্ধি, সুখ দুঃখে সমজ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা হয়। জগৎ ভগবান দ্বারা পরিচালিত। কর্ম্ম বিভাগ ভগবান করিয়াছেন। সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানের। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, যেরূপ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, সেইরূপ মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করিতেছে, এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, ভক্তির সহিত কর্ম্ম করা হয়। "নিরহঙ্কার যোগস্থ ও ঈশ্বর ভক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলেও মোক্ষলাভ হয়।" তিনি বলিয়াছেন,—"কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ শূন্য হইয়া সতত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, এইরূপ কর্ম্ম করিলে পুরুষ ভগবানকে লাভ করে।" "আমার আশ্রিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে, আমার প্রসাদে নিত্য ধাম প্রাপ্ত হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

ব্রজবাসীরা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া চিনিয়াছিল। রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীষ্ম তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকের মধ্যে বিদুর ও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। ঋষিদের মধ্যে নারদ, মৈত্রেয়, অসিত, দেবল, ব্যাস তাঁহাকে

চিনিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে কুন্তী তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান দুই শিষ্য অর্জ্জুন ও উদ্ধব। অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখান। তাঁহার জ্ঞান প্রচার জন্য উদ্ধবকে আজ্ঞা করেন। উদ্ধব সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া বদরিকা আশ্রমে যাইয়া তাঁহার জ্ঞান প্রচার করেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভারতের প্রধান নরপতিরা উপস্থিত, বড় বড় আচার্য্য উপস্থিত। সেই বিরাট সভায় আজন্মশুদ্ধ অমরবিজয়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ কুরু বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম প্রচার করিলেন "শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।"

তিনি নিজ মুখেও বলিয়াছেন "সাধুদের পরিত্রাণ, পাপিষ্ঠদের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।" "আমি ব্রহ্মের প্রতিমা, আমি ঘনীভূত ব্রহ্মজ্যোতি।" "আমি পুরুষোত্তম।" "আমি মানুষ দেহ স্বীকার করিয়াছি, সেজন্য মূঢ়রা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা আমার উৎকৃষ্ট ঐশ্বরভাব জানে না।"

তিনি জীবের অনুগ্রাহক। তাঁহার উপাসনার বিশেষত্ব—"সুদুরাচারও যদি আমাকে ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে।" "কারণ সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়।" "আমার ভক্তের নাশ নাই। এই লোক অনিত্য ও নিরানন্দ সেজন্য আমার ভজনা কর।" "আমাতে চিত্ত দাও, আমার ভজনা কর। আমার যজন কর। আমাকে নমস্কার কর।" "যাহারা আমাকে একান্ত ভক্তি-যোগ সহিত ধ্যান করিয়া উপাসনা করে, আমি তাহাদের মৃত্যুপাশ হইতে উদ্ধার করি।"

শ্রীকৃষ্ণ।

(ভাগবত)

দৈববাণী।

মথুরায় বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া আনিতেছেন। ভ্রাতা কংস সারথী হইয়া ভগিনীর রথ চালাইতেছে। দৈববাণী হইল ইহার অষ্টম গর্ভজ সন্তান তোকে বধ করিবে। কংস তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া, ভগিনী বধ করিতে উদ্যত হইল। বসুদেব বিপন্ন হইয়া স্বীকার করিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা যাহা হইবে, জন্মিবা মাত্র, তাঁহাকে প্রদান করিবেন। কংস বসুদেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া, ভগিনী বধ হইতে নিরস্ত হইল।

ভগবানের আবির্ভাব।

ক্রমান্বয়ে দেবকীর ছয়টী পুত্র জন্মিবামাত্র, কংস বধ করিল। সপ্তম বার দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়। তার পর ভগবান দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন। দেবকী অলৌকিক দীপ্তিমতী হইলেন।

জন্ম।

ভাদ্রমাসে রোহিনী নক্ষত্রে কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে মধ্য রজনীতে মথুরায় অদ্ভুত বালক কারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন। জন্মের পূর্ব্বে দেবতারা আসিয়া বালকের স্তব করিলেন। জন্মিবামাত্র শিশুর দ্যুতিতে গৃহ উদ্দ্যোতিত হইল। দেবকী ও বসুদেব অদ্ভুত বালক দেখিয়া ভগবান জন্মিয়াছেন বুঝিয়া স্তব

করিলেন। বালক মাতাপিতাকে কংসভয়ে ভীত দেখিয়া বলিলেন, নন্দালয়ে যশোদার কন্যা হইয়াছে, সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া, কন্যা লইয়া আইস। ভগবান দিব্য বপু সংবরণ করিয়া প্রাকৃত বালক হইলেন।

নন্দালয়ে নয়ন।

বসুদেবের নিগড় খুলিয়া গেল। গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল। প্রহরীরা সব নিদ্রায় অচেতন হইল। বসুদেব শিশুটীকে লইয়া, যমুনা পার হইয়া, বৃহৎবনে ঘোষ পল্লীতে নন্দের বাটী যাইয়া, যশোদার পার্শ্বে পুত্রটী রাখিয়া, কন্যাটী লইয়া, আসিলেন। তিনি মথুরায় পঁহুছিলে, গৃহের দ্বার আবার রুদ্ধ হইল, প্রহরীরা চেতন হইল, বসুদেব নিগড় পরিলেন।

কংসের নির্য্যাতন।

পর দিন প্রাতে সংবাদ পাইয়া কংস আসিয়া কন্যাটীকে পাথরে আছাড় মারিল। কন্যাটী আকাশে চলিয়া গেলেন, বলিলেন আমাকে মারিলে কি হইবে? তোর হন্তা রহিল। কংস ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। নন্দালয়ে বালকের জন্মউৎসব হইল।

পুতনার কল্যাণ।

বাল ঘাতিনী পুতনা স্তনে বিষ মাখাইয়া, নন্দালয়ে আসিয়াই, বালকের মুখে স্তন দিল। বালক এরূপ জোরে স্তন টানিল, যে পুতনা রক্ত বমন করিতে করিতে মরিয়া গেল। পুতনার দেহ গোপগণ পুড়াইলে, চিতাধুম অগুরু চন্দন তুল্য সুরভি হইল। ভগবানের সহিত পুতনা কপট মাতৃব্যবহার করিয়াছিল এবং তাহার ভগবানের স্পর্শ হইয়াছিল। সেই পুণ্যে পুতনার ঐরূপ সদ্গতি হইল।

শকটোৎক্ষেপণ। তৃণাবর্ত্ত।

মাতা শকটের নীচে পুত্রকে শুয়াইয়া গেছেন। তিন মাসের শিশু, মৃদু পদ দ্বারা আঘাত করাতে, শকট বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। আর একদিন চক্র বায়ু এক বৎসরের শিশুকে আকাশে উড়াইয়া লইয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করে, বালক আহত হইল না।

বিশ্ব প্রদর্শন।

মাতা একদিন স্তন্য পান করাইতেছেন। বালক একবার হাই তুলিলেন। তাঁহার মুখ মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী অরণ্য এবং সমুদয় ভূত রহিয়াছে মাতা দেখিলেন। ভয়ে তাঁহার হৃদ্‌কম্প হইল।

নামকরণ।

গর্গ আসিয়া নামকরণ করিয়া গেলেন। বালকের নাম কৃষ্ণ হইল। গর্গ নন্দকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন, এই "বালক ভগবান, ইনি তোমাদের রক্ষা করিবেন।"

প্রতিবেশী গৃহে।

অল্পদিনের মধ্যে বালক চপল হইলেন। প্রতিবেশীর গৃহে যাইয়া উৎপাত করিতেন, তাহাদের নবনীত খাইতেন, এবং বানর দিগকে খাওয়াইতেন।

ফলবিক্রেত্রী।

এক দিন এক ফল বিক্রেত্রী আসিলে, তিনি ফল লইয়া, মুঠামুঠা রত্ন তাহাকে দিলেন।

মাতাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন। যোগৈশ্বর্য্য।

প্রতিবেশী বালকরা মাতার নিকট অভিযোগ করিল কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন। মাতা মুখ দেখিতে চাহিলেন। যশোদা দেখিলেন মুখাভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রগণ সহ বিরাট বিশ্ব। মাতা বিশ্বরূপ দেখিয়া পুত্রকে ভগবান বুঝিয়া পুত্রের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান মায়া বিস্তার করিলেন। মাতা ভুলিয়া গেলেন, আমার পুত্র বলিয়া ভ্রম হইল।

বন্ধন।

ভাণ্ড ভগ্ন করায় যশোদা একদিন কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিতে যান। কিন্তু যে দড়ি দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করেন, সেই দড়ি দুই অঙ্গুলি ছোট হয়। অবশেষে অতিকষ্টে কৃষ্ণকে কোমরে দড়ি দিয়া উদূখলে বাঁধিয়া রাখেন।

যমলার্জ্জুন পাত। বৃক্ষের মুক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ ঐ সমস্ত লইয়া, সেখানে দুটী যমল অর্জ্জুন গাছ ছিল, তাহাতে লাগাইয়া, হামা দিয়া যাইতে, বলপূর্ব্বক টান দিলে, দুইটী গাছ উপড়াইয়া পড়ে। দুটী যক্ষ, পাপ হেতু, বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণের স্পর্শে তাহারা দুই জনে মুক্ত হইল।

বৎস ও বক।

ঘোষ পল্লীতে হিংস্র জন্তুর উৎপাত হওয়ায়, গোপেরা ঘোষ পল্লী ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বসতি করিল। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ গোপ বালকদের সহিত গোচারণ করিতেন। একদিন একটা বৎস ও আর একদিন একটা বক অনিষ্ট করিলে, কৃষ্ণ তাহাদের মারিয়া ফেলেন।

অঘ বধ। যোগৈশ্বর্য্য।

তাঁহার যখন পঞ্চম বর্ষ বয়স, তখন একদিন অঘ-একটা অজগর সর্প-কয়েকটী গোবৎস ও গোপাল গিলিয়া ফেলে। কৃষ্ণ অজগরকে বধ করেন ও স্বীয় অমৃতবর্ষনী দৃষ্টি দ্বারা সেই গোবৎস ও গোপালগণকে পুনর্জীবিত করেন।

অপহৃত বালক বৎস। যোগৈশ্বর্য্য।

একদিন কয়কটী তাঁহার সহচর বালক ও বৎসকে মাঠে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ বহু অনুসন্ধান করিয়া ও তাহাদের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহার সহচররা না যাইলে তাহাদের আত্মীয়গণ অত্যন্ত দুঃখিত হইবে ভাবিয়া, কৃষ্ণ সেই কয়টী বৎস ও বালক নিজে হইলেন এবং যেমন বাটী হইতে সকলে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার সকলে বাটী ফিরিলেন। গৃহ স্বামীরা বা গাভীগণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বহুদিন পরে সেই সকল বৎস ও বালক পুনরায় মাঠে আসিলে, সেই সেই রূপ সংবরণ করেন। তাহারা কিছুই বুঝিল না।

কালীয় দমন। নাগের মুক্তি।

যমুনায় এক আবর্ত্তে কালীয় বাস করিত। তাহার বিষে নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। গোচারণ করিতে করিতে কতিপয় গোপাল ও গো তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সেই জল পান করায়, তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অমৃত বর্ষনী দৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। তার পর সেই আবর্ত্ত মধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। কালীয় আক্রমণ করিল। কিন্তু ভগবান তাহার ফণার উপর চড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালীয় সেই

নৃত্যতে নিপীড়িত হইয়া রুধির বমন পূর্ব্বক মুমূর্ষু হইল। তখন ভগবান কালীয়কে ত্যাগ করিলেন। কালীয় সপরিবারে যমুনা হ্রদ ত্যাগ করিল। ভগবানের নিপীড়নে কালীয়ের সর্পত্ব মোচন হইল, কেবল ভুজঙ্গের আকার মাত্র রহিল।

বনাগ্নি হইতে রক্ষা। যোগৈশ্বর্য্য।

মুঞ্জারণ্যে গোপগোপীরা ও গাভীরা বনাগ্নিতে আক্রান্ত হইলে, কৃষ্ণ অগ্নি পান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

বংশীধ্বনি ও সকলের পুলক। সব স্পন্দন রহিত। আপনা আপনি কুম্ভক।

শরৎকালে শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকগণের সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে বেণুরব করিতেন। তাঁহার বেণুরব শুনিয়া গোপীরা জীবজন্তু গাছপালা সবাই মোহিত হইত। তাঁহার বেণুরব শুনিয়া ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিত। গাভীরা বিস্মৃতক্রিয় হইয়া উন্নমিত কর্ণ পুট দ্বারা গীতামৃত পান করিত ও তাহাদের চক্ষে অশ্রুলেষ দৃষ্ট হইত। বিহগরা তরু শাখাতে নীরব হইয়া নয়ন নিমীলন করিয়া থাকিত। গোবর্দ্ধন কৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয় তৃণ কন্দ মূল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিত। সব জীব স্পন্দন-রহিত হইত ও তরু সকলের পুলক হইত।

বস্ত্র হরণ। গোপীদের সর্ব্বস্বার্পন।

কয়েক গোপী তাঁহার দেহ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গ সঙ্গ অভিলাষ করেন। তাহারা তাঁহাকে পতি পাইবার জন্য কাত্যায়নীর পূজা করেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ, ব্রতের শেষ দিন, গোপীরা তীরে বসন রাখিয়া

যমুনায় অবগাহন করিতেছিল, সেই বসন গুলি লইলেন। গোপীরা বসন চাহিলে কৃষ্ণ বলিলেন, তীরে উঠিয়া ভগবানকে প্রণাম কর, তবে বসন দিব। গোপীরা নগ্ন অবস্থায় জল হইতে উঠিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন তিনি বসনগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন, বলিলেন "আমার জন্য লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি।" [বঙ্কিম বাবু কৃষ্ণ চরিত্রে লিখিয়াছেন, ভগবান দেখিলেন গোপীরা তাঁহাতে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ। ধন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাগ্য সব দিতে পারে, লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক অপরের জন্য লজ্জা ত্যাগ করিল, সে সব দিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পন নহে। লজ্জাবিবশার লজ্জার্পন, অতএব তাহারা শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব অর্পন করিল।] ভগবান বলিলেন, আমাতে কামনা কামার্থ নহে, আচ্ছা তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, রাত্রিতে সিদ্ধ করিব।

ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে কৃপা।

গোচারণকালে কতকগুলি বয়স্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিল, তাহারা বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। নিকটে যজ্ঞ দীক্ষিত ব্রাহ্মণরা পূজা দিতে আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদের তাহাদের নিকট যাইয়া আহার্য্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালকরা উহাদের নিকট যাইয়া আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, আভিজাত্যাভিমানী ও ক্রিয়া অভিমানী ব্রাহ্মণরা তাহাদের তাড়াইয়া দিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করিলে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ কন্যাগণের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালকগণ ব্রাহ্মণ কন্যাগণের নিকট আহার্য্য চাইলে তাহারা প্রচুর আহার্য্য দিল, এবং কৃষ্ণ সমীপে আছেন শুনিয়া, পতিগণের বাধা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল, এবং তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিল। তিনি তাহাদিগকে তাঁহার ধ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাগণ তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ নিজ কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইল।

গোবর্দ্ধন উৎসব। পশুভোজ।

গোপগণ ইন্দ্রের পূজা করিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন গাভীগণের পূজা ও উত্তম ভোজন করানই উচিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্তকে ভোজন করান। ইন্দ্র যজ্ঞ হইল না। বহু গাভী বৎস ভোজন করিল ও ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্ত অন্ন পাইল। রাশি রাশি অন্ন বিতরণ হইল।

গিরি ধারণ।

প্রবল বর্ষাপাতে ব্রজ পুর কাতর হইলে, তিনি গোপ গোপীকে পর্ব্বত গর্ত্তে প্রবেশ করিতে বলিলেন এবং শিলাখণ্ড সেই গর্ত্তের মুখে ধরিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৭ বৎসর।

গর্গ কথা প্রকাশ।

তাঁহার এইরূপ অমানুষ কর্ম্ম দেখিয়া গোপগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। নন্দ তখন গোপগণ মধ্যে গর্গ কথা প্রকাশ করিলেন।

নন্দ রক্ষা।

একদিন নন্দ যমুনার সলিলে ডুবিয়া যান। কৃষ্ণ তাঁহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন।

গোপগণের বৈকুণ্ঠ দর্শন।

গোপগণ বৈকুণ্ঠ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে যমুনার ব্রহ্মহ্রদে স্নান করিতে বলিলেন। পরে তাঁহার কৃপায়, তাহারা বৈকুণ্ঠ দর্শন করিল।

রাস।

শারদ পূর্ণিমা নিশীথে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বংশীধ্বনি করিলেন। গোপীরা হাতের কাজ ফেলিয়া স্বামীর ভ্রাতার নিষেধ সত্ত্বেও দৌড়িয়া আসিল। যমুনাতীরে বৃন্দাবনে তাঁহার দর্শন পাইল। শ্রীকৃষ্ণ কুশল জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, আমাকে দেখা হইল এইবার বাড়ি যাও। তাহারা কাঁদিয়া বলিল "গৃহে আর আমরা সুখ পাই না। গৃহ আমাদের মোটেই ভাল লাগে না। আমরা সব ত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি। যে চিত্ত এতদিন সুখে গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সেই চিত্ত তুমি হরণ করিয়াছ। আমাদের পা আর চলিতেছে না। কেমন করিয়া আমরা ব্রজে যাব, আর যাইয়া বা কি করিব?" ভগবান যোগেশ্বর আত্মারাম। উদার ভগবান গোপীদের প্রলাপ শুনিয়া সদয় হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিলেন। বাহু প্রসারন, অঙ্গস্পর্শ, কটাক্ষ, হাস্য দ্বারা তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিলেন। গোপীদের মনে গর্ব্ব হইল, তৎক্ষণাৎ সেইখানে ভগবান অন্তর্হিত হইলেন।

তাঁহার অদর্শনে তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া, তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাদের দেহ মন আত্মা তদাকারাকারিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রেমোন্মাদ হইল। অন্বেষণ করিতে করিতে বনভূমির অন্ধকার অবধি যাইল। ভগবানকে পাইল না, কিন্তু তাহারা গৃহে ফিরিল না। গৃহ তাহাদের স্মরণ হইল না। তাহারা তন্ময় হইয়াছিল। গোপীরা ক্রন্দন করিয়া তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কামবিকার শূন্য ভগবান গোপীদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। প্রাণ ফিরিয়া আসিলে করচরণ যেমন যুগপৎ উঠে, সেইরূপ তাহারা যুগপৎ উঠিল। তাঁহার অবলোকন রূপ উৎসবে সুখী হইয়া বিরহজ তাপ ত্যাগ করিল। তাঁহার দর্শনে আহ্লাদে তাহাদের কাম বিধৌত হইল। তাঁহাকে পাইয়া

গোপীরা মনরথের অন্ত প্রাপ্ত হইল। পূর্ণ কাম হইল। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইল। তখন প্রেমে তাহারা নিজ নিজ অঞ্চল পাতিয়া সেই আত্মবন্ধুকে বসাইল এবং তাঁহার কর চরণ সংমর্দ্দন করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, হে অবলাগণ, লোক বেদ জ্ঞাতি আমার জন্য, সব ত্যাগ করিয়াছ। তোমরা দুর্জ্জর গেহ শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ। তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিকার হউক।

প্রত্যেক গোপী কাত্যায়নীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ পতি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন বলিয়াছিলেন। সেজন্য যতগুলি গোপী ছিল, যোগবলে ততগুলি কৃষ্ণ হইলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য লাবণ্য সঞ্চার করিলেন। তিনি প্রত্যেকের গলদেশে এরূপ আলিঙ্গন করিলেন, প্রত্যেকে মনে করিল, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীরা অন্যোন্যবদ্ধবাহু হইয়া, বিশ্ববিমোহিনী গীতীর সহিত, রাস ক্রীড়া বহুনর্ত্তকীযুক্ত ক্রীড়া করিলেন।

আত্মারাম ভগবান যদিচ স্ত্রীলোকদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু অস্খলিতবীর্য্য ছিলেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপগত হইলে, তিনি তাহাদের বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। গোপীরা অনিচ্ছা সত্ত্বে ও নিজ নিজ গৃহে ফিরিল। তাহাদের পতিরা সর্ব্বক্ষণ দারাদের নিজ নিজ পার্শ্বেই দেখিল, সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের অসূয়া করে নাই। এরূপ যোগৈশ্বর্য্য তাঁহার ছিল।

ভগবানের কাম জয়।

সন্ন্যাসীদের দেবতারা কামিনীরূপে বিঘ্ন করেন। যোগীরা নারীসঙ্গে

ভয় পান। ভগবান যোষিৎসঙ্গ তপস্যার বিঘ্ন বলিয়াছেন। ঐলরাজার দুর্গতি বর্ণন করিয়াছেন। নারী যাহার মন হরণ করে, তাহার বিদ্যা তপস্যা সব ভেসে যায়, ইহা উদ্ধবকে বুঝাইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি অসংখ্য নারী সহবাসেও নির্ব্বিকার থাকিতে পারিতেন। তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্ব্বে, দেবতারা স্তব করেন "যোগীরা কামিনীতে ভয় পান, কিন্তু অসংখ্য সুন্দরী নারী ভাব বিলাস দ্বারা চেষ্টা করিয়াও, তোমার মনের বিকার জন্মাইতে সক্ষম হয় নাই।" জগতের ইতিহাসে এরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। রাস নিশিতে প্রথমে গোপীদের অঙ্গ স্পর্শ করাতে, তাহাদের কাম উদ্দীপিত হইল, এবং তাহাদের মনে গর্ব্ব হইল। আত্মারাম ভগবান তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। তার পর তাহাদের সিদ্ধ করিয়া তাহাদের কাম নিঃশেষে নাশ করিয়া দিলেন। তাহারা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইল। যুবতীবৃন্দে পরিবৃত হইয়াও আত্মারাম ভগবান অনাকৃষ্ট নির্ব্বিকার ছিলেন। শারীরিক চিহ্ন মানসিক বিকারের চিরসহগামী। যুবতী বৃন্দের সহিত সারা নিশি ক্রীড়া করিয়াও তিনি অবরুদ্ধসৌরথ ছিলেন। তিনি অটুট ছিলেন। এই শারীরিক অবস্থা তাঁহার নির্ব্বিকারতার অখণ্ডণীয় প্রমাণ। ভগবানের এই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, শ্রবণ করিলে, শ্রোতার ও তাঁহার কৃপায় কাম নাশ হইতে পারে, পুরাণকার রাসপঞ্চাধ্যায় শ্রবণের এই ফল বলিয়াছেন। কিন্তু সাবধান করিয়া দিয়াছেন যেন মানুষ মনেও রাসনিশির ব্যাপার চিন্তা না করে। কারণ মনে যদি ওরূপ কার্য্যের চিন্তা মাত্র করে, তাহার মৃত্যু ধ্রুব। শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "ভগবানের কাম বিজয় বিজ্ঞাপনের জন্য, ভগবানের রাসক্রীড়ানুকরণ, ইহাই তত্ত্ব হইতেছে। শৃঙ্গার কথাচ্ছলে নিবৃত্তিতেই তাৎপর্য্য। ঐহিক আমুষ্মিক সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ দ্বারা, ভগবানে পর প্রেম হেতু, গোপীদের নিবৃত্তির পরাবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।" রাসে দুইটী জিনিষ দেখান হইয়াছে, ভগবানের কাম জয়, আর তাঁহার স্পর্শে গোপীদের কাম নাশ। গোপীরা

কাম চরিতার্থ তাঁহার নিকট আসে, কিন্তু সর্ব্ব কাম নাশ করিয়া তাহারা পূর্ণ কাম হয়। তাহারা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমানন্দ হইয়াছিল। পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া, শিবের মনে বিকার হয়, শিব মদনকে ভস্ম করেন। কিন্তু ভগবান মদনকে টেঁকে গুঁজে রাখিতেন। তিনি মদনের মদন ছিলেন।

সর্পের মুক্তি।

গোপগণ অম্বিকা কাননে দেবদর্শনে যাইলে, এক অজগর নন্দকে রাত্রিতে আক্রমণ করিল। কৃষ্ণ অজগরকে বধ করিলেন। কৃষ্ণের স্পর্শে সর্প মুক্ত হইয়া, এক বিদ্যাধর প্রকাশ হইল, এবং তাঁহার স্তব করিয়া চলিয়া গেল।

শঙ্খচূড় বধ।

শঙ্খচূড় বিদ্যাধর গোপীদের হরণ করিলে, তাহাকে কৃষ্ণ বধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গীত।

গোপীদের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। তাঁহার সঙ্গীতে আপনা আপনি হংস সোহং হইয়া যায়।

দিবা ভাগে কৃষ্ণ বন গমন করিলে, গোপীরা তাঁহার লীলা গান করিয়া দিবা যাপন করিত। তাহারা বলাবলি করিত, "কৃষ্ণের গীতিতে গাভীরা চিত্রলিখিতের ন্যায় হইয়া পড়ে। হংস ও বিহগগণ তাঁহার নিকট মৌনী হইয়া থাকে। তরুলতাগণ প্রেমে পুলকিত হয়। হরিণীরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায়।" গোপীরা বিরহ দুঃখে কৃষ্ণ কথা কহিয়া দিবাভাগ কাটাইত। বিরহেও তাহাদের সুমহৎ উৎসব হইত।

অরিষ্ট ও কেশী বধ।

একদিন অরিষ্ঠ-বৃষ-ও আর একদিন কেশী-খেপা ঘোড়া-অত্যাচার করিলে কৃষ্ণ তাহাদের বধ করেন।

কংসের কৃষ্ণ বধের পরামর্শ।

কংস শুনিল দেবকীর কন্যা বলিয়া যাহাকে বধ করিয়াছে, সে যশোদার কন্যা ও দেবকীর পুত্র কৃষ্ণকে বসুদেব নন্দালয়ে রাখিয়াছেন। কংস দেবকী ও বসুদেবকে লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিল। এবং প্রসিদ্ধ মল্লদের কৃষ্ণকে বধ করিতে আজ্ঞা করিল। ধনুর্যাগের আয়োজন করিল এবং ঘোষণা দিল জনপদবাসী ধনুর্যজ্ঞ দেখিবে। অক্রূরকে আজ্ঞা করিল, কৃষ্ণ ও বলরামকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় আনিবে।

মথুরা যাত্রা।

অক্রূর বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল। এবং সকলকে ধনুর্যাগের কথা বলিল। কৃষ্ণবলরামকে রথে লইয়া চলিল। কৃষ্ণ ১১ বৎসর বৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরায় চলিলেন। যাইবার সময়, গোপীরা লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

যমুনায় বিষ্ণুলোক দর্শন।

যাইবার পথে, যমুনায় কৃষ্ণবলরাম স্নান করিলেন, এবং রথে আসিয়া বসিলেন। তারপর অক্রূর স্নান করিতে যাইয়া, যমুনার মধ্যে, বিষ্ণুলোকে কৃষ্ণকে দেখিলেন। তিনি জল হইতে উঠিয়া দেখিলেন কৃষ্ণ রথে বসিয়া আছেন। পুনরায় জল মধ্যে কৃষ্ণকে দেখিলেন। দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কৃষ্ণের স্তব করিলেন। তারপর মথুরায় পঁহুছিয়া কংসকে সংবাদ দিয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

যোগৈশ্বর্য্য। কুব্জাকে ঋজুকরণ।

মথুরায় পঁহুছিয়া কৃষ্ণবলরাম ধনুর্যজ্ঞ দেখিতে যাইলেন। কংসের রজক বস্ত্র লইয়া যাইতেছিল, কৃষ্ণ বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। রজক কটু ভাষায় গালি দিল, কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিলেন। তৎপরে বস্ত্র লইয়া নিজেরা বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। সুদামা মালাকর তাঁহাদের মাল্য পরাইয়া দিল। তাহাকে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য দিলেন। ত্রিবক্রা কুব্জা গন্ধ অনুলেপন দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিল। তিনি তাহাকে ঋজু করিয়াদিলেন।

ধনুর্যজ্ঞ দর্শন।

তারপর ধনুর্যজ্ঞ স্থলে অদ্ভুত ধনু দেখিয়া, ধনু ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন, এবং রক্ষীগণকে বধ করিলেন। পরদিন প্রাতে মল্ল যুদ্ধ দেখিতে যাইলেন। কুবলয়াপীড় হস্তি পথ আটকাইয়া ছিল। তিনি হস্তিপককে হস্তি সরাইয়া লইতে বলিলেন। হস্তিপক হস্তিকে তাঁহাকে বধ করিতে ইঙ্গিত করিল। হস্তি আক্রমণ করিলে, তিনি হস্তিকে বধ করিলেন এবং হস্তি দন্ত সহ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। মল্লগণ তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিলে, তিনি মল্লযুদ্ধে তাহাদের বধ করিলেন।

কংস বধ।

কংস এই সব দেখিয়া গোপগণ ও বসুদেবকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা দিল। তখন কৃষ্ণ কংসকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাকে নিহত করিলেন।

পিতামাতার কারামুক্তি।

কংসকে নিহত করিয়া পিতামাতাকে কারামুক্ত করেন এবং উগ্রসেনকে কারামুক্ত করেন। উগ্রসেনকে যাদবগণের অধিপতি করিলেন। এবং যে সব জ্ঞাতীরা কংসের অত্যাচারে পলাইয়াছিল, তাহাদের সব বিদেশ হইতে আনয়ন করিলেন।

যোগৈশ্বর্য্য। সান্দীপণির নিকট শিক্ষা ও গুরুদক্ষিণা।

বসুদেব গর্গকে ডাকাইয়া বলরাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। তারপর তাঁহারা অবন্তি পুরে সান্দীপণি মুনির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইলেন। অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহারা পারদর্শী হইলেন। সান্দীপণির পুত্র সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সান্দীপণি কৃষ্ণের নিকট পুত্র প্রার্থনা করেন। পঞ্চজন শঙ্খ গুরুপুত্রকে গিলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া, কৃষ্ণ শঙ্খকে বধ করিলেন, কিন্তু তাহার উদরে গুরুপুত্রকে পাইলেন না। অবশেষে সমুদ্রে মৃত দেহ পাইয়া উহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন, এবং গুরুকে তাঁহার পুত্র গুরুদক্ষিণা দিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উদ্ধব দ্বারা গোপীসান্ত্বনা।

কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীরা বিহ্বলা হইয়াছিল। গুরু গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ গোপীদের সান্ত্বনার জন্য উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। উদ্ধবকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন "আমি তোমাদের চক্ষুর দূরে রহিয়াছি, তোমরা আমাকে নিরন্তর উপাসনা করিবে বলিয়া, এই ধ্যান দ্বারা মনের সামীপ্য হইবে। যেমন স্ত্রীলোকের মন দূরচর প্রিয়জনে আবিষ্ট থাকে, সেরূপ চক্ষুর সম্মুখে থাকিলে হয় না। অতএব মন স্থির করিয়া আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিলে, অচিরে আমাকে পাইবে।" গোপীরা উদ্ধব মুখে প্রিয় সন্দেশ পাইয়া বিরহ জ্বর ত্যাগ করিল। উদ্ধব কয়েক মাস গোপীদের মধ্যে বাস করিলেন। উদ্ধব গোপীদের সিদ্ধ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এই গোপীদের পদরজ-সেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম লতৌষধির মধ্যে যেন আমি একটা কিছু হই। ব্যভিচার দুষ্টা গোপীরা কোথায়? আর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কোথায়? ইহারা তাঁহার মহিমা জানে না, অথচ ফল ফলিয়াছে। বস্তু শক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। না জানিয়া বিষ পান করিলে, বিষের ফল ফলে।

স্বৈরিণী কুব্জার গৃহে।

কুব্জা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহার গৃহে ভগবান যেন পদার্পণ করেন। উদ্ধবের সহিত একদিন কুব্জার গৃহে যাইলেন। উদ্ধব যাইয়া ভূতলে নিজ বসন দিয়া ঝাড়িয়া বসিলেন। ভগবান কুব্জার শয্যায় কুব্জার পার্শ্বে বসিলেন। কুব্জাকে অলঙ্কারাদি দিলেন। কুব্জা সিদ্ধ হইল।

অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ।

অক্রূর ভবনে উদ্ধবের সহিত যাইলেন। অক্রুর তাঁহাদের পূজা করিল। তিনি হস্তিনায় পাণ্ডবদের সংবাদ লইতে অক্রূরকে পাঠাইলেন। অক্রূর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহার সব বর্ণন করিল।

মথুরা অবরোধ।

কংসের বনিতা সম্রাট জরাসন্ধের কন্যা। সে পিতাকে নিজ পতি হত্যার প্রতিশোধ লইতে বলিল। জরাসন্ধ সপ্তদশ বার মথুরা অবরোধ করিল। কৃষ্ণ সপ্তদশ বার মথুরা রক্ষা করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণ সাগর দ্বীপে আশ্রয় লইলেন। সেখানে এক গিরি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

কালযবন বধ।

অষ্টাদশবার জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করিলে, তাহার বন্ধু কালযবন যোগ দিয়া, মথুরায় সেনা সন্নিবেশ করিল। কৃষ্ণ কালযবনের শিবিরে একাকী যাইলেন। তাঁহার গলায় বনমালা দেখিয়া কালযবন তাঁহাকে চিনিল এবং ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবন করিল। দুই জনে শিবির হইতে বহুদূর আসিলে, কৃষ্ণ এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কালযবন ও গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। গুহায় তপস্বী রাজা মুচুকুন্দ নিদ্রা যাইতে ছিলেন।

কালযবন তাঁহাকে পদাঘাত করিবা মাত্র, তপস্বীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তপস্বী তৎক্ষণাৎ কালযবনকে ভস্মসাৎ করিলেন।

কৃষ্ণের পলায়ন।

কালযবন নিহত হইয়াছে শুনিয়া, তাহার সেনানীরা ফিরিয়া যাইল। রাম ও কৃষ্ণ জরাসন্ধের সম্মুখীন হইলে, জরাসন্ধ তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবন করিল। কৃষ্ণ ও রাম পলায়ন করিয়া, সাগর দ্বীপে পহুছিলেন। জরাসন্ধের ভয়ে সব মথুরা বাসী দ্বারকায় আশ্রয় লইল।

রুক্মিণী বিবাহ।

বিদর্ভদেশাধিপতি ভীষ্মক রাজার কন্যা রুক্মিণী। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা হয়েন। তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার বিবাহ শিশুপালের সহিত ঠিক করেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে বলিয়া পাঠান এবং রক্ষা করিতে বলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে আসিয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন এবং শাস্ত্রমত বিবাহ করেন।

প্রদ্যুম্ন।

তাঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন। শম্বর প্রদ্যুম্নকে শৈশবে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ হরণ বৃতান্ত শুনিয়া শম্বরকে বধ করিয়া, পুনরায় দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

স্যমন্তক মণি।

সত্রাজিৎ নামক যাদবের একটী আশ্চর্য্য মণি ছিল, উহার নাম স্যমন্তক। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বলেন, ঐ মণিটা উগ্রসেনকে দাও। সত্রাজিৎ সম্মত হইল না। তাহার ভ্রাতা প্রসেন একদিন মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় বনে যায়। বনে সিংহ প্রসেনকে মারিয়া ফেলে। সত্রাজিৎ, ভ্রাতা বাড়ি

ফিরিল না দেখিয়া রটাইল, কৃষ্ণ মণি লোভে প্রসেনকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। কৃষ্ণ এই মিথ্যা অপবাদে মর্ম্মাহত হইলেন। এবং বনে অনুসন্ধান করিয়া প্রসেনের মৃতদেহ এবং সিংহের পদচিহ্ন দেখিলেন এবং সকলকে ইহা দেখাইয়া নিজ কলঙ্ক অপনীত করিলেন। সেখানে এক গর্ত্ত পাইলেন। * গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জাম্ববানের পুত্র পালিকার হস্তে মণি। তারপর জাম্ববানকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলে, জাম্ববান মণি সহিত নিজ কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিল। কৃষ্ণ ফিরিয়া অসিয়া, মণি সত্রাজিৎকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সত্রাজিৎ অন্যায় কলঙ্ক আরোপ করিয়াছিল, কৃষ্ণের মনস্তুষ্টির জন্য, নিজ কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে শতধন্বা নামক যাদব অক্রূরের পরামর্শে সত্রাজিৎকে হত্যা করিয়া, মণি চুরি করিল এবং অক্রূরকে মণি দিল। কৃষ্ণ শুনিয়া শতধন্বাকে বধ করিলেন। অক্রূর পলায়ন করিল। পরে যাদবরা অক্রূরকে আনয়ন করিল। একদিন সকলের উপস্থিতিতে, কৃষ্ণ বলিলেন, মণি নিশ্চয় অক্রুরের নিকট আছে। অগত্যা অক্রূর মণি বাহির করিলেন। কৃষ্ণ অক্রূরকে মণি প্রত্যর্পণ করিলেন।

পঞ্চ কন্যা বিবাহ।

কৃষ্ণ কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা ও লক্ষণাকে বিবাহ করেন।

* পূর্ব্বে ভারতে কৃষকরা মাটীর নীচে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিত, তাহাদের ভল্লুক খ্যাতি ছিল। অদ্যাপি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মাটীর নীচে বাড়ির ধ্বংশাবশেষ আছে।

বন্দীরাজকুমারী মুক্তি।

প্রাগ্ জ্যোতিষের ভৌম ইন্দ্রের মাতার কুণ্ডল চুরি করে। ইন্দ্র কৃষ্ণকে বলেন। কৃষ্ণ যাইয়া ভৌমকে বধ করিয়া কুণ্ডল উদ্ধার করেন, এবং সত্যভামার সহিত ইন্দ্রালয়ে যাইয়া, ইন্দ্রের মাতাকে কুণ্ডল প্রত্যর্পণ করেন। ভৌম রাজপুরে অসংখ্য রাজ কুমারী বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। কৃষ্ণ অন্তঃপুরে যাইয়া সেই সব বন্দী রাজকুমারীকে মুক্ত করেন। মুক্ত হইয়া সেই সব কুমারীরা শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পারিজাত নয়ন। সত্যভামা সকাম।

ইন্দ্রের উদ্যানে পারিজাত দেখিয়া সত্যভামার লইতে ইচ্ছা হয়। ইন্দ্র পারিজাত দিতে সম্মত না হওয়ায়, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, কৃষ্ণ পারিজাত ইন্দ্র উদ্যান হইতে লইয়া সত্যভামাকে দিলেন।

রুক্মিণীর সহিত পরিহাস। রুক্মিণী নিষ্কাম।

শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন। রুক্মিণী সহস্র দাসী সহিত ব্যজন করিয়া জগদীশ্বরের সেবা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন রাজপুত্রি! আমার সহিত বিবাহ তোমার ঠিক হয় নাই। আমরা রাজা নই, রাজগণের ভয়ে সমুদ্র আশ্রয় করিয়াছি, আমাকে বিবাহ করা তোমার বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। আমরা ঐশ্বর্য্য বিষয়ে উদাসীন। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, আমরা জীবিত আছি। তুমি অন্য কোন ক্ষত্রিয় রাজার উপাসনা কর। রুক্মিণী এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভয়ে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইলেন। বাতাহত কদলীর ন্যায় কেশপাশ বিকীর্ণ করিয়া, ধরাশায়ী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "পরিহাস করিবার জন্য ইহা বলিয়াছি। তোমার কোপবিস্ফুরিত অধর ও অরুণ অপাঙ্গ যুক্ত নয়ন

দেখিবার জন্য এরূপ বলিয়াছি। রুক্মিণী প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলকে ত্যাগ করিয়া তোমাকে বরণ করিয়াছি। তোমার পদসেবা করিয়া জীবনধন্য করিব ইহাই আমার মানস। কৃষ্ণ বলিলেন স্বার্থপর নারী কর্ত্তৃক আমার সেবা অসম্ভব। আমি সম্পদের ও মুক্তির অধীশ্বর। যে দাম্পত্য সুখের অভিলাষে আমার সেবা করে, সে আমার মায়ায় মুগ্ধ হয়। মুক্তি কামনায় তুমি যখন যাহা অভিলাষ করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ পাইবে।

শীত জ্বর সৃষ্টি। বাণকে কৃপা।

প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ শৈব বাণ রাজার কন্যার সহিত গোপনে প্রণয় করেন। বাণ রাজা টের পাইয়া অনিরুদ্ধকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। অনিরুদ্ধের উদ্ধারের জন্য যাদবগণ আসেন। যাদবগণ ও বাণ রাজায় যুদ্ধ হয়। বাণ পক্ষে ত্রিশিরা জ্বর যাদব সৈন্য গণকে আক্রমণ করে। *শ্রীকৃষ্ণ শীত জ্বর সৃষ্টি করিয়া ত্রিশিরা জ্বরকে অভিভূত করেন। পরে বাণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিক্ষা করেন। তখন উভয়ের মিলন হয়। অনিরুদ্ধ বাণকন্যা সহ দ্বারকায় ফিরিয়া আসেন।

কৃকলাস মুক্তি।

যদুকুমারগণ কূপমধ্যে একটী বৃহৎ কৃকলাস দেখিতে পান, কিন্তু কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। পরে কৃষ্ণ আসিয়া কৃকলাস উদ্ধার করেন। কৃষ্ণের স্পর্শে সে মুক্ত হয়, এবং বলে আমার নাম নৃগ রাজা। পরস্ব অপহরণ পাপে আমার এই কৃকলাস জন্ম হয়।

* হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র।

পৌণ্ড্রক মুক্তি।

পৌণ্ড্রক প্রচার করেন, তিনি বাসুদেব, কৃষ্ণ বাসুদেব নহেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে হত হন। পৌণ্ড্রক সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ধ্যান করায়, তন্ময় হইয়াছিল।

কৃষ্ণের গার্হস্থ্য।

নারদ ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়া, এত পত্নীর সহিত কিরূপে গার্হস্থ্য করেন। নারদ দ্বারকায় যাইলেন। এক ভবনে দেখেন, কৃষ্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ান আছেন, রুক্মিণী ব্যজন করিতেছেন। অন্য ভবনে যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণ স্বীয় প্রিয়া ও উদ্ধবের সহিতে অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। অন্য গৃহে যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণ স্নানের আয়োজন করিতেছেন। অন্য স্থানে দেখিলেন, কৃষ্ণ অশ্ব গজ রথে ভ্রমণ করিতেছেন। কোন স্থানে বলরামের সহিত সাধুগণের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কোথায় কোন প্রিয়ার সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছেন। কোথায় বা পুত্র কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় কূপ আরামাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় সিন্ধু ঘোটকে চড়িয়া মৃগয়ায় পশু হনন করিতেছেন। কৃষ্ণের যোগ মায়ার প্রভাব দেখিয়া নারদ বিস্মিত হইলেন।

রাজদূত।

ভোজনান্তে সর্ব্ব গৃহ হইতে, পৃথক কৃষ্ণ, বাহির হইয়া, এক হইয়া, রথে আরোহন পূর্ব্বক সভাগৃহে পঁহুছিলেন। সেখানে পরমাসনে উপবিষ্ঠ হইলেন। সেই সময় রাজদূত আসিয়া সংবাদ দিল, জরাসন্ধ রাজগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। রাজগণকে মুক্ত করিবার জন্য তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। কৃষ্ণ উদ্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন, ভয় নাই, রাজগণ মুক্ত হইবে।

জরাসন্ধ বধ ও বন্দী রাজগণ মুক্তি।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শের জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া কৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া বিপ্র বেশে জরাসন্ধের আলয়ে পঁহুছিলেন। জরাসন্ধ বিপ্র ভাবিয়া বলিল "ভিক্ষার বিষয় প্রার্থনা কর।" কৃষ্ণ তখন পরিচয় দিলেন, এবং বলিলেন "আমরা প্রত্যেকে যুদ্ধ ভিক্ষা করি।" জরাসন্ধ বলিল, কৃষ্ণ তাহার ভয়ে মথুরা ত্যাগ করিয়াছে, অর্জ্জুন তাহার কনিষ্ঠ, ভীম তাহার সমকক্ষ, অতএব ভীমের সহিত সে যুদ্ধ করিবে। জরাসন্ধ ও ভীমে গদাযুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জরাসন্ধ নিহত হইল। কৃষ্ণ সেই সব বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিলেন।

শিশুপাল মুক্তি।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে প্রস্তাব হইল কৃষ্ণ অর্ঘ পাইবার উপযুক্ত। শিশুপাল প্রতিবাদ করিয়া কৃষ্ণের বহুনিন্দা করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিল। যুদ্ধে শিশুপাল নিহত হইল। শিশুপালের দেহ হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করিল।

দুর্য্যোধন অপ্রতিভ।

দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সভায় আসিবার সময় শিল্পবিমোহিত হইয়া, স্থলে জল ভ্রমে বস্ত্র উত্তোলন করে, ও জলে স্থল ভ্রমে পতিত হয়, ইহা দেখিয়া সভাস্থ সকলে হাস্য করেন। দুর্য্যোধন ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

শাল্ববধ।

শাল্ব যাদবগণের নিগ্রহ করিতেছিল। কৃষ্ণ আসিতেছিলেন, পথে শাল্বকে দেখিলেন। শাল্ব তাঁহাকে আক্রমণ করিল। শাল্ব কৃত্রিম বসুদেব আনিয়া কৃষ্ণসমীপে তাহার মস্তক ছেদন করিল। কৃষ্ণ প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই,

পরে শাল্বের মায়া বলিয়া বুঝিলেন। শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার সৌভযান চূর্ণ করিয়া তাহাকে নিহত করেন।

দন্তবক্র মুক্তি।

দন্তবক্র দ্বেষ করিয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে কৃষ্ণকে আক্রমণ করে, কৃষ্ণ তাহাকে বধ করেন। তাহার শরীর হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতি বাহির হইয়া কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করে।

শ্রীদামা ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য্য লাভ।

শ্রীদামা নামে এক ব্রাহ্মণ সান্দীপণির আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতিরিক্ত কষ্ট হওয়ায়, তাহার স্ত্রীর অনুরোধে, সাহায্যের জন্য, দ্বারকায় আসেন। বন্ধুর জন্য দুটী ভিক্ষার চাউল কাপড়ে বাঁধিয়া আনেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই চাউল একমুঠা খাইলেন ও চাউলের প্রশংসা করিলেন। কৃষ্ণের কৃপায় ভিক্ষুকের ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য হইল।

তীর্থে গোপীদের জ্ঞানদান।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সকলে তীর্থ স্নান করিতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ ও আসেন। তীর্থে তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলে কৃতার্থ হয়। গোপীরা ও তীর্থ স্নানে আসে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের আত্মজ্ঞান দান করেন। তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

কৃষ্ণমহিষী ও দ্রৌপদী সমাগম।

তীর্থে কৃষ্ণমহিষীগণের সহিত দ্রৌপদীর দেখা হইল। কৃষ্ণমহিষীগণ বলিলেন "আমরা তাঁহার পাদস্পর্শ লাভ করিয়াছি। আমরা সার্ব্বভৌম, ইন্দ্রত্ব, অনিমাদি সিদ্ধি, ব্রহ্মপদ, মোক্ষ, সালোক্য মুক্তি ইহার কোনটাই কামনা করি না।"

তীর্থে মুনিসমাগম।

সেই তীর্থে বহু মুনি সমাগম হইল। কৃষ্ণ বলিলেন, "আজ সাধু দর্শন হইল, সাধু সেবা দ্বারা আমাদের অজ্ঞান নষ্ট হইল।" সাধুগণ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আজ আমরা যোগেশ্বরের পাদপদ্ম দর্শন করিলাম। আমরা তোমার ভক্ত। আমাদের অনুগ্রহ কর।"

পিতাকে জ্ঞান দান।

মুনিগণের কথায়, বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞান প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে জ্ঞান দেন। পিতাকে বলেন "সব ব্রহ্ম এইরূপ সর্ব্বদা দর্শন করিবেন।"

মাতাকে মৃত পুত্র সন্দর্শন।

তাঁহার মাতা মৃত পুত্রগণকে দর্শন করিতে চাহিলে, তিনি তাঁহার পুত্রগণকে আনয়ন করেন। পুত্রগণ মাতাকে দর্শন দিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দেবকী কৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

সুভদ্রা হরণ।

বলরাম ভগিনী সুভদ্রার বিবাহ দুর্য্যোধনের সহিত ঠিক করেন। অর্জ্জুন যতি সাজিয়া দ্বারকায় যান এবং সুভদ্রাকে হরণ করেন। বলরাম রুষ্ট হয়েন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় রোষ পরিহার করেন।

নিজ ভক্তালয়ে।

মিথিলাতে শ্রুতদেব নামক এক ব্রাহ্মণ ও বহুলাশ্ব নামে অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। উভয় ভক্তের প্রিয় করিবার বাঞ্ছায়, কৃষ্ণ একদিন উভয়ের বাড়িতে আসেন। ভক্তদ্বয় তাঁহাকে পাইয়া, তাঁহার পাদধৌত করিয়া

দিলেন এবং সাদরে পূজা করিলেন। ভগবান জনক ও ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিলেন সর্ব্ব শ্রুতি ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। উভয় ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া দ্বারকায় ফিরিলেন।

ব্রহ্ম সর্ব্ব বেদের প্রতিপাদ্য।

সত্য বটে বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে যেমন ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, সোম, ইত্যাদি। কিন্তু সকল দেবতা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম সকলের উপাদান। অতএব সব দেবতা ব্রহ্মের বিকার। সমস্ত দেবতা ও জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছু নাই। সমস্তই ব্রহ্ম, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ঋষিরা, সমস্ত পরমকারণ ব্রহ্ম জানিয়া, ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, পৃথক বিকারের উপাসনা করেন না। মানুষ যেখানেই পদনিক্ষেপ করুক না কেন, পৃথিবীতেই পদনিক্ষেপ করে। মাটীতে পাষাণে ইষ্টকাদিতে পদনিক্ষেপ করিলে, পৃথিবীতেই পদনিক্ষেপ করা হয়। সেইরূপ বেদ ইন্দ্রাদি বিকার সমূহ যাহা বলুক না কেন, পরমার্থভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। সর্ব্ব শ্রুতির তাৎপর্য্য এক ব্রহ্ম।

কৃষ্ণভক্তের লক্ষণ।

একদিন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা অপর দেবতার ভক্ত, তাহারা প্রায় ধনী ও ভোগী হয়। আপনার উপাসনা করিলে, ধনী ও ভোগী হয় না, ইহার কারণ কি? কৃষ্ণ বলিলেন, যে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহার প্রথমে ধন অপহরণ করি। সে ব্যক্তি নির্ধন হইলে, তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে পরিত্যাগ করে। সে তখন আমার ভক্তের সহিত সখ্য করে। আমাকে চিন্তা করায়, তাহার সংসার বাসনা চলিয়া যায়, এবং আমাকে প্রাপ্ত হয়। সগুণের উপাসনা করিলে, বৈভব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি নির্গুণ! নির্গুণের উপাসনা করিলে, নৈর্গুণ্য প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণের মৃত পুত্র সঞ্জীবন।

দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই মরিয়া যায়। অর্জ্জুন সমক্ষে ব্রাহ্মণ তাহার দুঃখের কথা বলে। অর্জ্জুন বলেন, তিনি তাহার পুত্র রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণীর প্রসূতি কাল আসিলে, ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে ডাকিলেন। অর্জ্জুন গাণ্ডীব সহ আসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মিয়াই মরিয়া গেল। অর্জ্জুন কিছুই করিতে পারিলেন না। অর্জ্জুন বড় অপ্রতিভ হইলেন। তখন কৃষ্ণ সেই পুত্রকে সঞ্জীবিত করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাপহরণ।

দুর্য্যোধন শকুনি দ্বারা কপট দ্যূত ছলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাপহরণ করে। কুরু সভাতে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশবিন্যাস উন্মোচন করিয়া কেশাকর্ষণ করে। দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পর পাণ্ডবরা বিরাট রাজার ভবনে আত্ম প্রকাশ করিলেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিল না।

সন্ধির প্রস্তাব।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় যাইয়া, সন্ধির মানসে, অর্দ্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। দুর্য্যোধন অর্দ্ধেক রাজ্য ও প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল না।

বিদুর তাড়িত।

বিদুর দুর্য্যোধনের লোভের নিন্দা করায়, দুর্য্যোধন বিদুরকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। বিদুর গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পার্থ সারথী।

তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান অর্জ্জুনের সারথী হয়েন। অর্জ্জুন যুদ্ধের প্রথমে উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখিতে বলিলেন। ভগবান উভয় সেনার মধ্যে শ্বেত হয় যুক্ত রথ রাখিলেন। অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ প্রভৃতিকে দেখিয়া স্বজন বধে বিমুখ হইলে, আত্ম বিদ্যাদ্বারা কৃষ্ণ অর্জ্জুনের "আমি হন্তা" এই বুদ্ধি হরণ করেন, এবং এই ভীষ্ম এই কর্ণ ইত্যাদি নামোল্লেখ করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা যে এক এক জনকে দেখাইয়া দেন, তাহাতে দুর্য্যোধন ীয়দের আয়ু ক্ষয় হয়। তাঁহার কটাক্ষ দ্বারা তাহাদের শক্তি বল কৌশল অপহৃত হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

ভগবান প্রহ্লাদের ন্যায় অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ভুরিশ্রবা, জয়দ্রথ প্রভৃতি অমোঘ অস্ত্রক্ষেপ করেন, কিন্তু সে সব অস্ত্র অর্জ্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। জয়দ্রথ বধ দিবসে, অর্জ্জুন অশ্বদের জন্য জলাহরণ করিবার জন্য ভুমিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে সময় জয়দ্রথ পক্ষীয়েরা ভগবানের মায়ায় অন্যমনস্ক হইয়া, শর নিক্ষেপ করে নাই, সেজন্য অর্জ্জুন রক্ষা পান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুকুল সব নির্ম্মূল হয়। কুরু স্ত্রীগণ বিধবা ও বিমুক্ত কেশা হন। যে সব বীর সমর ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে নিষ্পাপ হইয়া স্ব স্ব নয়ন দ্বারা ভগবানের বদনারবিন্দ পান করিয়াছিল, তাহারাও তাঁহার স্থান প্রাপ্ত হয়।

অশ্বত্থামা ও দ্রৌপদী।

অশ্বত্থামা রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে যাইয়া দ্রৌপদীর সুপ্ত পঞ্চ পুত্র ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করিয়া পলায়ন করে। দ্রৌপদী অতিশয় শোকার্ত্ত হয়েন। অর্জ্জুন অনুসন্ধান করিয়া অশ্বত্থামাকে ধরিলেন, এবং পশুর ন্যায় রজ্জুতে

বাঁধিয়া, দ্রৌপদীর করে, তাহাকে সমর্পণ করিলেন। দ্রৌপদী অশ্বত্থামার সেই অবস্থা দেখিয়া, বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিলেন। পাণ্ডবরা পরিশেষে তাহার মাথার কেশ কাটিয়া লইয়া, অপমানিত করিয়া, ছাড়িয়া দিলেন. গুরু পুত্র বলিয়া প্রাণে মারিলেন না।

যাদব বিনাশ চিন্তা।

দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়া যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়েন, ভগবান তাহা দেখিয়া আনন্দিত হন নাই, বরং ভগবান অবিসহ্য যাদব কুলের সংহার চিন্তা করিয়াছিলেন।

বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন।

স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম শরশয্যায় অবস্থান করিয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করেন। সেই সময়, ভগবান ভীষ্মকে সকল ধর্ম্ম উপদেশ দিতে আদেশ করিলেন। ভগবানের বরে ভীষ্ম সুস্থ হইয়া ধর্ম্ম উপদেশ দেন। তারপর উত্তরায়ণ আসিলে, ভগবানের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করেন।

ভীষ্ম প্রয়াণ।

মৃত্যুর পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তুমি যাহাকে মাতুল পুত্র, প্রিয়, মিত্র, উপকারক বলিয়া মনে করিতেছ, এবং যাহাকে মন্ত্রী, দূত, সারথি করিয়াছ, তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। ইনি সর্ব্বত্র সম হইলেও, একান্ত ভক্ত জনের প্রতি ইঁহার অনুকম্পা দেখ। আমি প্রাণ ত্যাগ করিব বলিয়া, আমার সমক্ষে স্বয়ং আসিয়া, সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। যোগীজন ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহাতে মন নিবেশ এবং বাক্য দ্বারা যাঁহার নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক কলেবর ত্যাগ করিয়া, কামকৃত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন, সেই দেবদেব ভগবান প্রসন্ন ও সহাস্য বদনে আমার অগ্রে উপস্থিত থাকিয়া, যাবৎ আমি কলেবর পরিত্যাগ না করি, তাবৎ প্রতীক্ষা করিবেন।"

তারপর প্রাণ ত্যাগের সময় বলিলেন "বিবিধ ধর্ম্মাদি উপায় দ্বারা চিত্ত সংযম রূপ যে নিষ্কাম মতি সাধন করিয়াছি, তাহা এই ভগবানে সমর্পণ করিলাম। জগদাত্মা আমার সমক্ষে বর্ত্তমান। অহো আমার কি ভাগ্য! আমি ইঁহাকে সম্যক্ রূপে প্রাপ্ত হইলাম। ইঁহার আশ্রয়ে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান নিবারিত হইল।"

ভীষ্ম মন বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা, আত্ম স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্ম সংযোগ করিয়া, উপরতি প্রাপ্ত হইলেন। প্রাণ ত্যাগ সময়ে, তাঁহার নিশ্বাস বহির্ভাগে বহির্ভূত হইল না, অন্তরেই বিলীন হইল। তিনি নিরুপাধি পরম ব্রহ্মে মিলিত হইলেন।

পরীক্ষিতের জীবন দান।

তারপর যুধিষ্ঠির সিংহাসনারূঢ় হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সে সময় উত্তরা একটী পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে ঐ গর্ভ দগ্ধ হইবার উপক্রম হইলে, উত্তরা ভগবানের শরণাপন্ন হন। উত্তরার প্রার্থনায় ভগবান ঐ গর্ভ রক্ষা করেন।

ব্রহ্মশাপ ও মুষলোৎপত্তি।

যদুকুমারগণ দৃপ্ত ও বিভবোচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণ পুত্র শাম্বকে নারী সাজাইয়া, পেটে কাপড় জড়াইয়া, ঋষিদের প্রবঞ্চনা করিবার মানসে, জিজ্ঞাসা করিল, এই গর্ভিণী কি প্রসব করিবে? ঋষিরা প্রবঞ্চনা বুঝিয়া অভিসম্পাত করিলেন, কুল নাশন মুষল প্রসব করিবে। যদুকুমারগণ শাম্বের পেটের কাপড় খুলিয়া দেখে, সেখানে মুষল রহিয়াছে। অত্যন্ত ভীত হইল। উগ্রসেনের নিকট যাইয়া সব বলিল। উগ্রসেন মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে বলিল। মুষল চূর্ণ করিয়া, একটু অবশিষ্ট রহিল, উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। মৎস্য উহা গিলিল। ধীবররা মৎস্য কাটিয়া উহা পাইয়া ব্যাধকে দিল। ব্যাধ শরের ফলাকা প্রস্তুত করিল।

নারদ ও বসুদেব।

নারদ কৃষ্ণ দর্শন লালসায় প্রায় দ্বারকায় আসিতেন। বসুদেবকে নারদ বলিলেন, "ভগবান তোমাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভগবানে পুত্রবুদ্ধি করিও না। তিনি অসুর বিনাশের জন্য ও সাধু রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছিল। দেবগণ সব দ্বারকায় আসিলেন, ও তাঁহার স্তব করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ হইয়াছে বলিলেন।

দ্বারকায় দুর্নিমিত্ত। প্রভাস যাইবার পরামর্শ।

দ্বারকায় ভূমিকম্প উল্কাপাত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসীকে প্রভাসে যাইয়া, পিতৃ দেব ঋষি তর্পণ করিয়া, শান্তি কর্ম্ম করিতে আদেশ দিলেন।

উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণ।

প্রভাস যাইবার উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। ইঙ্গিতজ্ঞ উদ্ধব বুঝিলেন, ভগবান যখন বিপ্রশাপের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও, প্রতিবিধান করিলেন না, তখন ভগবান এইবার অন্তর্ধান হইবেন। তিনি ভগবানকে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে। ভগবান বলিলেন, হাঁ আমি এইবার অন্তর্ধান হইব। আমি চলিয়া যাইলেই কলির অধিকার হইবে। তুমি এখানে বাস করিও না। সপ্ত দিবসের মধ্যে সমুদ্র পুরী প্লাবিত করিবে। তুমি স্নেহ শূন্য হইয়া সব ত্যাগ করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিবে। উদ্ধব বলিলেন, বিষয় ত্যাগ করা বড় কঠিন, তবে তুমি যোগেশ, তুমি যদি শক্তি দাও, তাহা হইলে সক্ষম হইব। তুমি আমাকে শিক্ষা দাও।

গুরুকরণ।

ভগবান বলিলেন হাঁ গুরু দরকার বটে, কিন্তু প্রধান গুরু নিজ মন। অবধূত দত্তাত্রেয় যদুকে তাঁহার গুরুর বিষয় বলেন। ঐ সব গুরু বাক্য দ্বারা শিক্ষা দেন নাই, অবধূত নিজ বুদ্ধি দ্বারা ঐ সব গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ভাগবত একাদশ স্কন্ধ।

সপ্তম অধ্যায়।

অবধূতের চব্বিশ গুরু।

(১) পৃথিবী গুরু।

পৃথিবী এক গুরু। পৃথিবীর নিকট ক্ষমা শিখিবে। কেহ আক্রমণ করিলেও বিচলিত হইবে না।

(২) বায়ু গুরু।

বায়ু গন্ধের সহিত যুক্ত হয় না। মুনি সেইরূপ দেহের গুণে যুক্ত হয় না।

(৩) আকাশ গুরু।

আকাশ যেরূপ অসঙ্গ, মুনিও সেইরূপ অসঙ্গ হইবে।

(৪) জল গুরু।

মুনি জলের ন্যায় প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধ ও মধুর হইবে।

(৫) অগ্নি গুরু।

অগ্নি কখন ছন্ন যখন স্পষ্ট, তেজস্বী ও দীপ্ত, মুনি সেইরূপ হইবে।

(৬) চন্দ্রমা গুরু।

চন্দ্রের কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, দেহের সেইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

(৭) রবি গুরু।

রবি যেরূপ জল আকর্ষণ করেন, ও জল বিসর্জ্জন করেন, মুনি সেইরূপ হইবে।

(৮) কপোত গুরু।

কপোত নিজ স্ত্রীপুত্র জালে বদ্ধ হইলে, নিজেও জালে গিয়া পড়ে। সেজন্য কাহাকেও অতি স্নেহ করিবে না।

অষ্টম অধ্যায়।

(৯) অজগর গুরু।

অজগর যেরূপ আহারের চেষ্টা করে না, মুনিও সেইরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

(১০) সিন্ধু গুরু।

অর্ণব যেরূপ প্রসন্ন গম্ভীর দুর্বিগাহ্য, যতি ও সেইরূপ হইবে।

(১১) পতঙ্গ গুরু।

পতঙ্গ রূপ দেখিয়া মরে, সেইরূপ নারীর রূপ দেখিয়া, মানুষ পুড়ে মরে।

(১২) মধুকৃৎ গুরু।

মধুকর যেরূপ নানা ফুল হইতে মধু গ্রহণ করে, মুনিও সেইরূপ মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিবে।

(১৩) গজ গুরু।

হস্তিকে হস্তিনী দেখাইয়া গর্ত্তে ফেলিয়া মারিয়া ফেলে। যতি দারুময়ী যুবতীর পাদস্পর্শও করিবে না।

(১৪) মধুহা গুরু।

মধুহা যেরূপ পরের জন্য মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ যতি গৃহস্থের দুঃখোপার্জ্জিত অন্ন ভক্ষণ করিবে।

(১৫) হরিণ গুরু।

বংশী বাজাইয়া হরিণ ধরে। গ্রাম্য নৃত্যগীতে বদ্ধ হইলে মৃত্যু হইবে।

(১৬) মীন গুরু।

আমিষ যুক্ত বড়িশা দ্বারা মৎস্য ধৃত হয়। রসজয় না করিলে মৃত্যু ঘটে।

(১৭) পিঙ্গলা গুরু।

পিঙ্গলা বেশ্যা নাগরের আশায় দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে। অর্দ্ধরাত্রি কাটিয়া গেল। তবু কেহ আসিল না। তখন শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং বলিল "আশাই দুঃখ নৈরাশ্যই পরম সুখ।"

নবম অধ্যায়।

(১৮) কুরর গুরু।

চিল একখণ্ড মাংস মুখে করিলে অপর পক্ষীরা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। মাংস টুকরা ফেলিয়া দিলে, তবে নিশ্চিন্ত হয়। পরিগ্রহ দুঃখের কারণ।

(১৯) অর্ভক গুরু।

বালক যেরূপ চিন্তাশূন্য, যতি সেইরূপ চিন্তাশূন্য হইবে।

(২০) কুমারী গুরু।

এক কুমারী বাটীতে আছে। পিতামাতা কেহ বাটীতে ছিল না। সেই সময় অতিথি আসে। কুমারীর হাতে কঙ্কন ছিল। কুমারী অতিথিদের জন্য ধান্য কুটিতে আরম্ভ করিলেন। কঙ্কনের শব্দ হইতে লাগিল। ধান্য কুটা দরিদ্রতা ব্যঞ্জক। সেজন্য কঙ্কন খুলিলেন, কেবল দুগাছি করিয়া প্রতি হাতে রহিল। তাহাতেও শব্দ হইতে লাগিল। অবশেষে একগাছি রাখিলেন। তখন শব্দ হইল না। বহুজন একত্র বাস করিলে কলহ হয়। দুইজন থাকিলেও কথাবার্ত্তা হয়। যতি সেজন্য একাকী ভ্রমণ করিবে।

(২১) শরকৃৎ গুরু।

শরনির্ম্মাতা যখন শর ঋজু করে (ভাগ্ করে) তখন ভেরীঘোষ দ্বারা রাজা যাইলেও টের পায় না।

(২২) সর্প গুরু।

সর্প যেরূপ পরের গৃহে বাস করে, যতি সেইরূপ পরের গৃহে বাস করিবে।

(২৩) ঊর্ণনাভি গুরু।

ঊর্ণনাভি যেরূপ নিজের মুখ হইতে জাল নির্ম্মাণ করিয়া, সেই জালে বিহার করে, এবং জাল গ্রাস করে, পরমেশ্বর সেইরূপ বিশ্ব সৃজন করেন, বিশ্বে লীলা করেন, এবং প্রলয়ে গ্রাস করেন।

(২৪) সুপেশস্কৃৎ গুরু।

আরসুল্লা কাঁচপোকার ভয়ে কাঁচপোকার আকার প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ একাগ্র হইয়া যাহার চিন্তা করা যায়, তাহার আকার প্রাপ্ত হয়। অবধূতের এই ২৪ গুরু ছিল।

অবধূতের আর একটী গুরু ছিল নিজ দেহ। এই গুরুটী বিচিত্র-চরিত্র। ইহাকে ভোগ দিলে, ইনি অধঃপাতিত করেন। কিন্তু মাত্র প্রাণধারণোপযোগী আহার দিলে, ইনি জ্ঞান বৈরাগ্য দেন। অবধূত যদুকে এই সব গুরুর বিষয় বলিয়া চলিয়া যান।

গুরুকে ভগবান জ্ঞান করিবে।

এইরূপ যাহার কাছে শিক্ষা করা যায়, সেই গুরু। আত্মজ্ঞানের জন্য গুরু দরকার, কিন্তু গুরু ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন। গুরুকে অবমাননা করিবে না, গুরুকে ভগবান জ্ঞান করিবে।

দশম অধ্যায়।

আত্মা।

স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মা বিলক্ষণ, আত্মা দ্রষ্টা প্রকাশক। যেরূপ দারু দাহ্য অগ্নি দাহক, সেইরূপ দেহ দৃশ্য প্রকাশ্য আত্মা দ্রষ্টা প্রকাশক। দেহ জড় আত্মা চৈতন্য। ইন্দ্রিয়রাই কর্ম্ম করে, আত্মা কোন কর্ম্ম করেন না বা সুখ দুঃখ ভোগ করেন না। দেহ কর্ত্তা ভোক্তা, আত্মা দ্রষ্টা সাক্ষী মাত্র।

একাদশ অধ্যায়।

বন্ধ মোক্ষ।

প্রঃ আত্মা গুণে কিরূপে বন্ধ হন।

উঃ আত্মার বন্ধ নাই, মোক্ষও নাই। মনের উপাধি হেতু, বন্ধ ও মুক্ত বলা যায়, কিন্তু বাস্তবিক আত্মার বন্ধ নাই, মোক্ষ ও নাই।

বদ্ধ মুক্ত।

যে নিজেকে সুখ দুঃখের ভোক্তা মনে করে, সে বদ্ধ। যে নিজেকে দ্রষ্টা দেখে, সে মুক্ত। মুক্ত দেহস্থ হইয়াও জানেন, তিনি দেহস্থ নহেন। বদ্ধ দেহস্থ না হইয়াও ভাবে, সে দেহস্থ। মুক্ত জানেন তিনি কর্ত্তা নহেন, বদ্ধ জানে আমি কর্ত্তা।

সাধু ও ভক্ত।

প্রঃ সাধু ও ভক্তি কিরূপ ?

উঃ সাধু জ্ঞানী হর্ষবিষাদরহিত ক্ষুৎপিপাসারহিত। জ্ঞানী পরকে বুঝইতে দক্ষ, মৃদুচিত্ত, সদাচার, অপরিগ্রহ, মিতভোজী ইত্যাদি। আমার প্রতিমার ও আমার ভক্তের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, আমার জন্ম কর্ম্ম কথন, আমার পর্ব্বানুমোদন, আমার অর্চ্চা স্থাপনে শ্রদ্ধা, এইগুলি ভক্তের লক্ষণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সাধুসঙ্গ।

ভক্তিযোগ সাধুসঙ্গ দ্বারা লাভ হয়। সাধু সেবার মত ফলপ্রদ উপায় আর কিছু নাই। সাসঙ্গ হেতু ভগবানকে পায়।

সঙ্গহেতু সিদ্ধ।

আমার সঙ্গ হেতু গো, নগ, খগ, মৃগ, সিদ্ধ হইয়া ছিল। আমার সঙ্গ হেতু, যজ্ঞপত্নী ও কুব্জা সিদ্ধ হইয়াছিল। গোপীরা সিদ্ধ হইয়াছিল। গোপীদের নাম রূপ ত্যাগ হইয়াছিল, তাহাদের সমাধি হইত।

কর্ম্মত্যাগ কখন।

প্রঃ কর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগ কোনটা শ্রেয় ?

উঃ ভক্তি দ্বারা ও জ্ঞান কুঠার দ্বারা জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলে, কর্ম্ম কি না সাধন ত্যাগ করিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভক্তি কিসে হয়।

সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি হইলে ভক্তিরূপ ধর্ম্ম হয়। পুরাণ বেদান্ত প্রভৃতি নিবৃত্তি শাস্ত্র পাঠ করিবে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের সঙ্গ করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ধ্যান করিবে। ওঁকার প্রণব জপ করিবে। এই সব করিলে সত্ত্ববৃদ্ধি হইবে। সত্ত্ববৃদ্ধি হইলে ভক্তি হইবে।

বিষয় ভোগ।

প্রঃ লোকে বিষয় আপদ বলিয়া জানে, তবু কুকুর গর্দ্দভ অজ্ঞের মত বিষয় কেন ভোগ করে ?

উঃ রজযুক্ত মনে দুঃসহ কাম হয়। কামবশগ হইয়া জীব কর্ম্ম করে। সনকাদিকে হংস অবতারে ইহা বুঝাইয়া দিই।

হংস অবতার। বিষয় বাসনা ত্যাগ।

প্রঃ আপনি হংস রূপে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন বলুন।

উঃ আমি হংস রূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মার পুত্র সনকাদির সম্মুখে প্রকাশ হই। ব্রহ্মার পুত্রগণ সেই হংসকে দেখিয়া বলিলেন আপনি কে? হংস বলিলেন আমি কে? ইহার কি উত্তর দিব। মন বাক্ কায় চক্ষু দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, সবই তো আমি। আমা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। আত্মা যখন এক, তখন আপনি কে? এই প্রশ্ন কিরূপে উঠে? তুরীয় আমাতে অবস্থান করিলে, বিষয় ও বাসনা ত্যাগ হইবে। সিদ্ধব্যক্তির দেহ যেন মাতালের পরনের কাপড়, আছে কি না, ঠিক নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উর্জ্জিতা ভক্তি।

প্রঃ আপনি ভক্তি দ্বারা মোক্ষ হয় বলেন। আবার অপর সাধনা ও বলেন কোনটী বিশেষ?

উঃ ভক্তিই মুখ্য। ভক্ত মুক্তি ও চাহে না। উর্জ্জিতা ভক্তিতে ভগবান লাভ হয়।

ভক্ত আমার প্রিয়।

হে উদ্ধব! শঙ্কর মৎস্বরূপ হইলেও, ব্রহ্মাপুত্র হইলেও, সংকর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, শ্রী ভার্য্যা হইলেও, তুমি যেরূপ আমার প্রিয়, সেরূপ প্রিয় কেহ নহে। এমন কি আমার শ্রীমূর্ত্তিও তোমার মত প্রিয় নহে। আমার অতি প্রিয়। আমি ভক্তের পাছে পাছে যাই।

ভক্তির গুণ।

উর্জ্জিতা ভক্তিতে চণ্ডাল ও পবিত্র হয়।

ভক্তি হইতে জ্ঞান হয়।

আমার পুণ্য গাথা শ্রবণ বর্ণন দ্বারা যেমন যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয়, তেমন তেমন সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়।

ভক্তির অন্তরায়।

ভক্তির প্রধান অন্তরায় যোষিৎ। স্ত্রীলোকের ও স্ত্রী সঙ্গীদের দূরে থাকিবে।

ধ্যান লাভ।

প্রঃ মুমুক্ষুরা আপনার কিরূপ ধ্যান করেন?

উঃ প্রথমে আমার সুকুমার মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণা করিবে। তারপর মনকে কুড়াইয়া মাত্র মুখে ধারণা করিবে। কেবল সহাস্য মুখ চিন্তা করিবে। তারপর মুখ ত্যাগ করিয়া আকাশে মন ধারণা করিবে। আকাশ ও ত্যাগ করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না। মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মে অবস্থিত রহিবে। জ্যোতিতে জ্যোতি সংযোগের ন্যায় আত্মা ও পরমাত্মার যোগ হইবে। এইরূপ অভ্যাস করিলে, ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান এই ত্রিপুটীর লয় হইবে, ও মন নির্ব্বাণ শান্তি লাভ করিবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সিদ্ধি।

প্রঃ কোন কোন ধারণায় কি কি সিদ্ধি হয়?

উঃ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি ভগবান না দিলে হয় না। সিদ্ধি যেমন পরিচিত্তাভিজ্ঞতা, কি দূর শ্রবণ, দূরদর্শন, ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দ্বারা হইতে পারে।

সিদ্ধি অন্তরায়।

সিদ্ধি অন্তরায়, বৃথা সময় নষ্ট, একটা মাছ জলস্তম্ভন করিতে পারে। পাখী আকাশে উড়িতে পারে। একটা মাছ ও পাখী জন্মহেতু জলস্তম্ভন কি আকাশগমন সিদ্ধি পাইয়াছে; সেই সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতে হইবে? যাহারা করে, তাহাদের মত মূর্খ আর কে?

ষষ্ঠদশ অধ্যায়।

বিভূতি।

প্রঃ আপনাকে কিরূপ ধ্যান করিয়া লোকে সিদ্ধ হয়?

উঃ আমি আত্মা। দুর্জ্জয়ের মধ্যে আমি মন। মন্ত্রের মধ্যে প্রণব। বসুর মধ্যে অগ্নি। আদিত্যের মধ্যে আমি বামন। রুদ্রের মধ্যে নীল লোহিত। ব্রহ্মর্ষিদের মধ্যে ভৃগু। রাজর্ষিদের মধ্যে মনু। দেবর্ষির মধ্যে নারদ। তীর্থের মধ্যে গঙ্গা। যোগের মধ্যে সমাধি। ধীর ব্যক্তির মধ্যে দেবল ও অসিত। ব্যাসগণের মধ্যে দ্বৈপায়ন ব্যাস। বিদ্বানদের মধ্যে শুক্র। ভাগবতের মধ্যে উদ্ধব। কিম্পুরুষের মধ্যে হনুমান। নবমূর্ত্তি বাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ-নারায়ন - হয়গ্রীব-বরাহ-নৃসিংহ - ব্রহ্মার মধ্যে আমি বাসুদেব! যেখানে যেখানে শ্রী তেজ ঐশ্বর্য্য দেখিবে, সেখানে সেখানে আমার অবির্ভাব জানিবে।

বিভূতি মনবিকার মাত্র।

কিন্তু বিভূতি মনবিকার মাত্র। ইহাদের পরমার্থিকতা নাই।

সংযম প্রয়োজন।

বাক্ সংযম করিবে, প্রাণ সংযম করিবে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে। বুদ্ধি সংযম করিবে। যাহার বাক্ মন সংযত নহে, সেই যতির ব্রত তপস্যা সব বেরিয়ে যায়, যেমন কাঁচামাটীর ঘটের জল। কেবল বংশদণ্ড দ্বারা যতি হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

প্রঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচারে ভক্তি কিরূপে হয়?

সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম।

উঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), অকাম, অক্রোধ, অলোভ, সর্ব্বভূতের হিত ও প্রিয় বাঞ্ছা, এই গুলি সার্ব্ব বর্ণিকের অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম্ম।

গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

গৃহস্থের নিবৃত্তিনিষ্ঠা থাকা উচিত, পুত্রদারা আপ্তজনের সঙ্গম পান্থশালার সঙ্গমের ন্যায়। নিজগৃহে অতিথির ন্যায় বাস করিবে। আহা! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ভার্য্যা বালক বালিকারা, আমা ব্যতীত, অনাথ দীন

ভাবে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? এই প্রকার গৃহ বাসনা বিক্ষিপ্ত চিত্তব্যক্তি, গৃহ বাসনা অনুধ্যান করিয়া, মরণের পর, তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

—০—

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সংন্যাসীর বিঘ্ন কামিনী।

দেবগণ সংন্যাসীর কামিনীরূপে বিঘ্ন করেন।

সিদ্ধ পুরুষ।

তিনি বালকের মত থাকেন। মান অপমানে জ্ঞান থাকে না। অথবা জড়ের ন্যায় থাকেন। অথবা পিশাচের মত থাকেন। গরুর মত অনিয়তাচার করেন। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ায়, তাঁহার ভেদ প্রতীতি থাকে না।

—০—

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ভগবানের পাদপদ্ম একমাত্র উপায়।

উদ্ধব মহাপ্রাণ ছিলেন। তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন, ঘোর সংসার মার্গে ত্রিতাপে তাপিত জনের, তোমার পাদযুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন অন্য শরণ দেখিতেছি না। এই সংসার কূপে মানুষ পতিত, কাল অহি কর্ত্তৃক দষ্ট। সুখ ক্ষুদ্র কিন্তু উরু তৃষা। কৃপা করিয়া ইহাদিগকে উদ্ধার কর। অপবর্গ বোধক বাক্যামৃত দ্বারা অভিষিক্ত কর।

জ্ঞান বিজ্ঞান।

প্রঃ জ্ঞান বিজ্ঞান কি? ভক্তি কি?

উঃ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দেখার নাম জ্ঞান। কেবল মাত্র ব্রহ্মকে দেখার নাম বিজ্ঞান।

সাধন ভক্তি।

আমার অমৃত কথাতে শ্রদ্ধা, আমার স্তব, আমার পূজা, আমার ভক্তের পূজা, এই সবে সাধন ভক্তি হয়। সাধন ভক্তি হইতে ক্রমশঃ প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমাভক্তি হইলে, আর কিছু বাকি থাকে না।

যমনিয়ম।

প্রঃ যমনিয়ম কত প্রকার?

উঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, শৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, মদর্চ্চন, তীর্থাটন, পরার্থেহা, তুষ্টি, আচার্য্যসেবা এই কয়টী যম নিয়ম।

গুণ দোষ।

ভালমন্দ দেখাই দোষ। ভালমন্দ না দেখাই গুণ।

বিংশ অধ্যায়।

জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিযোগ।

প্রঃ শাস্ত্রে ভেদদৃষ্টি বিহিত। আবার অভেদদৃষ্টি পুণ্য বলা হয়। আমার এই ভ্রম হইতেছে?

উঃ জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনটী যোগ অর্থাৎ উপায়।

যাহার তীব্র বৈরাগ্য হইয়াছে, তাহার পক্ষে জ্ঞান যোগ। যার বৈরাগ্য নাই, সে সকাম, তার পক্ষে কর্ম্মযোগ। যার আমার কথাতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কিন্তু বৈরাগ্য নাই, তার পক্ষে ভক্তিযোগ। কর্ম্মী ভগবানকে যজন করিবে। জ্ঞানী সৃষ্টি প্রলয় চিন্তা করিবে।

ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ভক্তের হৃদয়ে আমি বাস করি, সেজন্য তার হৃদ্গত কাম নষ্ট হইয়া যায়। ভক্তের জ্ঞান বৈরাগ্য কোন সাধনা দরকার নেই। ভক্তিতে তার সব হয়ে যায়। ভক্তকে মুক্তি দিলেও সে লয় না।

একবিংশতি অধ্যায়।

আচার।

যাহারা সাধনশূন্য মূঢ়, তাহাদের ভাল মন্দ শুচি অশুচি আচারে আঁট থাকা ভাল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

তত্ত্ব ২৮টী।

প্রঃ তত্ত্ব কয়টী। ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব সংখ্যার কারণ কি?

উঃ ৩টী গুণ—সত্ত্ব রজতম।

৯টী কারণ—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ তন্মাত্র, বায়ু তন্মাত্র, অগ্নি তন্মাত্র, জল তন্মাত্র, পৃথ্বী তন্মাত্র।

১১টী সূক্ষ্ম কার্য্য—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসন, ঘ্রাণ এই ৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয় বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়। আর্ উভয়াত্মক মন।

৫টী স্থূল কার্য্য—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই ৫টী স্থূল বিষয়।

একটী তত্ত্ব অপর তত্ত্বটীর অন্তর্ভুক্ত, যেমন কারণ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। কেহ কারণ বলিল, তাহাদ্বারা কার্য্য বলা হইল, বুঝিতে হইবে। কেহ কার্য্য বলিল, তাহা দ্বারা কারণ বলা হইল, বুঝিতে হইবে। এক সম্প্রদায় তত্ত্ব ২৫টী বলেন, অপর সম্প্রদায় তত্ত্ব ২৬টী বলেন। প্রথম সম্প্রদায় (যেমন সাংখ্য) বিবেচনা করেন পুরুষ ও পরমাত্মার কোন ভেদ নাই, সেজন্য পুরুষ বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা পরমাত্মা ও বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় সম্প্রদায় (যেমন পাতঞ্জল) পুরুষ ও পরমাত্মা বিশেষ করিয়া পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারণে তত্ত্ব সংখ্যায় বিভিন্নতা হইয়াছে।

প্রকৃতি পুরুষ।

প্রঃ পুরুষ ও প্রকৃতি একত্র ছাড়া দৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি পুরুষ এক, না বিলক্ষণ?

উঃ প্রকৃতি পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু। প্রকৃতি অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিদৈব। চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, আর সূর্য্য অধিদৈব। প্রকাশকার্য্য এই তিনের সংযোগ না হইলে সিদ্ধ হয় না। পুরুষ স্বয়ং প্রকাশ, পরস্পর প্রকাশকার্য্যের ও প্রকাশক।

জন্মমৃত্যু।

প্রঃ উচ্চাবচ দেহ কিরূপে গ্রহণ করে?

উঃ পূর্ব্ব দেহের অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম মৃত্যু। আপনার সহিত অভেদে বিষয় স্বীকার বা অভিমানই জন্ম। জন্মমৃত্যু নাই, জীব

মরে না, বা জন্মে না। কিন্তু ভ্রান্তি হেতু প্রতীতি হয়, যেন জন্মে বা মরে। অগ্নি আকল্পান্ত উপস্থিত থাকিলেও, যেমন দারু সংযোগে বা বিয়োগে জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

আত্মার কর্ম্ম নাই।

নদী চঞ্চল, সেজন্য তীরস্থ বৃক্ষাদি যেমন চঞ্চল বোধ হয়, চক্ষু ঘূর্ণিত হইলে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে বোধ হয়, সেইরূপ আত্মার সংসার মন কল্পিত।

ত্রয়বিংশ অধ্যায়।

মনের সমাধিই উৎকৃষ্ট যোগ।

প্রঃ অসৎ অতিক্রম অসহ্য।

উঃ এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকে লোকে অতিশয় পীড়া দিত। দুর্বৃত্তরা এমন কি তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিত। ভিক্ষু কিছুই বলিতেন না, একটী গীত গাহিতেন। সবই যখন এক আত্মা, আমি কাহার উপর রাগ করিব? দন্ত যদি জিহ্বা কিম্বা হস্ত দংশন করে, আমি কাহার উপর রাগ করিব? মনের সমাধিই উৎকৃষ্ট যোগ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

সাংখ্য।

দুঃখ সহ্য করিবার উপায় সাংখ্য অর্থাৎ সৃষ্টি প্রলয় চিন্তা করা। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র,

অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল বিষয়। এইরূপ অনুলোমে সৃষ্টি আর বিলোমে প্রলয়। সর্ব্বদা সৃষ্টি প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য জন্মে ও সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব সহ্য করা যায়।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বাস বিধা।

বন সাত্ত্বিক বাস, গ্রাম রাজস বাস, দ্যূতসদন তামস বাস, আমার নিকেতন নির্গুণ।

আহার বিধা।

পবিত্র অনায়াস আহার সাত্ত্বিক, ইন্দ্রিয় প্রেষ্ঠ আহার রাজস, আর্ত্তিদ অশুচি আহার তামস।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

দুষ্টসঙ্গ বর্জ্জন।

জ্ঞানী হইলেও. শিশ্নোদর পরায়ণ অসৎ লোকের সঙ্গ করিবে না। উর্ব্বশীর মোহে পড়িয়া ঐল রাজার দুর্গতি হয়। নারী যাহার মন হরণ করিয়াছে, তাহার বিদ্যা তপস্যা সব ভেসে যায়।

সাধু সঙ্গ।

সাধুর উপদেশ শুনিলে, ভক্তি লাভ হয়, অজ্ঞান নাশ হয়। সাধু জ্ঞান চক্ষু দান করেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ক্রিয়াযোগ।

প্রঃ ক্রিয়াযোগ বলুন?

উঃ শিলাময়ী দারুময়ী প্রভৃতি প্রতিমায় ভগবানের পূজা করিতে হয়। ভক্তের বিশেষ উপকরণ দরকার নাই কেবল ভাব চাই। ভক্তের পূজা যথোপলব্ধ দ্রব্য দ্বারা ও হৃদয়ের ভাব দ্বারা হইয়া থাকে। ভক্ত-প্রদত্ত সামান্য জলগণ্ডূষ ও আমার প্রিয়, অভক্তের ভূরি দ্রব্য দ্বারা ও আমার পরিতোষ হয় না। বৈদিক তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা ভুক্তি মুক্তির জন্য আমার পূজা করিবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

দ্বৈত অবস্তু।

কোন জিনিষ প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। দ্বৈত যখন অবস্তু; তখন তাহার কতটাই বা ভদ্র আর কতটাই বা অভদ্র। অবস্তুর আবার ভদ্রাভদ্র কি? বিদ্বান্ নিন্দা করেন না বা স্তুতি করেন না, সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে থাকেন।

সংসার আধ্যাসিক।

প্রঃ আত্মার এই সংসার, কি দেহের এই সংসার?

উঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হইলে, সংসার দেখা যায়।

বিচার।

দেহ আত্মা নহে। ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা নহে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আত্মা নহে। আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, আমি বায়ু নহি, তেজ নহি, জল নহি, পৃথ্বী নহি, আকাশ নহি। আমি শব্দ নহি, স্পর্শ নহি, রূপ নহি, রস নহি, গন্ধ নহি, এইরূপ বিচার করিবে।

বিঘ্ন প্রতিকার।

কামাদি বিঘ্ন নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা নাশ করিবে। যোগেশ্বরদের সেবা দ্বারা দম্ভ মান প্রভৃতি নাশ করিবে। কেহ কেহ প্রাণায়াম দ্বারা দেহ সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ দেহ সবল সুস্থ হইবে ইহার জন্য যত্ন করে, কিন্তু ইহা ব্যর্থ। বনস্পতিতুল্য আত্মাই স্থায়ী, শরীর ফলবৎ নশ্বর।

—0—

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবানের পাদপদ্ম পরমানন্দ।

উদ্ধব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, যাঁহারা হংস তাঁহারা কেবল তোমার আনন্দ পরিপূরক পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন, আর কিছু চান না। তোমার উপকার যে একবার জানিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারে না। তুমি আচার্য্য শরীরে গুরুরূপে, আর চৈত্ত শরীরে অন্তর্য্যামী রূপে, অশুভ বিষয় বাসনা নাশ করিয়া দিয়া, নিজ অনুরূপ গতি দান কর।

ভগবান লাভের সহজ উপায়।

প্রঃ অসংযত লোকের যোগচর্য্যা দুষ্কর। মানুষ যাহাতে শীঘ্র সিদ্ধ হয় বলুন?

উঃ ভগবান লাভের সহজ উপায় এইগুলি।

(১) পুণ্য দেশাশ্রয়।

(২) ভক্তসঙ্গ।

(৩) ভগবানের পর্ব্বযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠান।

(৪) সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে চোরে দাতায় শান্ত ক্রূরে সমদর্শন। সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন।

(৫) কায়মন বাক্যের দ্বারা সর্ব্বভূতের সেবা। সকলকে প্রণাম করিবে, গর্দ্দভ কুকুরকে পর্য্যন্ত প্রণাম করিবে।

(৬) যখন সব জিনিষে ব্রহ্ম দর্শন হইবে, তখন কর্ম্মত্যাগ করিবে।

(৭) মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ। নশ্বর মানুষ দেহ দ্বারা যদি এই জন্মে সত্য স্বরূপ অমৃত স্বরূপ আমাকে পাওয়া যায়, তাহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি, মনীষিদের মনীষা।

উদ্ধবের ভগবানই চতুবর্গ।

জ্ঞানের ফল মোক্ষ, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি, কৃষ্যাদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু উদ্ধব! আমিই তোমার চতুবর্গ, এই সমস্ত ফল।

উদ্ধবের প্রণাম।

ভগবান এইরূপ যোগমার্গ প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব প্রীতিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া, কেবল অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহার চরণারবিন্দে শিরঃ স্পর্শ করিয়া বলিল, "তুমি স্বীয় মায়া দ্বারা আমার বিজ্ঞানময় প্রদীপ অপহরণ করিয়াছিলে, আবার কৃপা করিয়া উহা প্রত্যর্পণ করিলে। সৃষ্টি বিবৃদ্ধির জন্য যদুকুলে আমার স্নেহপাশ প্রসারিত করিয়ছিলে, আবার জ্ঞান শস্ত্র দ্বারা সেই স্নেহপাশ ছিন্ন করিলে। হে মহাযোগিন্! তোমাকে প্রণাম। আমি শরণাগত, এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মুক্ত হইলেও তোমার পাদপদ্মে আমার অচলা অহৈতুকী ভক্তি হয়।"

উদ্ধবকে প্রত্যাদেশ।

ভগবান বলিলেন, তুমি সিদ্ধের সিদ্ধ, তোমার কোন সাধনার দরকার নাই। তবে লোকশিক্ষার জন্য বলিতেছি বদরিকাশ্রম নামক আমার আশ্রমে যাও।

স্নেহবিয়োগ কাতর উদ্ধব ভগবানকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। তথাপি তাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য কৃপাপ্রদত্ত ভর্ত্তৃ পাদুকা শিরে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া চলিলেন। উদ্ধব স্নেহ কাতর হইয়া প্রিয় প্রভুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না, ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলেন।

যদুবংশ ধ্বংস।

দ্বারকাবাসী সকলে প্রভাস যাইয়া শান্তি কর্ম্ম করিল। ব্রাহ্মণদিগকে বহুল দান করিল। পরে মদিরা পান করিয়া জ্ঞান ভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিল।

বলরামের দেহত্যাগ।

পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সব বিনষ্ট হইলে ভগবান দেখিলেন, বলরাম সমুদ্র বেলাতে উপবিষ্ট হইয়া পৌরুষ যোগ অবলম্বন করিয়া, দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শরবিদ্ধ। ব্যাধের স্বর্গগমন।

ভগবান সরস্বতী জলে আচমন পূর্ব্বক অশ্বত্থবৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া বাম উরুর উপর দক্ষিণ পাদপদ্ম রাখিয়া উপবিষ্ট হইলেন। ভগবানের পাদপদ্ম মৃগ ভ্রমে ব্যাধ শরবিদ্ধ করিল। ব্যাধ নিকটে আসিয়া ভগবানকে দেখিয়া অনুতপ্ত হইল। তাঁহার পাদমূলে পতিত হইল। তিনি ব্যাধকে স্বর্গ গমনের আদেশ করিলেন। ব্যাধ স্বশরীরে স্বর্গে চলিয়া গেল।

ভগবান ও উদ্ধব।

সেই সময় উদ্ধব সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করেন। যদুকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও, ভগবানের ইচ্ছায়, উদ্ধব জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে জীবিত রাখিবার কারণ, ভগবদুপদিষ্ট জ্ঞান প্রচার। ভগবান ভাবিয়াছিলেন, আমি ইহলোক হইতে চলিয়া যাইব, আত্মজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, আমার জ্ঞানের অধিকারী। উদ্ধব ছাড়া আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখি না। উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিঞ্চন্‌মাত্র ন্যূন নহেন। অতএব আত্মজ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য উদ্ধব ভূতলে থাকুন। উদ্ধব ভগবানের সেবক ছিলেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সের সময় শিশু উদ্ধব কল্পিত কৃষ্ণের জন্য উপহার দ্বারা সপর্যা রচনা করিতেন। সে সময় মাতা প্রাতরাশ দিলেও আহার করিতে চাহিতেন না, সেই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কালবশতঃ বার্দ্ধক্য দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উদ্ধব যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিতেন শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবকে সেইরূপ ভাল বাসিতেন। ভগবান বলিয়াছিলেন "উদ্ধব তুমি আমার যেরূপ প্রিয় এরূপ আমার প্রিয় আর কেহ নহে। শঙ্কর মৎস্বরূপ হইলেও, ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শ্রী ভার্য্যা হইলেও, তোমার মত প্রিয় নহে। এমনকি আমার এই শ্রীমূর্ত্তি তোমার মত প্রিয় নহে।"

উদ্ধবকে জ্ঞান দান।

অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে উদ্ধব দেখিলেন, যদিচ সে সময় ভগবান সমস্ত বিষয় সুখ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, কিন্তু যেন আনন্দ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। ভগবান বলিলেন, "আমি জীবলোক ত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছি, এসময় এই নির্জ্জন স্থানে, একান্ত ভক্তি সম্পন্ন হইয়া, যে আমাকে দর্শন করিলে, ইহাতে তোমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে পরম জ্ঞান বলিয়াছিলাম, তাহাকেই পণ্ডিতরা ভাগবত বলে।" সেই পরম পুরুষের

কৃপাবলোকনরূপ অনুগ্রহ ভাজন হইয়া, উদ্ধবের শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, এবং বাক্য স্খলিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুমোচন করিতে করিতে কহিলেন, "হে ঈশ যে তোমার পাদপদ্ম সেবা করে, তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনটাই দুর্ল্ভ নহে। কিন্তু আমি সে সকল আকাঙ্ক্ষা করি না। আমার মন কেবল তোমার চরণ সেবার জন্য উৎসুক। হে প্রভো! তুহি নিঃস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া কর্ম্ম কর, অজ হইয়াও যে জন্ম লও, আর কালস্বরূপ হইয়াও অরিভয়ে পলায়ন ও দুর্গাশ্রয় কর, এবং আত্মারাম হইয়াও ভুরি ভুরি নারী সমভিব্যাহারে, গৃহস্থ ধর্ম্মাচরণ কর, এ সব আলোচনা করিয়া বিদ্বানরাও বুদ্ধি হারা হয়। আপনি ব্রহ্মাকে যে জ্ঞান বলিয়াছিলেন, উহা যদি আমার গ্রহণ যোগ্য হয় বলুন।" এইরূপ নিবেদন করিলে, কমললোচন ভগবান স্বীয় পরমাস্থিতি তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। উদ্ধব প্রত্যাদিষ্ট হইয়া অলকনন্দার তীরে বদরি আশ্রমাভিমুখে তাঁহার জ্ঞান প্রচার জন্য যাত্রা করিলেন।

চতুঃশ্লোকী ভাগবত।

ভগবান ব্রহ্মাকে সৃষ্টির পূর্ব্বে যে জ্ঞান দেন তাহা এই চারিটী শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এই চারিটী শ্লোক আছে। ইহাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত বলে।

অহমেবাস মেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ১ ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথাতমঃ ॥ ২ ॥
যথা মহান্তি ভুতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষুন তেষ্বহম্ ॥ ৩ ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ যৎস্যাৎ সর্ব্বত্রসর্ব্বদা ॥ ৪ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি ছিলাম, তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রধান কিছুই ছিল না, আমাতে সব লীন ছিল। আমি ছিলাম বটে, কিন্তু কোন কায করি নাই, সৃষ্টির পরেও আমি আছি, এই বিশ্ব ও আমি। প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও আমি। আমি এইরূপ অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ ॥ ১ ॥

প্রয়োজন বিনা যাহা অধিষ্ঠান আত্মাতে প্রতীত হয়, এবং যাহা সৎ হইয়াও প্রতীত হয় না, তাহা আত্মার মায়া জানিবে, যেমন প্রতিবিম্ব চন্দ্র প্রতীত হয়, অথবা রাহু গ্রহমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ও প্রতীত হয় না ॥ ২

যেমন মহাভূত ভৌতিক পদার্থে সৃষ্টির পর প্রবিষ্ট হয়, কারণ উপলব্ধ হয়, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রবিষ্ট থাকে, কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে, আমি ও সেইরূপ উচ্চাবচ শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হই, এবং প্রবিষ্ট হই না ॥ ৩ ॥

তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ইহাই বিচার করিবে কোন বস্তুর কার্য্যাবস্থায় অন্বয়, কারণ অবস্থায় ব্যতিরেক। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে কে সাক্ষীরূপে অন্বিত এবং সমাধিকালে সে সব অবস্থা না থাকিলেও, কে থাকেন ? যিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে বিরাজমান, তিনিই আত্মা ॥ ৪ ॥

এই চারিটী শ্লোক ভাগবত মহাপুরাণের মেরুদণ্ড।

দারুক ও ভগবান।

ভগবানের সারথী দারুক অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তিনি দারুককে যদুবংশ ধ্বংস সংবাদ দ্বারকায় দিতে বলিলেন এবং বলিলেন সকলে যেন অর্জ্জুনের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া যায়, কারণ সমুদ্র পুরী প্লাবিত করিবে।

ভগবদ্ প্রয়াণ।

দেবগণ সব উপস্থিত হইলেন। ভগবান আত্মাতে মন সংযোগ করিয়া পদ্মনেত্র নিমীলন করিলেন, যেন সমাধিমগ্ন হইয়াছেন। তারপর নিজ তনু সহিত বৈকুণ্ঠধামে চলিয়াগেলেন। আকাশে দুন্দুভি বাজিল ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রুক্মিণীর অগ্নিপ্রবেশ।

কৃষ্ণ রামের অদর্শনে দেবকীর রোহিণীর ও বসুদেবের স্মৃতি লোপ হইল। ভগবদ্‌বিরহে আতুর হইয়া, তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিলেন। স্ত্রীগণ স্বামীদের মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। রুক্মিণী আদি কৃষ্ণপত্নীগণ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অগ্নি প্রবেশ করিল। সমুদ্র ভগবানের আলয় ব্যতীত অবশিষ্ট দ্বারকাপুরী প্লাবিত করিল।

যদুকামিনী হরণ।

যাদবগণের সংবাদ লইতে অর্জ্জুন আসিলেন. এবং যদুবংশধ্বংস বিবরণ সব শুনিলেন। যাদবগণের সাম্পরায়িক কার্য্য সমাধা করিলেন। অবশিষ্ট স্ত্রীলোক বালকগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দস্যুরা তাহাদের অনেকগুলিকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। অতবড় যোদ্ধা বীর অর্জ্জুন কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "আমার সেই ধনু, সেই বাণ, সেই রথ, সেই ঘোটক, সকলই ছিল, সেই রথী আমি ছিলাম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শূন্য হওয়াতে, ক্ষণকাল মধ্যে, সে সমুদয় কার্য্যাক্ষম হইয়া গেল।" অর্জ্জুন ভগবানের প্রপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনিলেন।

যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান।

ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ভোগাভিনিবেশ জন্য আবৃত ছিল। অর্জ্জুন বৈরাগ্যযুক্ত হইতেই, সেই জ্ঞান প্রকাশ হইল এবং তাঁহার অবিদ্যার নাশ হইল। তখন তিনি শোক-শূন্য হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান শুনিয়া, কুন্তী ভগবানে মন স্থাপন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির আত্মদেহে এবং পুরী মধ্যে কলির সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিলেন। লোভ কৌটিল্য অধর্ম্ম হিংসা চক্র প্রবর্ত্তমান হইবার উপক্রম দেখিলেন। তিনি হস্তিনায় পরীক্ষিৎকে ও শূরসেনে বজ্রকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যুধিষ্ঠির আপনার পরিচ্ছদ আভরণাদি সমুদায় ত্যাগ করিলেন। জ্ঞান দ্বারা সমস্ত লয় করিয়া অবশেষে জীবকে ব্রহ্মে লীন করিলেন। চিরবসনধারি, আহার ত্যাগী, মৌনী, ও মুক্তকেশ হইয়া, নিজের আকৃতিকে জড় উন্মত্ত পিশাচের মত দেখাইতে লাগিলেন। বধিরবৎ কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, এবং উত্তর দিকে মহাপ্রস্থান করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণের, ভগবানের ধ্যান দ্বারা, ভক্তি উদ্রিক্তা এবং বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইল। তাঁহারা ও যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন।

বিদুরও তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণে চিত্ত সমর্পন পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পিতৃগণ আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলে, বিদুর তাঁহার অধিকার যোগ্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

দ্রৌপদী, পাণ্ডবগণ সব প্রস্থান করিলেন দেখিয়া, বাসুদেবে একান্ত মতি হইয়া, দেহত্যাগ করিলেন।

শ্রীরাধা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

গোলোক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে কৃষ্ণ গোলোকে রাসমণ্ডলে বাস করেন। গোলোক বৈকুণ্ঠের ঢের উপরে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতিকে কৃষ্ণ সৃজন করেন। কৃষ্ণের বাসস্থান গোলোকধাম, সেখানে গো, গোপ, গোপী বাস করেন।

সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কৃষ্ণবিলাসিনী রাধা। গোলোক-ধামে বিরজা ও আছেন। কৃষ্ণ বিরজার মন্দিরে যাইলে রাধার ঈর্ষা হয়। বিরজার দ্বারপাল শ্রীদামা। একদিন রাধা কৃষ্ণকে ধরিতে বিরজার ধামে যান। শ্রীদামা রাধাকে বিরজামন্দিরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। বিরজা রাধার ভয়ে জল হইয়া গেলেন। কৃষ্ণ দুঃখিত হইয়া বিরজাকে পুনর্জীবন দেন। এবং তাঁহার সহিত আনন্দানুভব করিতে থাকেন।

রাধা বিরজাবৃত্তান্ত শুনিয়া কৃষ্ণকে ভৎ‍র্সনা করেন, এবং শাপ দেন "তুমি পৃথিবীতে যাইয়া বাস কর।" সুদামা রাধার দুর্ব্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎ‍র্সনা করিলেন। রাধা তাহাকে শাপ দিলেন "অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" সুদামা ও শাপ দিলেন "তুমি মানুষী হইয়া রায়াণ পত্নী এবং কলঙ্কিনী বলিয়া খ্যাত হইবে।" শেষে দুইজনে কৃষ্ণের নিকট আসেন। কৃষ্ণ সুদামাকে বলিলেন "তুমি অসুরেশ্বর হইবে, কেহ তোমাকে পরাভব করিতে পারিবে না, শঙ্করশূলস্পর্শে মুক্ত হইবে।" রাধাকে বলিলেন "তুমি যাও আমিও যাইতেছি।" শ্রীরাধার মর্ত্ত্যে আসিবার প্রধান কারণ বিরজার উপর ঈর্ষা। বৈকুণ্ঠের দ্বারিদের যেমন পতন ভাগবতে বর্ণিত আছে। যুবক যুবতীর প্রেমের মূলকথা হইতেছে, সে আমার, আর কাহারও

নহে। প্রণয়ী বা প্রণয়িনী যদি অপরকে ভালবাসে, তাহা হইলে ঈর্ষা হয়। ঈশ্বর প্রেম সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। চাঁদা মামা সকলের মামা। আমার একলার নহে।

মন্নাথো জগন্নাথঃ
মদ্‌গুরুঃ জগৎগুরুঃ ॥

উচ্চস্তরে উঠিলে, এইটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, প্রথম প্রথম যখন ঠাকুরের কাছে থাকি, ঠাকুর আর কাহারও সহিত স্নেহালাপ করিলে, আমার হিংসা হইত। থাকিতে থাকিতে বুঝিলাম, "মন্নাথো জগন্নাথঃ মদ্‌গুরুঃ জগদ্‌গুরুঃ।"

গোকুল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মিলেন, শ্রীরাধা তখন যুবতী। একদা নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া ভাণ্ডীর বনে গো চরাইতেছেন। অকস্মাৎ প্রবল ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত প্রভৃতি হইতে লাগিল। বাড়ি ফিরিবার উপায় নাই, অথচ সেখানে কোন আশ্রয় ও নাই, কি করিয়া শিশুটীকে রক্ষা করেন, ইহা ভাবিতেছেন। কৃষ্ণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাধা সেখানে উপস্থিত হয়েন। নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে রাধার হস্তে দিলেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন। কৃষ্ণ কিশোর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দুইজনে প্রেমালাপ হইল। ব্রহ্মা আসিয়া রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর দুইজনের বিহার আরম্ভ হইল। বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে গেলেন। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া জয়দেব গোস্বামী গীতগোবিন্দ আরম্ভ করিয়াছেন।

মেঘৈ মেদুর মম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বন তমাল দ্রুমদ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছেন। নন্দ শ্রীরাধাকে বলিলেন, হে রাধে ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।

ইত্থং নন্দনির্দেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়ো জয়ন্তি যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ॥

নন্দের এই নির্দেশানুসারে পথপার্শ্ববর্ত্তী কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে রাধামাধব চলিতেছেন। রাধামাধবের যমুনাকুলে গোপনকেলী জয়যুক্ত হউক। [ভক্ত ভগবানের ভাবসম্বন্ধ চিরদিন গোপনেই থাকে, কখন লোকচক্ষুর বিষয় হইতে পারে না। শ্রীরাধার দেহের স্বামী, সংস্কার হিসাবে, মানুষ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের আত্মার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধার নিজ পার্থিব স্বামীর সহিত দেহ সম্বন্ধ ছিল না। তিনি ভগবানে দেহ মন আত্মা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভগবানই তাঁহার প্রকৃত স্বামী। তাঁহার হৃদয় ও আত্মা ও ভগবানের হৃদয়ের ও আত্মার বিহার হইত। আদিগুরু পদ্মযোনি এই জীব ও পরাত্মার মিলনের ঘটক।]

বিষ্ণুপুরাণে ইঙ্গিত।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার উল্লেখ নাই। কিন্তু বর্ণিত আছে, রাশ নিশিতে শ্রীকৃষ্ণ এক গোপীকে একান্তে আনিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ও সেই গোপীর মিশ্রিত পদচিহ্ন অন্য গোপীরা দেখিয়াছিল। সেই গোপীর সৌভাগ্য দেখিয়া অপর গোপীরা বলিয়াছিল,

অন্য জন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া।

পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

ভাগবতে ইঙ্গিত।

ভাগবতেও রাধার নামোল্লেখ নাই। কিন্তু ভাগবতে বর্ণিত আছে আত্মারাম ভগবান রাসরজনীতে এক গোপীকে একান্তে আনিয়াছিলেন। অন্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে মিশ্রিত পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া, তাহারা বলিয়াছিল

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

এই গোপী নিশ্চয় ভগবান হরি ঈশ্বরকে "আরাধনা" করিয়াছিল। সে জন্য গোবিন্দ আমাদের ত্যাগ করিয়া প্রীতিবশতঃ যাহাকে একান্তে আনয়ন করিয়াছেন।

গোপীরা বনে মিশ্রিত পদচিহ্ন দেখিয়া ধরিয়াছিল। অন্বেষন করিতে করিতে পদচিহ্ন না দেখিতে পাইয়া বলিল, নিশ্চয় তৃণাঙ্কুরে তাহার সুকুমার পদতল ক্ষিন্ন হইয়াছে, সেজন্য প্রিয় প্রিয়াকে স্কন্ধে আরোপন করিয়াছেন। দেখ বধূকে বহিতে ভারাক্রান্ত কৃষ্ণের পদচিহ্ন অধিক মগ্ন হইয়াছে। এইখানে পুষ্পচয়ন করিতে কান্তাকে অবতারণ করিয়াছেন। এইখানে পুষ্পচয়ন করিবার জন্য পদাগ্র দ্বারা দাঁড়াইয়াছেন। এইখানে কৃষ্ণ কামিনীর নিশ্চয় কেশ প্রসাধন করিয়াছিলেন।

যে গোপীকে কৃষ্ণ একান্তে আনিয়াছিলেন, সেই গোপীর মনে গর্ব্ব হইল, শ্রীকৃষ্ণ অন্য সকলকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজিতেছেন। তিনি দৃপ্ত হইয়া বলিলেন, আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে লইয়া চল। ভগবান বলিলেন, স্কন্ধে উঠ। যেই তিনি স্কন্ধে আরোহন করিতে উদ্যত হইলেন, ভগবান অন্তর্হিত হইলেন। তখন তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ভাগবতের এই ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় এক প্রধানা গোপী ছিলেন, যিনি কৃষ্ণারাধিকা।

ভবিষ্যপুরাণে শ্রীরাধার উল্লেখ।

মথুরায় বৈশ্যবংশে বৃষভানু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বহু সম্পত্তি ছিল এবং তিনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। কীর্ত্তিদা নাম্নী গোপকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। কালে কীর্ত্তিদার একটী কন্যা হয়। ঐ কন্যাটী শ্রীরাধা।

ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে মধ্যদিবসে শ্রীরাধা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে প্রতিদিন সখিগণ সহিত ভানুর পূজা করিতেন। ভ্রষ্টা নারী যেরূপ উপপতির জন্য জাতি, কুল, ধন, ধর্ম্ম, সমাজ, আত্মীয়, বাড়ী, ঘর সব বিসর্জ্জন দেয়, তীব্র প্রেমের প্রেরণায়, সেইরূপ তীব্র প্রেম শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের উপর ছিল। শৃঙ্গার কথা রূপক বা ছল মাত্র। ভগবানে পর প্রেম বুঝাইবার কৌশল ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণে অনন্যসাধারণ ভক্তি বা প্রেম ছিল।

ভগবান পূজনীয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ভগবানের ইচ্ছায় পূজনীয় হয়েন। ভগবানের পূজার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের ও পূজা হইয়া থাকে। কারণ ভক্তের অনুগ্রহ না হইলে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। শ্রীরাধার পূজা না করিলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

বিনা রাধা প্রসাদেন মৎ প্রসাদো ন বিদ্যেত।

রাধার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে না।

যো রাধিকামনারাধ্য * *
চেৎ পূজায়িত্বা মাং ভক্ত্যা বহুবর্ষশতানি,
নাস্তি এব তস্য সম্বন্ধে মৎপ্রসাদঃ কথঞ্চন।

রাধিকার আরাধনা না করিয়া যদি শত শত বর্ষ ভক্তির সহিত আমার পূজা করে, সে আমার অনুগ্রহ কিছুতেই লাভ করিতে পারে না।

রাধিকায়াং প্রসন্নায়াং ভূতায়াং মৎপ্রসন্নতা।

রাধিকা প্রসন্ন হলে, তবে আমি প্রসন্ন হই।

মন্নাম লক্ষ জপ্তেন যৎফলং লভতে নরঃ
তৎফলং স সমাপ্নোতি রাধাকৃষ্ণেতিকীর্ত্তনাৎ॥

আমার নাম লক্ষ জপ করিয়া মানুষ যে ফল লাভ করে, একবার রাধাকৃষ্ণ উচ্চারণ করিলে, সেই ফল লাভ করিতে পারে। ভক্তকে ভগবান এইরকম উচ্চাসন দেন। ভক্তের থ্রু through দিয়ে ভগবানে পঁহুছিতে হয়।

শ্রীরাধা শক্তি।

সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, বেদান্তের মায়াবাদ, তন্ত্রের শক্তি-বাদ তিনটী বাদ প্রচলিত। সাংখ্য মতে পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। পুরুষ চিৎ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি গুণময়ী সৃষ্টিস্থিতি লয় কারিনী। দুগ্ধ হইতে যেমন দধি, সেইরূপ প্রকৃতির পরিণাম হইতে জগৎ হইয়াছে। পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির এইরূপ পরিণাম হইতেছে। বেদান্তে ব্রহ্মই এক তত্ত্ব। ব্রহ্ম ছাড়া অন্য তত্ত্ব নাই। তবে ব্রহ্মের মায়া নামক শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা ব্রহ্মে জীব জগতের প্রতিভাস হইতেছে। রজ্জুতে অজ্ঞানবশতঃ সর্প প্রতীতির ন্যায়, ব্রহ্মে অবিদ্যাবশতঃ জীবজগতের মিথ্যা প্রতিভাস হইতেছে। অতএব জীবজগৎ মিথ্যা। উহারা বাস্তব নহে। তন্ত্রমতে শক্তিমান ও শক্তি এক। যেরূপ অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি। শিব চৈতন্য তাঁহার শক্তি ও চৈতন্য। চৈতন্য এইসব হইয়াছেন। যাহা চিন্তা করা যায় তাহা

হওয়া যায়। চৈতন্য জীব জগৎ হইয়াছেন। সাংখ্য মতে জীব জগৎ সত্য। বেদান্ত মতে জীব জগৎ মিথ্যা। তন্ত্র মতে জীবজগৎ মিথ্যা অবাস্তব নহে কিন্তু প্রকৃত। চৈতন্য, স্বরূপ বিচ্যুতি না করিয়া, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইয়াছেন। তন্ত্র মতে শক্তি চিদ্রূপিনী ও বিশ্বরূপিনী। সাংখ্য মতে বিশ্ব অচেতন, বেদান্তমতে বিশ্ব স্বপ্নপদার্থ, তন্ত্র মতে বিশ্ব চিন্ময়। চিন্ময়ী বিশ্ব হইয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রীরাধা তাঁহার শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,

মমার্দ্ধাংশ স্বরূপা ত্বং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী।

তুমি ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি, আমার অর্দ্ধাংশস্বরূপা। আবার বলিতেছেন,

যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদোহি নাবয়োর্ধ্রুবম্‌
যথা ক্ষীরে ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকাশক্তিঃ।

তুমি যেখানে আমিও সেখানে। আমাদের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা শক্তি। ভবিষ্যপুরাণে আছে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

দাহ শক্তি যথা বহ্নে স্তথৈষা মমবল্লভা।
অনয়া সহ বিচ্ছেদঃ ক্ষণমাত্রং ন বিদ্যতে ॥

মুণ্ডমালাতন্ত্রমতে রাধা দুর্গা।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে দুর্গা-গীতাতে আছে

গোলকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা
ব্রহ্মলোকেচ সাবিত্রী ভারতী বাক্‌ স্বরূপিনী ॥
কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী মিথিলায়াঞ্চ জানকী
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে ॥

শ্রীদুর্গা বলিতেছেন, "আমি গোলকে রাধা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, ব্রহ্মলোকে ভারতী, কৈলাসে পার্ব্বতী, মিথিলাতে জানকী, দ্বারকাতে রুক্মিণী, আর হস্তিনাতে দ্রৌপদী।"

শ্রীদুর্গার শতনাম।

দুর্গাশতনামের মধ্যে রাধা একটী দুর্গার নাম। "যশোদা রাধিকা চণ্ডী দ্রৌপদী রুক্মিণী শিবা।"

শ্রীরামপ্রসাদের মত।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,

কালীঘাটে কালী তুমি,
কৈলাসে ভবানী গো,
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী,
গোকুলে গোপিনী গো॥

শ্রীরাধা।

মহাজনপদ।

ভক্তি কাহাকে বলে ?

কেহ কেহ বলেন রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বে ইতিহাস কিছু নাই। ভগবৎ প্রেমের রূপক মাত্র। ভক্তিসূত্রে আছে ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে। ভক্তি পরমেশ্বরে তীব্র অনুরাগ। পরমেশ্বরে তীব্র অনুরাগের উদাহরণ ব্রজগোপী। সেজন্য নারদ বলিয়াছেন, ব্রজগোপিকাদিবৎ। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেসব সেনকে বলিয়া ছিলেন, "রাধাকৃষ্ণ মান আর না মান, ঐ টান টুকু লও।" পরমেশ্বরে শ্রীরাধার যে তীব্র অনুরাগ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই তীব্র অনুরাগকে আদর্শ কর। ঐতিহাসিকত্ব না থাকিলেও, শ্রীরাধা জাতির হৃদয়ে যেরূপ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা সত্য বস্তুর ও অধিক।

ভগবান রস স্বরূপ।

পদ কর্ত্তারা শ্রীকৃষ্ণ সংক্রান্ত বহু পদ রচনা করিয়াছেন। উহা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাৎসল্য, সৌখ্য ও মধুর এই তিন রস খুব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভগবান রস স্বরূপ রসঃ বৈ সঃ। নন্দ যশোদা বাৎসল্য ভাবে ভগবানের সাধনের উদাহরণ। রাখাল বালকরা সৌখ্য ও দাস্য ভাবে সাধনের উদাহরণ। নারদ শান্ত ভাবে ও কংস বৈরভাবে সাধনার উদাহরণ। ব্রজগোপী শ্রীরাধা মধুর ভাবে সাধনার উদাহরণ। মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রস। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ নীলমেঘের বর্ণ। সমুদ্র আকাশ নীলবর্ণ। তিনি অনন্তের প্রতিকৃতি সেজন্য নীলবর্ণ। তাঁহার মাথায় ময়ুরপুচ্ছ, ইন্দ্র ধনুর মত সকল বর্ণ নীল অনন্তের শোভা দিতেছে। তাঁহার হাতে বংশী, বংশী বাজাইলে যমুনা উজান বহে অর্থাৎ ভগবানের মধুর ডাক যে ভাগ্যবান শুনিতে পায়, তার জীবনের ধারা বদলিয়া যায়, হংস সোহং হইয়া যায়,

জীব শিব হইয়া যায়। শ্রীরাধা জীবাত্মা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত জীব নব জীবন লাভ করে, যদি হৃদয়ে ভগবানের অনুভব হয়।

শিশু জন্মিলেই মাতা তাহার লালন পালন করেন, কত কষ্ট সহ্য করেন। ভগবানই মাতার হৃদয়ে স্নেহ হইয়াছেন। ইহার নাম বাৎসল্য রস। সেইরূপ সৌখ্য দাস্য ও শান্ত রসে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। গৃহে স্বজন পরিজনের মধ্যে এই সমস্ত রস অনুভব করা যায়, অতএব ভগবানকে অনুভব করা যায়। কিন্তু সকল রস অপেক্ষা মধুর রস উৎকৃষ্ট। স্ত্রীপুরুষের প্রসক্তিতে রসময় ভগবান বেশী উপলব্ধ হয়েন।

গোষ্ট।

বৃন্দাবনে নন্দ যশোদা গোপের ঘরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে রাখাল বালকদের সঙ্গে তিনি মানুষ হয়েন। মথুরায় রাজা কংস বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য নানা দৈত্য পাঠান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বধ করেন। গোপ বালকদের সঙ্গে তিনি গোচারণ করিতেন। ইহার নাম গোষ্ঠ।

পূর্ব্ব গোষ্ঠ।

যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বনে পাঠাইবেন না। রাখাল বালকরা অনুরোধ করিতেছেন, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। ইহাব নাম পূর্ব্বগোষ্ঠ।

শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম
মিনতি করি, যে তো সবারে।
বন কত অতিদূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লইয়া, না যাইও দূরে,
সখাগণ আগে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করিও গমন,
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন।

দেবগোষ্ঠ।

গোচারণ কালে মাঠে সব দেবতারা আগমন করিতেন ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেন। ইহার নাম দেবগোষ্ঠ।

আনন্দিত হইয়া, সবে, পোরে শিঙ্গাবেণু,
পাতাল হইতে, উঠে, নবলক্ষ ধেনু।
চৌদিকে ধেনুর পাল, হাম্বা হাম্বা করে,
তা দেখিয়া, আনন্দিত সবার অন্তর।
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে, দেখয়ে নয়নে,
হংস বাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে।
বৃষভ বাহনে শিব, বলে ভালি ভালি,
মুখ বাদ্য করে, নিজে দিয়া করতালি।

গোষ্ঠে বিপদ।

একদিন গোষ্ঠে বড় বিপদ হইল, কতিপয় গোবৎস ও রাখাল বালক যমুনাতে জল পান করিয়াই কালীয় সর্পের বিষে মরিয়া যায়। ভগবান গোষ্ঠে এই বিপদ দেখিয়া, মৃত গোবৎস ও রাখাল বালকগণকে স্বীয় অমৃত দৃষ্টি দ্বারা সংজীবিত করিলেন। তৎপরে হ্রদে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। কালীয় আক্রমণ করিল, তখন তীরে হাহাকার পড়িল। পদকর্ত্তা বলিতেছেন,

চল চল সবে চল, আমরা বলিগে, মায়েরে গিয়ে,
তোর অঞ্চলের মণি, শুনগো জননি, এলেম ভাসাইয়ে দিয়ে,
ব্রজকুলশশী অস্ত হল এতদিনে, ভুবন শূন্য হল,
মোদের ফুরাইল আশা, নাইক ভরসা, থাকিব কি ধন লইয়ে।

তখন কৃষ্ণ কালীয়ের ফণার উপর উঠিয়া বংশী বাজাইতে লাগিলেন। কালীয় তাঁহার নৃত্যতে নিপীড়িত হইল। কালীয় নিপীড়িত হইলে, কালীয়ের

পত্নীগণ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্তবে তুষ্ট হইয়া, কালীয়কে যমুনাহ্রদ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কালীয় সপরিবারে যমুনাহ্রদ ত্যাগ করিল। ভগবান তীরে উঠিলেন। ব্রজবাসীরা প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

উত্তর গোষ্ঠ।

সন্ধ্যার সময় গোচারণ হইতে ফিরিবার সময় যশোদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন। খানিক পরে বেণুরব হইল। ইহার নান উত্তর গোষ্ঠ।

(১) গোখুর ধুলি উছলি, ভরু অম্বর
ঘন ঘন হম্বারব, হৈ হৈ রাব,
বেণু বিশাল নিশান সমাকুল,
সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব,
বনসঞে, গিরিধর লাল, ঘর আওয়ে
কুটিল অলকাকুল, গোরজ মণ্ডিত,
বরিহা মুকুট, মনহর ভাতি।

(২) সাঁজ সময়ে গৃহে, আওত যদুপতি,
যশোমতি আনন্দচিত,
দীপহি জ্বালি, থারিপর ধরতহি,
আরতি করতহি, গায়ত গীত,
ঘণ্টা ঝাঁজরি, তাল মৃদঙ্গ বাজত,
সখীগণ ঘন ঘন জয় জয় করে।

শ্রীরাধার জন্ম।

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধার প্রেম ইহাই পদকর্ত্তাদের বিশিষ্ট বিষয়। রাধা বৃষভানু রাজার কন্যা। জন্মিবার সময় ঐ কন্যাটী অন্ধ ছিল। অন্ত

বালকের সঙ্গে কৃষ্ণ ঐ কন্যা দেখিতে যাইলে, কন্যাটী কৃষ্ণের সম্মুখে চক্ষু খুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ আগে দেখিয়া, তবে পৃথিবীর অন্য জিনিষ নয়ন গোচর করেন।

শুনগো মরম সই, যখন আমার জনম হইল, নয়ন মুদিয়া রই,
দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার নয়ন মুদিত দেখি,
জননী আমার, করে হাহাকার, কহিল সকলে ডাকি,
শুনি সেই কথা, জননী যশোদা, বঁধুরে লইয়া কোরে,
আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে, সূতিকামন্দির ঘরে,
হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়া, বন্ধু পরশিল মোরে,
গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ, অন্তরে বাড়ল সুখ,
হাসিয়া কান্দিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া, দেখিনু বঁধুর মুখ।

চণ্ডীদাস।

শ্রীরাধার অনুরাগ।

রায়ান ঘোষের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তাঁহার জনৈক সখী শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দেখান। চিত্রপট দেখিয়াই তিনি কৃষ্ণে অনুরক্ত হয়েন। অনুরক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপনে মিলিত হয়েন। লোকে টের পাইল। রাধার কলঙ্ক রটিল। কিন্তু তিনি কলঙ্কে ভয় করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমব্যবহার করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। পদকর্ত্তারা প্রেমের নানা রূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বরাগ।

(১) সখি, কেবা শুনাইল, শ্যাম নাম,
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে না পারে,

জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে,
নাম পরতাপে, যার ঐ ছন করল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

(২) শ্যামের নাগাল পেলুম না লো সই, আমি কি সুখে আর ঘরে রই,
শ্যাম যদি মোর হত মাথার চুল, যতন কোরে, বাঁধিতাম বেণী দিয়ে বকুল ফুল,
শ্যাম কাল আর কেশ কাল, কেউ নকতে পারত না,
শ্যাম যদি মোর বেসর হত, নাসামাঝে সতত রহিত,
যা হবার না, তা কেন মনে হয়,
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হত, বাহু মাঝে সতত রহিত,
কঙ্কন নাড়া দিয়ে, চলে যেতুম সই, রাজপথে।

ভাবসম্মিলন।

হাতক দরপন, মাথক ফুল, নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল
হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার, দেহক সরবশ, গেহক সার,
পাখীক পাখ, মীনক পানি, জীবক জীবন, হাম তুহু জানি।

অভিসার।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বনে দেখা করিবেন বলিয়া, নিজ বাটীতে কাঁটা পুতিয়া, তাহার উপর চলিতে অভ্যাস করিতেন। জল ঢালিয়া পিছল করিয়া, তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে শিখিতেন। রাজার মেয়ে বনপথে হাঁটা অভ্যাস ছিল না। পদকর্ত্তা অভিসার বর্ণনা করিতেছেন।

কণ্টক গাড়ি, কমল সম পদতল, মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি,
গাগরি বারি ঢারি, করি পিছল, চলত হি অঙ্গুলি চাপি।

মিলন।

একে কুলকামিনী, তাহে কুহুযামিনী, ঘোর গহন অতিদূর,
আর তাহে জলধর, বরিখার ঝরঝর, হাম যায়ব কোন পুর,

একে পদপঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর জর ভেল,
তুয়া দরশন আশে, কছু নাহি জানিল, চির দুঃখ সব দূরে গেল।

রাইরাজা।

প্রেমের মধ্যে আবার ক্রীড়া কৌতুক আছে। শ্রীকৃষ্ণ রাখালরাজা ছিলেন। গোপীরা একদিন বৃন্দাবনে রাইকে রাজা সাজাইলেন।

আয় গো আয়, গোষ্ঠে গোচারনে যাই,
শুন্‌ছি নিধুবনে, রাখাল রাজা, হবেন রাই, হায় শুন্‌তে পাই
পীতধড়া মোহন চূড়া, রাইকে পরাইয়ে, হাতে বাঁশরি দিবে,
রাইকে রাজা সাজাইয়ে, কোটাল হবে, প্রাণ কানাই,
ললিতা বিশাখা আদি, অষ্ট সখিগণ, রাখাল হবে পঞ্চজনা,
তারা আবা দিয়ে, বনে বনে ফিরাবে ধবলি গাই।

মাথুর।

মথুরা হইতে কংস কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূরকে পাঠাইলেন। অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে লইয়া গেলেন। ইহার নাম মাথুর।

হরি কি মথুরাপুর গেল, অব গোকুল শূন্য ভেল।
রোদিতি পিঞ্জরে শুকে, ধেনু ধায়ব মাথুর মুখে।
অব সই যমুনারি কুলে, গোপ গোপী নাই বুলে,
কৈছনে যায়ব যমুনা তীর, কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর,
সহচরী সঙ্গে যাঁহা করল ফুলখেঁরি,
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।

প্রভাস।

মথুরায় কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করেন এবং রাজা হয়েন। এতদিন তিনি মাধুর্য্যময় ছিলেন। মথুরায় যাইয়া রাখাল বেশ ত্যাগ করিয়া রাজ বেশ

পরেন। এখন হইতে তিনি ঐশ্বর্য্যময় হইলেন। রাধাকে ভুলিয়া গেলেন। ইহার নাম প্রভাস।

দে দে দে বাঁশী দে,
বাঁশী তো মথুরার নয়,
রাধা নামে সাধা বাঁশী,
তুই থাক্ না কেনে, শ্যাম বাঁশী দে,
বাঁশী দে, চূড়া দে, তোর মা বলেছে, পীতধড়া দে,
যে ধড়ায় বেঁধে ননী দিতরে,
তোর মা নন্দ রাণী, এখন তো বিনে, পথের কাঙ্গালিনী,
দে দে, রাইয়ের গাঁথা, চিকন মালা দে,
তোর পীরিতি ফিরায়ে নে।

বৃন্দাবন মথুরা রূপক।

এই সামান্য ঘটনা লইয়া পদকর্ত্তারা পদ রচনা করিয়াছেন। অনেক বৈষ্ণব ভক্ত এই আখ্যায়িকার ঐতিহাসিকত্ব মানেন না। তাঁহাদের মতে রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ ভগবান। সেই ভগবান মাধুর্য্যময় প্রেমময়। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যময় ভগবান চাহেন না। তাঁহারা গোপীনাথ বলেন, জগন্নাথ বলিতে চাহেন না। রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ ভক্ত ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ। বৃন্দাবন মথুরা রাধা সখি ইত্যাদি সব রূপক মাত্র। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হইলেই বৃন্দাবন,আর ভগবানের তিরোভাব হইলেই মথুরা।

স্ফূর্ত্তি রূপে, মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে,
তখন ভাবেন, কৃষ্ণ এল বৃন্দাবনে।
অদর্শনে, ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী।

দাশুরায় বলিতেছেন,

হৃদি বৃন্দাবনে, বাস কর যদি, কমলাপতি,
ওহে ভক্তি প্রিয়, আমার ভক্তি হবে, রাধা সতী
মুক্তি কামনা আমারি, হবে বৃন্দা গোপনারী,
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।
আমার ধর ধর, জনার্দ্দন, পাপ ভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংস কর সম্প্রতি,
বাজায়ে কৃপা বাঁশরি, মন ধেনু কে, বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদিগোষ্ঠে. পুরাও ইষ্ট, এই মিনতি,
আমার প্রেমরূপ যমুনা কূলে, আশা বংশী বট মূলে,
সদয় হয়ে, স্বদাস ভেবে, সতত কর বসতি।

চৈতন্যদেবের উপদেশ।

চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন,

যুবকের আর্ত্তি, যথা যুবতী দেখিয়া,
সেইরূপ আর্ত্তি, আর না দেখি ভাবিয়া।
একারণে ভক্ত জন, ভজে যদুপতি,
পত্নী ভাবে তার প্রতি স্থির করি মতি।

জ্বলন্ত ত্যাগের উদাহরণ শ্রীরাধা।

যে ভগবানে আকৃষ্ট হয়, তার বাড়ী ঘর আত্মীয় স্বজন টাকা কড়ি মান যশ সব তুচ্ছ হয়। সে তাঁহার জন্য সর্ব্ব ত্যাগ করে। রাধা কুলনারী সেজন্য অপরের সঙ্গে প্রেম করিয়া কুলটা হন। কুলটাকে সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া দিতে হয়। কলঙ্কের ডালি মাথায় করিতে হয়। কিন্তু সে প্রিয় জনের জন্য

ও সব সহ্য করেন, ভৎ‍র্সনা তাড়নাতে পশ্চাৎপদ হন না। ভক্তের জলন্ত ত্যাগের ও প্রিয় নিষ্ঠার উদাহরণ শ্রীরাধা।

ঘরে যাবই না গো, যে ঘরে কৃষ্ণ নামটী করা দায়,
যেতে হয়, তোরাই যা, গিয়ে বল্‌বি, যার রাধা তার সঙ্গে গেল,
তোদের হল বিকি কিনি, আমার হল নীলকান্ত মনি,
যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্কিনী রাই,
যদি চাহি মেঘপানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে,
যদি পরি নীল বসন, বলে ঐ কৃষ্ণের উদ্দীপন,
যখন থাকি রন্ধন শালে, কৃষ্ণরূপ মনে হলে,
আমি কাঁদি সখি, ধুঁয়ার ছলে।

শ্রীরাধা ও শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্যদেব রাধাভাবে সাধনা প্রচার করিয়াছেন। রাধার মহাভাব চৈতন্যদেবে ছিল। শ্রীরাধার যেমন মেঘ দেখিলেই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইত, চৈতন্যদেবের সেইরূপ হইত। চণ্ডীদাস শ্রীরাধার অবস্থা লিখিয়াছেন

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে যায়,
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়,
রাই এমন কেন বা হৈল,
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মনে, কোথা বা কি দেব পাইল,
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে,
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।

গৌর চন্দ্রিকাতে চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণিত আছে,

আজ হাম, কি পেখনু, নবদ্বীপচন্দ্র,
করতলে, করই বয়ান অবলম্ব,

পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ,
ক্ষণে ক্ষণে ফুল বনে চলই একান্ত,
ছল ছল নয়নে, কমল সুবিলাস,
নব নব ভাব, করত পরকাশ,
পুলক মুকুল বর ভরি সব দেহ।

রাধার রূপক।

চৈতন্য চরিতামৃতে রাধাভাবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। রাধার রূপক এইরূপ,

সেই মহাভাব হয়, চিন্তামণির সার,
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করে, এই কার্য্য যার
মহাভাব চিন্তামণি, রাধার স্বরূপ,
ললিতাদি সখি তার, কায় ব্যূহ রূপ,
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ, সুগন্ধী উদ্বর্ত্তন,
তাহে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বল বরণ,
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম,
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম,
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান,
নিজ লজ্জা শ্যামপট্ট শাটী পরিধান,
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন,
প্রণয় মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন,
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখীপ্রণয় চন্দন,
স্মিত কান্তি কর্পূর তিলে অঙ্গ বিলেপন,
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদ ভর,
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর,

প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্য বিন্যাস,
ধীরা ধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্ট বাস,
রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল,
প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জ্বল,
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি,
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি,
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত,
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত,
সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল;
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ে তরল,
মধ্য বয়স্থিতা সখীস্কন্দে করন্যাস,
কৃষ্ণ লীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ,
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক,
তাতে বসিয়াছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ,
কৃষ্ণ নাম গুণ যশঃ অবতংস কানে,
কৃষ্ণ নাম গুণ যশঃ প্রবাহ বচনে,
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস মধু পান,
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম,
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর,
অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর।

কাম ও প্রেম।

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে.

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম তো প্রবল
লোক ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজপরিজন
স্বজন করিব যত তাড়ন ভৎর্সন
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন
ইহাকে কহি যে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বলে। ভক্তি পঞ্চমপুরুষার্থ,

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই,

আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, হয় সে ত্রৈলক্ষ্যজয়ী
ভক্তির কথা, শুন বলি চন্দ্রাবলী, ভক্তিমিলে কভু, ভক্তিমিলে কই,
ভক্তির কারণে পতাল ভুবনে বলির দ্বারে, আমি দ্বারী হয়ে রই,
শুদ্ধা ভক্তি, এক আছে বৃন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে, অন্যে নাহি জানে
ভক্তির কারণে, নন্দের ভবনে, পিতাজ্ঞানে, নন্দের বাধা মাথায় বই।

সহজিয়া সাধন।

সহজ শব্দের অর্থ সহজাত অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে জাত। স্ত্রীপুরুষের দেহ এইরূপ গঠিত যে পরস্পর আকর্ষণ স্বাভাবিক। সহজিয়া সাধনের উদ্দেশ্য নরনারী উভয়ের প্রতি প্রেম সাধনা করিবে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা থাকিবে না, অথচ ভালবাসা হইবে।

একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা। চণ্ডীদাস।

কিশোরী সাধন

তাঁহাদের মতে রূপ আশ্রয় করিলে, রসের সন্ধান পাওয়া যায়। সুন্দরী স্ত্রীলোকের মত চিত্তবিনোদন আকর্ষণ আর নাই। সাধক নায়িকাকে দেখেন যেন শ্রীরাধা, এবং নিজে যেন তাঁহার সখী, এইরূপ আরোপ করেন।

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী,
কিশোরী নয়ন তারা।
উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী,
কিশোরী গলার হারা।

ইহাকে কিশোরী সাধন বলে।

প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ।

এই মতে তিন থাক আছে. প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ।

(১) প্রবর্ত্ত—প্রবর্ত্তের আশ্রয় হয়, শ্রীগুরুর চরণ
আলম্বন সাধুসঙ্গ জানিহ কারণ
উদ্দীপন হয় হরিনাম সংকীর্ত্তন।

(২) সাধক—সাধকের আশ্রয় হয় সখীর চরণ
সেবা পরিচর্য্যা তার হয় অবলম্বন।
উদ্দীপন হয় হরি নাম সংকীর্ত্তন
সিদ্ধ দেহ চিন্তা করে স্মরণ বর্ণন।

(৩) সিদ্ধ—সিদ্ধেতে আশ্রয় হয় শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ
আলম্বন সখী সঙ্গ জানিহ কারণ
উদ্দীপন হয় সেই পঞ্চ প্রকার
নবীন মেঘ, কাল পুষ্প, ভৃঙ্গ, কোকিল,
আর ময়ূর কণ্ঠ এই পঞ্চ মত হয়।

ইহাদের মতে নাম রাগ হইতে শ্রদ্ধারাগ হয়। শ্রদ্ধারাগ হইতে লীলা রাগ হয়। লীলারাগ হইতে প্রেমরাগ হয়। প্রেমরাগ হইতে প্রাপ্তিরাগ হয়। প্রবর্ত্তের নামরাগ ও শ্রদ্ধারাগ হয়। সাধকের লীলারাগ হয়। সিদ্ধের প্রেমরাগ ও প্রাপ্তিরাগ হয়। প্রবর্ত্তের কারুণ্য সাধকের তারুণ্য আর সিদ্ধের লাবণ্য প্রকাশ হয়।

নায়িকা ভিন্ন মুক্তি নাই।

কেহ কেহ বলেন, গোস্বামী প্রভুরা পরকীয়া সাধন করিয়াছিলেন। সহজিয়াদের মতে, কেহ কখন নায়িকা ভিন্ন, সাধনার পথে, সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

আরোপেতে ফল হয়।

যদি আরোপ করিয়া মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ীতে পঁহুছান যায়, তাহা হইলে চেতন মাংসময়ী হইতে চিন্ময়ীতে কেন পঁহুছান না যাইবে ?

আশঙ্কা।

তবে একটী কথা আছে, "বাচ্ছল্য থেকেই তাচ্ছল্য হয়," সেজন্য এসব পথ বড় কঠিন। পূজ্য বস্তুকে ভোগ্য করিয়া অনেকে ফেলে। বামাচার করিতে গেলে, নিজে বামা হওয়া চাই, বামা ভূত্বা যজেৎ দেবীম্। পূজ্যকে ভোগ্য করা উচিত নহে।

পরিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান বা ঈশ্বর নারায়ণ সকল জাতির সকল মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান কল্পনার জিনিষ, অনুমানের জিনিষ, বিশিষ্ট বিদ্বান যোগী বা অনুরাগীর অনুভবের জিনিষ। বিশিষ্ট বিদ্বান যোগী বা অনুরাগী অনুভব করিলেন, সাধারণের তাহাতে কি হইল ?

ব্রহ্ম এই বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গের হেতু। তিনি অন্তর্য্যামী। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি আবাঙ মনসোগোচর, তিনি উপলব্ধি মাত্র। সত্ত্বামাত্র রূপে, চিন্মাত্র রূপে বিশ্ব নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। আবার তিনি অনন্ত ভূমা আনন্দ স্বরূপ। বেদের এই সব কথা খুব উচ্চ অঙ্গের বটে। কিন্তু নিজস্ব করা গেল কি ? অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা হইল কি ? মুখে বলিলেই হইল না। জীবনে ফলান বড় শক্ত। সাধারণের পক্ষে এত সূক্ষ্ম জিনিষের ধারণা হওয়া কঠিন। বিষয়াসক্ত মন দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। সেজন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবের অনুগ্রহের জন্য নরদেহ স্বীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য অবতারের আবির্ভাব। তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন।

অজোপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোপি সন্,
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

যদিচ আমি অজ, অনশ্বর, ভূতগণের ঈশ্বর তাহা হইলেও অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা উর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

যখন যখন ধর্ম্মের অভাব হয় এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয় তখন তখন নিজেকে সৃজন করি।

পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদের রক্ষা, দুষ্কৃতিদের বিনাশ ও ধর্ম্ম স্থাপন করিতে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ভাগবতে আছে—দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোঃ।

দুর্ব্বোধ্য আত্ম তত্ত্ব বিজ্ঞাপনের জন্য ভগবান দেহ স্বীকার করেন।

অতএব নরনারায়ণ ঐতিহাসিক পুরুষ, তাঁহার মানুষী জীবনী শ্রবণের বিষয়, তাঁহার মুখের বাণী অবলম্বনের জিনিষ। লক্ষ্য করিতে হইবে, তাঁহার জীবনী অনুকরণীয় নহে। কারণ ওরূপ উর্জ্জিত শক্তি বিশিষ্ট পুরুষের জীবনী সাধারণ জীবের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কিন্তু উহার বিশেষ গুণ এই মানুষের কাণে পঁহুছিলেই তাহার চিত্তমল ধৌত হয়, তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়। তাঁহার লীলা শ্রবণ চিত্তশুদ্ধিকর আর ভক্তির উৎপাদক,

ইহাই তাঁহার জীবনী পাঠের মহোপকার। ইহাতে যেরূপ চিত্ত শুদ্ধি হয়, সংসারী লোকের সেরূপ অপর কিছুতে হয় না।

স্বাবলম্বন ও নির্ভরতা।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর উপাসনা করিতে নিষেধ করেন নাই। গীতাতে আছে,

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন, সেই অন্তর্য্যামীকে আশ্রয় কর শান্তি পাইবে। রামানুজ বলিয়াছেন অর্চ্চা অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরে যে সব বিগ্রহ আছেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রথম। তারপর বিভব অর্থাৎ রামাদি অবতার উপাসনা। তাহাতে অধিকার হইলে সর্ব্বশেষে অন্তর্য্যামী উপাসনা। অতএব অন্তর্য্যামী উপাসনা সকলের আয়ত্তাধীন নহে। নিগু'ণ ব্রহ্ম উপাসনা খুব কঠিন।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

ব্রহ্ম উপাসনা দেহবুদ্ধি লোকের হওয়া দুষ্কর, সেজন্য ভগবান বলিয়াছেন অমাকে যে আশ্রয় করে,

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ

আমি তাদের মৃত্যুরূপ সংসার হইতে উদ্ধার করি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন বাঁদর ছানা আর বিড়াল ছানা, বাঁদর ছানা মাকে ধরে থাকে। বিড়াল ছানা কেবল মিউ মিউ করে, তার মা মুখে করে নিয়ে যেখানে রাখে, সেখানে থাকে। একটী স্বাবলম্বন আর একটী নির্ভরতা। ব্রহ্ম উপাসক নিজের পুরুষকারে ব্রহ্ম লাভ করেন। ভগবদুপাসককে ভগবান উদ্ধার করেন।

গুহ্যকথা।

উদ্ধব বলিয়াছিলেন উর্দ্ধরেতা অমল সন্ন্যাসীরা সাধনা প্রভাবে ব্রহ্মধামে যান বটে, কিন্তু আমরা কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিয়া ও তোমার চরিত বর্ণন দ্বারা দুস্তর সংসার তম উত্তীর্ণ হইব। গুহ্য কথা হইতেছে,

মন্মনাঃ ভব মদ্‌ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) চিন্তা কর, আমার ভজন কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকে পাইবে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইবে না, এক আমার শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, কোন ভয় নাই। এই অভয় বাণী শ্রীমুখের বাণী। ইহার মূল্য স্বতন্ত্র।

ঈশ্বর অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় খুব সত্য কথা। কিন্তু সংসারে নিজ পিতা বর্ত্তমান থাকিলে, বালক যেরূপ সনাথ হয়, যেরূপ নিশ্চিন্ত হয়, পিতৃহীন বালক কি সেইরূপ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে পারে? ঈশ্বর অশরীরী পিতা, কৃষ্ণ শরীরী পিতা। অশরীরী পিতার বাণী শুনা যায় না। কিন্তু শরীরী পিতার বাণী শুনা যায়। অশরীরী পিতার দয়া সাধারণের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু শরীরী পিতার দয়া সাধারণের বোধগম্য। শরীরী পিতা চলিয়া যাইলেও তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি তাঁহার সন্তানের কত উপকার দেয়, সন্তান তাহা বুঝিতে পারে। ইহা বুঝিবার জন্য বেশী বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ নিজ সন্তান সন্ততির জন্য অমূল্য অক্ষয় সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সেই অমৃতের সন্তান, কর্ম্মদোষে সেই পিতৃত্যক্ত অমৃত হইতে বঞ্চিত না হই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, সনকসনন্দন, নারদ, ব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি অনেক মহাত্মা অবতার জগতে আসিয়াছেন। সকলই মহান সকলই গরীয়ান, সকলই পূজনীয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কোন বিবাদ নাই। কিন্তু একটী কথা

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণ স্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ইঁহারা পরমেশ্বরের কেহ বা অংশ, কেহ বা বিভূতি। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অতএব এরূপ সর্ব্বশক্তিমানের আশ্রয় বৃথা যাইবে না, ফল হবেই হবে। সেজন্য জীবের দুঃখে কাতর মহাপ্রাণ উদ্ধবের প্রার্থনা স্মরণ করি, ঘোর সংসার মার্গে ত্রিতাপে তাপিত জনের তোমার পদযুগলরূপ আতপত্র ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না। মানুষ সংসার কূপে পতিত, কাল অহি কর্ত্তৃক দষ্ট, সুখ ক্ষুদ্র কিন্তু উরুতৃষা, কৃপা করিয়া ইহাদিগকে সংসার কূপ হইতে উদ্ধার কর, আর অপবর্গবোধক বাক্যামৃত দ্বারা অভিষিক্ত কর।" গোপীরা প্রার্থনা করিয়া ছিলেন "হে নলিন নাভ! অগাধবোধ সনকাদি তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করেন। ঐ পাদপদ্ম সংসার কূপে পতিত জনের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। গৃহসেবী আমাদের মনে সেই পাদপদ্ম যেন সর্ব্বদা আবির্ভূত হয়।" কুন্তী বলিয়াছিলেন "জগদ্‌গুরো! আমার নিরন্তর বিপদ্ হউক কারণ বিপদে তোমার দর্শন লাভ হয়।" ইহার সঙ্গে ভগবানের অভয়বাণী ও স্মরণ করি। "আমার উপাসককে আমি উদ্ধার করি," অপিচেৎসুদুরাচারো ভজতেমামনন্যভাক্ সাধুরেব স মন্তব্যঃ অত্যন্ত দুরাচারও যদি আমার ভজনা করে সেও সাধু হইয়া যায়। ন মে ভক্তপ্রনশ্যতি আমার ভক্তের নাশ নাই।" আমাকে পূজা কর আমাকে পাইবে।" "আমার শরণ লও আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

তাঁহার চরিতকথা পাঠের ফল।

তাঁহার চরিত কথা ও তাঁহার বাণী এই দুইটী মহা তীর্থ। যে সেবা করিবে সেই নিষ্পাপ হইবে, সেই অমলাশয় হইবে, সেই পবিত্র হইবে। পবিত্র হইলে আত্মতত্ব স্বযং প্রকাশ হইবে। চক্ষু অমল হইলে সবিতা প্রকাশ যেমন আপনি হয়।

তিনি বলিয়াছেন "আমার জন্মকর্ম্ম অলৌকিক, পরের অনুগ্রহার্থ আমার জন্মকর্ম্ম ইহা যে বুঝিতে পারে, তাহার দেহাভিমান থাকে না, তাহার পুনর্জন্ম হয় না।" তাঁহার কর্ম্ম অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য। "আমি মানুষীতনু আশ্রয় করিয়াছি, সেজন্য মূঢ়রা আমাকে অবজ্ঞা করে, তাহারা আমার ঐশ্বর-ভাব জানে না। আমার বাণী যে জপরূপে পাঠকরে, সে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করে। আমার উপদেশ যে শ্রবণ করে, তাহার আমাতে পরাভক্তি হয়, সে কর্ম্মে বদ্ধ হয় না।

তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান।

তাঁহার চরিত কথা ও তাঁহার উপদেশ ছাড়া, আর একটী জিনিষ আছে সেটী তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। সেই শ্রীমূর্ত্তি কুরুক্ষেত্রে নরলোকবীরগণ দর্শন করিয়া তাঁহার গতিলাভ করিয়াছিল। সেই শ্রীমূর্ত্তি শিশুপালাদি বৈরভাবে চিন্তা করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিল। সেই শ্রীমূর্ত্তিতে ব্রজাঙ্গনাগণের নয়ন সংলগ্ন হইলে তাহাদের সমাধি হইত। সেই শ্রীমূর্ত্তি প্রয়াণের সময় যোগাগ্নিতে দগ্ধ না করিয়া তাঁহার সন্তান সন্ততির জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, কারণ সর্ব্বনেত্রের সেই প্রেয়সী তনু "ধারণা ধ্যান মঙ্গলম।" এই তনুতে ধ্যান ধারণা করিলে শীঘ্র ফল হয়। এই তনুর মহিমা জানা বড় কঠিন। কারণ "ন তু ভূত ময়স্ত" এই তনু পাঞ্চভৌতিক নহে, কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্ব। ভগবানের বপু "শ্রেয়ঃ উপায়নং" কর্ম্মফলদাতা। উপাসনাকালে "ক্রিয়ায়াং

প্রতিযন্তি'' ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। যদি শ্রীকৃষ্ণের দেহ না থাকিত তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্ভব হইত না। "সত্ত্বং ন চেৎ বিজ্ঞানম্।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন জ্ঞান আর বিজ্ঞান। জ্ঞান মানে জানা, ঈশ্বরের বিষয় শুনা. জ্ঞানে ঈশ্বর আছেন, এই অস্তি মাত্র বোধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে তাঁহার দর্শন হয়, তাঁহার সহিত আলাপ হয়। কাষ্ঠে অগ্নিতত্ত্ব আছে শুনা এক, আর কাঠ জ্বেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক। শ্রীকৃষ্ণের দেহ আছে সেজন্য বিজ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাহম্ আমি ব্রহ্মের প্রতিমা, আমি ব্রহ্মজ্যোতিঘন।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে সাহস বাড়ে। "কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্" তাঁহার পাদপদ্ম নৌকা দ্বারা ভীম ভবাব্ধি তাঁহার উপাসকের গোষ্পদ তুল্য হয়। আর একটী মহাগুণ, তাঁহার আশ্রয় লইলে "ন ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ" অধঃপতন হয় না। উপাসকের মনে বিশ্বাস থাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিঘ্ন হইতে "অভিগুপ্তাঃ" রক্ষা করিবেন।

মচ্চিত্ত সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।

শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে সাংসারিক দুঃখ ও নাশ হয়। কারণ তিনি কল্পতরু।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্

যে যেভাবে ডাকে, তাকে সেই ভাবে তিনি ফল দেন। তিনি বলিয়াছেন "যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্" আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি।

শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য কিছু সংগ্রহ করিতে হইবে না।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি

সামান্য পত্র পুষ্প তোয় ভক্তির সহিত অর্পিত হইলে আমি ভক্ষণ করি।

তাহাও যদি না সংগ্রহ হয় যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু কর, আমাকে অর্পণ কর, তাহা হইলে আমার পূজা হইবে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। উদ্ধব সমস্ত শুনিয়া পরিশেষে বলিলেন,

অথাতঃ আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।

হে অরবিন্দ লোচন! যাহারা হংস তাহারা তোমার পদাম্বুজ আশ্রয় করিয়া থাকেন, কারণ ঐ পদাম্বুজ আনন্দ পরিপূরক পরমানন্দ। দেবতারা ও বলিয়াছেন,

স্যাৎ তবাঙ্ঘ্রিঃ অশুভাশয় ধূমকেতুঃ

তোমার পাদপদ্ম অশুভ বিষয় বাসনার দাহক হউক। ভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,

জ্ঞানে কর্ম্মনি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাং স্তেহহং চতুর্বিধঃ॥

জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কৃষ্যাদির ফল অর্থ, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি, দণ্ডনীতির ফল ঐশ্বর্য্য, কর্ম্মের ফল স্বর্গ, কিন্তু বাপ্ আমি তোমার চতুর্বর্গ।

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি মনীষা চ মনীষিনাম্
যৎ সত্য মনৃতেনেহ মর্ত্তেনাপ্নোতি মামৃতম॥

(১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কলিতে নারদীয়া ভক্তি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "বেদে লম্বাচওড়া বড় বড় কথা আছে বটে, কিন্তু কলিতে নেজামুড়া বাদ দিয়ে নিতে হবে। কারণ কলির জীবের অন্নগত

প্রাণ ও সব বড় বড় সাধনা পেরে উঠিবে না। কলিতে নারদীয়া ভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি একমাত্র উপায়। যিনি শক্তিমান তিনি নির্গুণব্রহ্ম উপাসনা করুন, বড় বড় সাধনা করুন, তাহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু দুর্ব্বল অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই ভরসা। কেশব সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়।

তিনি অকিঞ্চনের ধন।

কুন্তী বলিয়াছিলেন "সৎকুলে জন্ম বহু শাস্ত্র শ্রবণ, ধনৈশ্বর্য্য এই সবে পুরুষের মদবৃদ্ধি হয়. তুমি অকিঞ্চনের ধন!" প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন "সম্পত্তি সৎকুল, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, এসকল গুণ পরমপুরুষের আরাধনা করিতে সমর্থ হয় না। কারণ ভগবান কেবল ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হয়েন। গুণভূষিত বিপ্র অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থ, আত্মার শোধন হয় না। ভগবান হরি অবিদ্বান ক্ষুদ্র বক্তির পূজা গ্রহণ করেন, তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত।"

কর্ম্মবাদ।

বড় বড় ধর্ম্মোপদেষ্টা বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, প্রমুখ সকলই বলেন সংন্যাস ছাড়া ভগবান লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। ইঁহারা উপদেশ দেন, আগে স্ত্রীপুত্র ঘরবাড়ি ত্যাগ কর, তবে ভগবান লাভের আশা করিও। বহুসংখ্যক লোক বলেন বটে তাঁহারা বুদ্ধদেবের কি যীশুখৃষ্টের কি শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে, তাঁহারা গুরূপদিষ্ট উপদেশ ঠিক ঠিক প্রতিপালন করিতে অক্ষম। ফলে এই সব ধর্ম্মযাজকের ঠিক ঠিক অনুবর্ত্তী অতি মুষ্টিমেয় মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ ভারতে একমাত্র ধর্ম্ম প্রচারক, যিনি প্রচার করিয়াছেন কর্ম্মত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, ফল ত্যাগ করিলেই হইল, কর্ম্ম করিয়াও ফল ত্যাগ করিতে পারিলে. সংসারে থাকিয়া

ও পরমহংস অবস্থা লাভ হইতে পারে। তিনি একমাত্র উপদেষ্টা, যিনি প্রচার করিয়াছেন, মানুষ ঈশ্বরার্চ্চনা হিসাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিয়া, রাজকার্য্যাদি করিয়া, বাণিজ্যাদি করিয়া, পরিচর্য্যাদি করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। তাঁহার মতে অধ্যাপক রাজকর্ম্মচারী বণিক বা পরিচারক কাহাকে তাহার দৈনন্দিন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না। স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়াও তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। আর কোন উপদেষ্টা এমত প্রচার করেন নাই। তিনি নিজে গৃহে থাকিয়া. গৃহীর মত সব কার্য্য করিতেন, পাছে লোক কর্ম্মত্যাগ করে। অপর ধর্ম্ম উপদেষ্টাগণ সংন্যাস ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এক শ্রীকৃষ্ণ জনসাধারণের জন্য কর্ম্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন।

প্রীতি অতি সুগম উপায়।

আর একটী বিশেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি তাঁহাকে পাইবার অতি সুগম উপায়। তপস্যা আদি কিছুরই দরকার নাই।

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দান ব্রত তপোধ্বরৈঃ
ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুযাদ্ যত্নবানপি
কেবলেন হি ভাবেন গোপ্য গাবো নগাঃ মৃগাঃ
যেন্যেমূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা।

যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, সংন্যাস প্রভৃতি দ্বারা যত্নবান হইয়া যাঁহাকে পাওয়া যায় না, সেই আমাকে কেবল ভাব অর্থাৎ প্রীতি দ্বারা, গোপীরা, গাভীরা, যমলার্জ্জুন, মৃগ মূঢ়বুদ্ধি কালীয়নাগ প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়া শীঘ্র পাইয়াছিল।

তাঁহার নাম মাহাত্ম্য।

কেশবঃ ক্লেশনাশায় দুঃখনাশায় মাধবঃ
হরিহরশ্চ পাপনাশায় গোবিন্দোমুক্তিদায়কঃ।

কেশব নামে ক্লেশনাশ হয়, মাধব নামে দুঃখ নাশ হয়, হরিহর নামে পাপ নাশ হয়, গোবিন্দ নামে মুক্তি হয়।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি
নামের সহিত ফিরেন শ্রীহরি।"

"তোমার নামের গুণে উজিরি ত্যজে ফকিরি নিল হে।"
তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন তিনি জীবের পিতামাতা,

গতির্ভর্ত্তাপ্রভুসাক্ষী নিবাসঃশরণং সুহৃৎ।

সকলের তাঁহাতে অধিকার।

ব্যাস যাঁহার জীবনী পঞ্চমবেদ মহাভারতে এবং পরমহংসসংহিতা ভাগবত মহাপুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ শুক যাঁহার চরিতকথা দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি সমীপে তারস্বরে গান করিয়াছেন, পরম ভাগবত ভীষ্ম যাঁহাকে ভগবান জানিয়া সর্ব্বসমক্ষে পূজা করিয়াছিলেন, মহাকর্ম্মী অর্জ্জুন মহাপ্রেমী গোপী মহাজ্ঞানী উদ্ধব যাঁহার চরণাশ্রিত, সেই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিতে প্রয়াস পাওয়া নগন্য লোকের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে। কিন্তু কথা হইতেছে, তিনি কেবল ব্যাস শুক ভীষ্মদেবের ঠাকুর নহেন, তিনি কেবল অর্জ্জুন গোপী উদ্ধবের ঠাকুর নহেন, তিনি কেবল দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষির ঠাকুর নহেন, তিনি কেবল উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য লোকের ঠাকুর নহেন, তিনি নগন্য লোকেরও ঠাকুর। নগন্য ব্যক্তির ও তাঁহাতে অধিকার আছে। সমাজচক্ষে পূজনীয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যেমন তাঁহতে অধিকার, সমাজ-চক্ষে পতিতা বারনারী কুব্জার ও তেমনি তাঁহাতে অধিকার। তিনি যে ভগবান, তিনি সকল প্রাণীর নিজ জন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "চাঁদা মামা সকলের মামা" "কেউ কি বাণের জলে ভেসে এসেছে?" সত্যবটে ধারণা ভিন্ন ভিন্ন হবে। ভীষ্ম তাঁহাতে নিরুপাধি পরম ব্রহ্ম দেখিতেন। নগন্য

ব্যক্তি হয়তো সাংসারিক সঙ্কটে তাঁহাকে বিপদ তারণ মধুসূদন দেখিবে। সেজন্য নগণ্য ব্যক্তির ও তাঁহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাহারা তাঁহাকে বুঝিবে বা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বলিবে তিনি যোগেশ্বর, তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের ইয়ত্বা নাই, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মলিনচিত্ত ব্যক্তি তাঁহাকে কি বুঝিবে? তাহার উত্তর তিনি যেমন বুঝিয়েছেন সে সেইরূপ বুঝিবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন "যার যা পেটে সয়," "কেউ কালিয়া পলাউ হজম কর্ত্তে পারে, কেউ বা মুড়ি মুড়কির খদ্দের।"

তাঁহার যোগ ঐশ্বর্য্য।

একদল আছেন, তাঁহারা বলেন শ্রীকৃষ্ণ পরদারসেবী মহাকামুক, কৃষ্ণ চোর, প্রতিবেশীর ননী চুরি করিত। এরূপ চোর লম্পট চক্রী মতলববাজ ভগবান! গালি দিয়ে সুখ পাও অজস্র গালি বর্ষণ কর। এরূপ দ্বেষ বুদ্ধিতে ও তাঁহার নাম হয়, তাঁহার ধ্যান হয়। শিশুপাল তাঁহার বহু নিন্দা করিয়াছিল, পৌণ্ড্র তাঁহার হিংসা করিত। তাহাদের ও মঙ্গল হইয়াছিল। যাহারই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, তাহাদেরই কল্যাণ হইয়াছিল। পুতনা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার গতিলাভ করিয়াছিল। যাতে হউক তাঁহার ধ্যান হইলেই কল্যাণ।

আর একটী তর্ক উত্থাপিত করা হয়, ভগবান প্রতিহিংসা লইতে পারেন না, দুস্কৃতের বিনাশ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। দুস্কৃতের অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি নাশ করিলেই প্রতিহিংসা হয় না। কালীয় সর্পকে নিগ্রহ করাতে, সে আর হিংসা করিত না, ভুজগের আকার মাত্র তাহার ছিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, লোহার তলোয়ার সোনা হইয়া যায়, আকার মাত্র থাকে, হিংসা চলে না। জন্মগত বদ্ধমূল সংস্কারের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে

কেবল যোগেশ্বরই সক্ষম। মানুষের কল্পনাতীত। তাঁহার সংস্পর্শে সাপের সংস্কার বদলে যায়, মানুষের কথা উল্লেখ নিষ্প্রোয়জন। তাঁহার সংগীত শুনিয়া গো মৃগ খগ চিত্রার্পিতের স্থায় হইয়া থাকিত। তাহাদের হংস আপনা আপনি সোঽহং হইয়া যাইত। এরূপ অঘটনঘটন আর কেহ করিয়াছে কি? কয়েকজন নারী কামচরিতার্থ তাঁহার নিকট আসে; তাঁহার স্পর্শে, তাহাদের কাম নিঃশেষে উড়ে গেল, তাদের এটা ওটা সব ভুল হইয়া গেল, দেহ ভুল হইয়া গেল, তাহারা সমাধি প্রাপ্ত হইল। এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে কি মানুষ পারে?

পুরাণকারের অভিসন্ধি।

পুরাণকার ইহা দেখাইবার জন্য প্রযত্ন করেন নাই, যে কৃষ্ণ যুদ্ধ কৌশল বিষয়ে খুব নিপুণ ছিলেন, কি অতি সুকণ্ঠ কি বংশী বিদ্যায় খুব শিল্পী ছিলেন, কি সুন্দরীগণের চিত্তাকর্ষক ছিলেন, কি তাঁহার সৌন্দর্য্য স্বাদ-শক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু পুরাণকার বিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন ইহা দেখাইবার জন্য, যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, সেই সত্যং শিব সুন্দর আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণে নমস্ক্রিয়া মুক্তির হেতু।

ভাগবতে আছে-

হৃদ্‌বাগ্‌ বপুর্ভির্বিদধন্ নমস্তে,
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হৃদ্, বাক্, দুই পদ, দুই জানু, শির, দৃষ্টি আর মন দ্বারা যে তোমাকে নমস্কার করিয়া জীবিত থাকে, সে মুক্তির উত্তরাধিকারী হয়। সন্তানের জীবনই যেমন পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্তির হেতু, সেইরূপ তাঁহার ভক্তের জীবনই মুক্তির হেতু, কোন তপস্যার প্রয়োজন নাই।

—শ্রীচরণ উপাসনা—

তাপনীয়া শ্রুতিতে আছে-

চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং॥ যেন পূতঃ তরতি দুষ্কৃতানি ॥
তেন শুদ্ধেন পবিত্রেন পূতেন অতি পাপ্মানম্ অরাতিং তরেম ॥
লোকস্য দ্বারম্ অর্চ্চিষ্মৎ ভ্রাজমানং মহস্বৎ ॥ অমৃতস্য ধারা
বহুধা দোহমানং চরণং লোকে সুধিতাং দদাতু ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণ পবিত্রতাকর, বিস্তীর্ণ ভূঃ ভূব স্বর্ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আর সনাতন। যাহা দ্বারা পবিত্র হইয়া, পাতকীও পাপ অতিক্রম করে। সেই পবিত্র চরণ দ্বারা, পূত হইয়া, বৈরী পাপ অতিক্রম করিব। সেই চরণ লোকে সুধা ধারা দান করুক। বৈকুণ্ঠের দীপবৎ দ্বার, দেদীপ্যমান, ব্রহ্মতেজমণ্ডলযুক্ত, লোকে বহু প্রকার ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ ভক্তিরূপ ধারা ভক্তগণকে কামধেনুর ন্যায় প্রদাতৃ, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজন করি।

—ওঁ তৎ সৎ ॥